পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1659, Saturday, December 13, 2025 *FREE* www.parichoy.com

অপমানিত’ রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন নির্বাচনের পর পদত্যাগ করতে চান

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ওসমান হাদির ওপর হামলা বাংলাদেশে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র বললেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস - ৫ম পাতায়
- সরকারকে শেষ সুযোগ দিয়ে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম নাহিদ ইসলামের - ৫ম পাতায়
- তফসিল ঘোষণা, বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ১২ ফেব্রুয়ারি- ৫ম পাতায়
- ট্রাম্পের নীতিতে কী বদলাচ্ছে, কতটা কঠিন হবে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন? - ৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আগে দেখাতে হবে ৫ বছরের সোশ্যাল মিডিয়া হিস্ট্রি - ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন প্রস্তাব - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ১ বছরেরও কম সময়ে ৮৫ হাজারের বেশি মার্কিন ভিসা বাতিল করেছে ট্রাম্প প্রশাসন - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ভেনেজুয়েলার মাদুরোকে আরও চেপে ধরলেন ট্রাম্প - ৭ম পাতায়
- অতীতের রূঢ় আচরণের জন্য সাবেক ডিজিএফআই প্রধান জেনারেল ফাতেমী রুমির কাছে তারেক রহমানের দুঃখপ্রকাশ - ৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে খুন বন্ধ করা কোনো ম্যাজিক বা লাইটের সুইচ অন-অফ করার বিষয় নয় বললেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা - ৯ম পাতায়
- বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ঋণের ফাঁদে পড়েছে বললেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যান - ১০ম পাতায়

ট্রাম্পের নতুন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলে কী আছে, বিশ্বে কী প্রভাব পড়তে পারে

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

তফসিল ঘোষণার পরদিনই বাংলাদেশে নির্বাচনী সন্ত্রাসের শুরু, সম্ভাব্য প্রার্থী গুলিবিদ্ধ

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
আলাদীন
Aladdin
৭২-৩৩ ৩৭ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩
Tel: 718-784-2554
সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

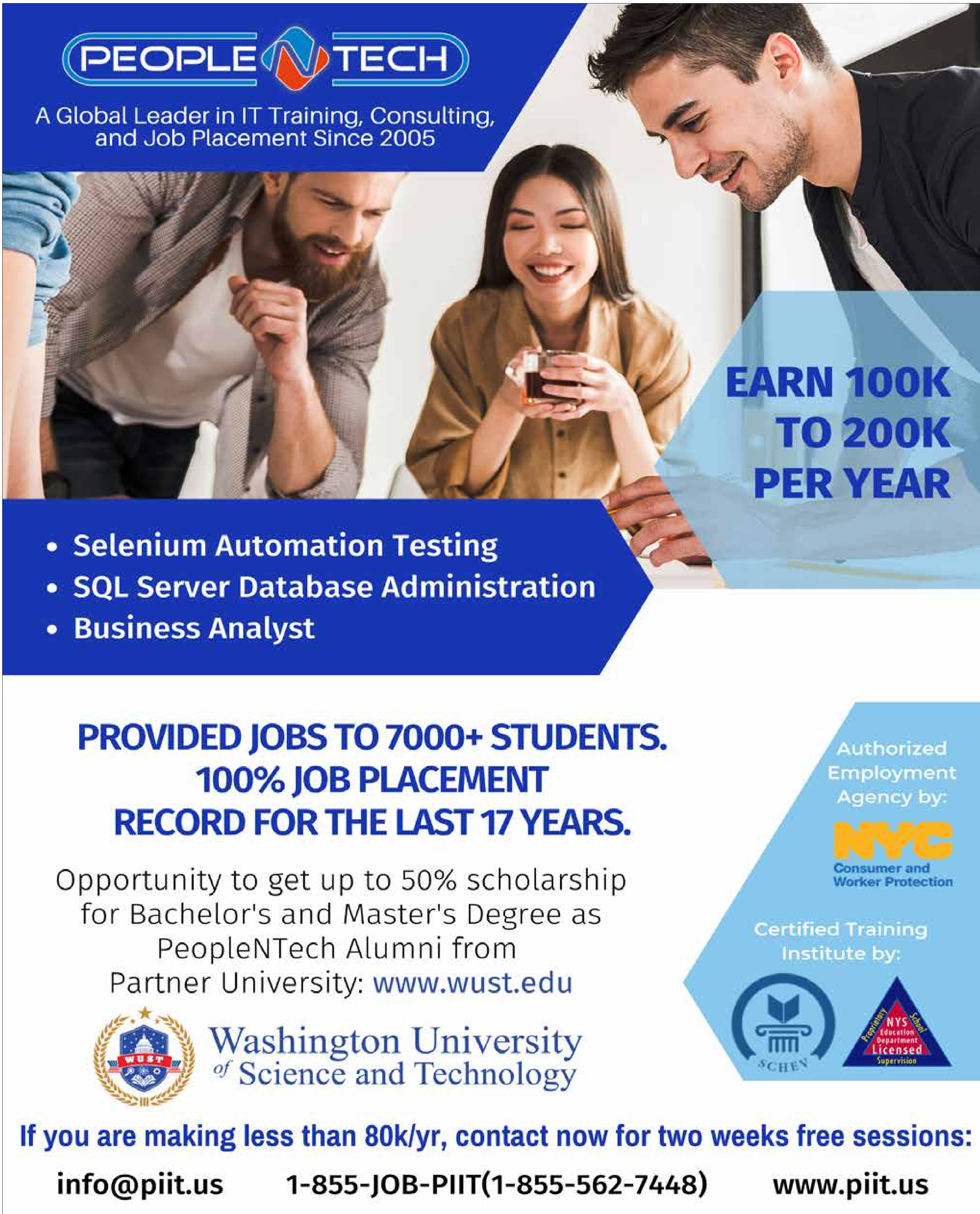
PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed
Proprietary School
Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

হাতের
মুঠোয়
পরিচয়
পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয়
এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
পরিচয়
ট্রাম্পের 'অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ' আমেরিকানদের
খরচের বোঝা বাড়াবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক
আরোপে শঙ্কায়
বাংলাদেশ
নিরাপদে
থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● ইউরোপের দেশের সরকারগুলো অভিবাসন ইস্যুতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে এবং ইউক্রেন সংঘাতের অবসান ঘটাতে কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।-পশ্চিম ইউরোপকে 'ক্ষয়িষ্ণু' দেশসমূহের একটি গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যা দিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

● 'কনস্যুলেট, দূতাবাস এবং হাইকমিশনগুলোতে রাষ্ট্রপতির ছবি ছিল, কিন্তু হঠাৎ এক রাতে তা সরিয়ে ফেলা হলো। এতে জনগণের কাছে ভুল বার্তা যায় যে হয়তো রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি এতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছি।'-বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

● বাংলাদেশে আগে দুর্নীতিগ্রস্ত লোককে সামাজিকভাবে এভয়েড (এড়িয়ে যাওয়া) করা হতো। মানুষ ঘৃণা করতো। তারা ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিতে পারতো না। আর এখন লাফ দিয়ে আমরা যাই বিয়ে দিতে, সম্মান জানাতে।'- অন্তবর্তী সরতারের অর্থ উপদেষ্টা সালাহউদ্দিন আহমেদ

● বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এক ধরনের ঋণের ফাঁদে পড়ে গেছে এবং দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হলে এই অপ্রিয় সত্য মেনে নিয়েই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে - জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান

● বাংলাদেশে সংস্কারের সবচেয়ে বড় অন্তরায় আমলাতন্ত্র, তারা যতটুকু চায় সংস্কার ততটুকুই হবে - ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান

● 'মব' করা হলে বিএনপি বসে থাকবে না - শরীফ ওসমান বিন হাদিকে হাসপাতালে দেখতে এসে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস যে তোপের মুখে পড়েছেন, সেটাকে 'মব' হিসেবে আখ্যায়িত করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● ক্ষমতায় গেলে, ২০০ আসনে বিজয়ী হলেও বাংলাদেশে জাতীয় সরকার গঠন করবে জামায়াত - দলের আমির শফিকুর রহমান

● নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই, ভোটের আগেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি - বাংলাদেশ জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার

তফসিল ঘোষণার পরদিনই বাংলাদেশে নির্বাচনী সন্ত্রাসের শুরু, সম্ভাব্য প্রার্থী গুলিবিদ্ধ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি (৩৩) গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। রিকশায় করে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেলে আসা দুর্বৃত্তরা হাদির মাথায় গুলি করে।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে রাজধানীর পল্টনের বিজয়নগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ওসমান হাদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়েছে।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি ইউনিটের আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে।

ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান স্ট্রিমকে বলেন, দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে তিনটি মোটরসাইকেলে করে দুর্বৃত্তরা আসেন। পল্টনের বক্স কালভার্ট এলাকায় ডিআর টাওয়ারের সামনে তাকে গুলি করা হয়।

জুলাই ঐক্যের অন্যতম সংগঠক ইস্রাফিল ফরায়েজী জানান, নির্বাচনী প্রচারণাকালে তাকে গুলি করা হয়।

ওসমান হাদিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী মিসবা জানান, দুপুরের দিকে রিকশায় করে বিজয়নগর দিয়ে যাচ্ছিলেন হাদি। কালভার্ট রোডে পৌঁছালে মোটরসাইকেলে আসা অজ্ঞাতনামা দুই দুর্বৃত্ত খুব কাছ থেকে তাঁর বাম কানের নিচে ১ রাউন্ড গুলি করে দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দুপুর ২টা ৪০ মিনিটে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে তিনি বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

তফসিল ঘোষণা, বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ১২ ফেব্রুয়ারি

পরিচয় ডেস্ক: আগামী বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণের দিন রেখে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রশ্নে গণভোটের তফসিল ঘোষণা করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে ১২ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত, তা বাছাই হবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

‘অপমানিত’ রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন নির্বাচনের পর পদত্যাগ করতে চান

মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে ‘অপমানিত’ বোধ করায় আগামী ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের পর মেয়াদের মাঝপথেই পদত্যাগের পরিকল্পনা করছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা জানান।

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সাহাবুদ্দিন সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেও তাঁর ক্ষমতা মূলত আলংকারিক। ঢাকার সরকারি বাসভবন থেকে হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘আমি চলে যেতে আগ্রহী। আমি বেরিয়ে যেতে চাই।’

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আরও বলেন, ‘নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আমার দায়িত্বে থাকা উচিত। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণেই আমি এই পদ ধরে রেখেছি।’

রাষ্ট্রপতি অভিযোগ করেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত প্রায় সাত মাস ধরে তাঁর সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎ করেননি। রাষ্ট্রপতির প্রেস উইং তাঁর নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া গত সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাসগুলো থেকে তাঁর ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, ‘কনস্যুলেট, দূতাবাস এবং হাইকমিশনগুলোতে রাষ্ট্রপতির ছবি ছিল, কিন্তু হঠাৎ এক রাতে তা সরিয়ে ফেলা হলো। এতে জনগণের কাছে ভুল বার্তা যায় যে হয়তো রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি এতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছি।’

সাহাবুদ্দিন জানান, ছবি সরানোর বিষয়ে তিনি ড. ইউনূসকে চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ‘আমার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে।’

৭৫ বছর বয়সী মো. সাহাবুদ্দিন ২০২৩ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের মনোনয়নে বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

আমি রাজনীতিবিদ, সন্ত্রাসী নই, বলেছিলেন তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামী ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরছেন। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ তথ্য জানিয়েছেন।

তারেক রহমান ২০০৭ সালে ওয়ান-ইলেভেন পটপরিবর্তনের পর গ্রেপ্তার হন। এরপর ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে চিকিৎসার জন্য সপরিবারে যুক্তরাজ্যে যান তিনি। এর পর থেকে সে দেশেই আছেন। দীর্ঘ ১৭ বছর পর তারেক রহমান দেশের মাটিতে পা রাখছেন।

দেশ ছাড়ার আগে তারেক রহমান ২০০৭ সালের ২৮ নভেম্বর আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের ওপর তৎকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতনের ভয়াবহ বর্ণনা তুলে ধরেছিলেন। আদালতে জবানবন্দিতে তারেক রহমান বলেছিলেন, ‘জিজ্ঞাসাবাদের নামে রিমান্ডে নিয়ে আমাকে অজ্ঞাত স্থানে চোখ বেঁধে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টাই নিগৃহীত করা হয়েছে। আমি একজন বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলছে না মজুরির, ক্রয়ক্ষমতা কমছে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে গত এক বছর ধরে কঠোর মুদ্রানীতি অনুসরণের পরও নভেম্বরে ফের মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে চলতি বছরের নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয়েছে ৮.২৯ শতাংশ। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলছে না মজুরি প্রবৃদ্ধির। ফলে পরিবারগুলোর ক্রয় ক্ষমতা কমছে। গ্রাম ও শহরড়উভয় অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি এ মূল্যস্ফীতি বাড়তে বড় ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত নতুন ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) অনুযায়ী, নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.২৯ শতাংশে, যা আগের মাস বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ট্রাম্পের নীতিতে কী বদলাচ্ছে, কতটা কঠিন হবে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন?

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে গত ২৬ নভেম্বর দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যের ওপর গুলি করা হয়। এতে সারাহ বেকস্ট্রম নিহত ও তাঁর সহকর্মী অ্যান্ড্রু ওলফ গুরুতর আহত হন। এক আফগান নাগরিকের বিরুদ্ধে এই হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে বড় পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঘটনার পরপরই তিনি ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসকে (ইউএসসিআইএস) নির্দেশ দেন, ঝুলে থাকা সব আশ্রয় (অ্যাসাইলাম) আবেদন স্থগিত করার। এখন আশ্রয় প্রার্থনা, গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে।

আশ্রয় আবেদনে স্থবিরতা ও আইনি জটিলতা

ইউএসসিআইএস পরিচালক জোসেফ এডলোর আশ্রয় আবেদন সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছেন। এতে প্রায় ১৫ লাখ আবেদনকারীর ভাগ্য অনিশ্চিত। যদিও এই স্থগিতাদেশ অধিকাংশ আশ্রয় মামলা বিচারাধীন থাকা ইমিগ্রেশন আদালতগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলে মনে করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত ট্রাম্প প্রশাসনের আগের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, আগে প্রশাসন আশ্রয় আবেদনের জট কমানোর জন্য দ্রুত কাজ করছিল। ইউএসসিআইএসের সর্বশেষ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় আশ্রয় মামলা প্রায় পাঁচগুণ বেড়ে এক লাখ ৩৫ হাজার ৯১টি হয়েছে। যদিও বাতিলের সংখ্যাও ছয় গুণ বেড়েছে। তবুও ২০২১ সালের পর প্রথমবারের মতো আবেদনের জট কিছুটা কমছিল। কিন্তু নতুন নির্দেশনার ফলে সেই অগ্রগতি থমকে গেল। বিপাকে ১৯ দেশের নাগরিক

নতুন নির্দেশনায় ইউএসসিআইএসকে ১৯টি নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকদের জন্য সব ধরনের অভিবাসন সুবিধা স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছে। এই দেশগুলোকে ট্রাম্প প্রশাসন আগেই 'উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এই স্থগিতাদেশের আওতায় কাজের অনুমতি, গ্রিন কার্ড, নাগরিকত্ব ও পরিবারের সদস্যদের স্পন্সর করার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত। কার্যত এই ১৯টি দেশের মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাস বা *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

১ মিলিয়ন ডলারে চালু হলো ট্রাম্পের 'গোল্ড কার্ড' ভিসা

পরিচয় ডেস্ক: ধনী বিদেশিদের জন্য চালু হলো ট্রাম্পের 'গোল্ড কার্ড'। এ ভিসা পেতে হলে অন্তত ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হবে। এ প্রকল্পে ভিসা প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে (ফাস্ট-ট্রাক্টড) সম্পন্ন হবে।

গত বুধবার ১০ ডিসেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে ট্রাম্প নিজেই এ খবর দেন।

ট্রাম্প লিখেছেন, 'সব যোগ্য ও যাচাইকৃত ব্যক্তিদের জন্য এই কার্ড সরাসরি নাগরিকত্বের পথ উন্মুক্ত করবে। দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ। আমাদের মহান আমেরিকান কোম্পানিগুলো অবশেষে তাদের অমূল্য প্রতিভা ধরে রাখতে পারবে।'

চলতি বছরের শুরুর দিকে ট্রাম্প প্রথম তাঁর 'দ্য ট্রাম্প গোল্ড কার্ড' প্রকল্পের ঘোষণা দেন। প্রকল্পের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে বলা আছে, যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আগে দেখাতে হবে ৫ বছরের সোশ্যাল মিডিয়া হিস্ট্রি - ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন প্রস্তাব

পরিচয় ডেস্ক: প্রস্তাবিত নিয়মের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে পর্যটনের সংখ্যা হঠাৎ কমে যেতে পারে কি না তা জানতে চাইলে, ট্রাম্প বলেন যে তিনি এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন নন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের শর্ত হিসেবে যুক্তরাজ্যসহ বেশ কয়েকটি দেশের পর্যটকদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের গত পাঁচ বছরের কার্যক্রম দেখা হতে পারে। এমন একটি নতুন প্রস্তাব করেছেন আমেরিকার কর্মকর্তারা। এই নতুন শর্তটি ডজনখানেক দেশের মানুষের জন্য প্রযোজ্য হবে। বিশেষ করে যারা ইলেকট্রনিক সিস্টেম ফর ট্র্যাভেল অথরাইজেশন (ইএসটিএ) ফর্ম পূরণ করে ভিসা ছাড়াই ৯০ দিনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের অনুমতি পান। জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতীয় নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে সাধারণভাবে মার্কিন সীমান্ত আরও কড়াকড়ি করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, নতুন পরিকল্পনাটি সম্ভাব্য ভ্রমণকারীদের জন্য বাধা সৃষ্টি করতে পারে ও তাদের ডিজিটাল অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

প্রস্তাবিত নিয়মের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে পর্যটনের সংখ্যা হঠাৎ কমে যেতে পারে কি না তা জানতে চাইলে, ট্রাম্প বলেন যে তিনি এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন নন।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) প্রেসিডেন্ট বলেন,ওনা। আমরা খুব ভালো করছি৷ তিনি আরও বলেন,ওআমরা চাই মানুষ এখানে আসুক, এবং নিরাপদে আসুক। আমরা চাই নিরাপত্তা। আমরা চাই সুরক্ষা। আমরা নিশ্চিত হতে চাই যে ভুল ব্যক্তি যাতে আমাদের দেশে প্রবেশ করতে না পারে৷ যুক্তরাষ্ট্রে আগামী বছর প্রচুর পরিমাণে বিদেশী পর্যটক আসতে পারে। কারণ কানাডা ও *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বড় কোম্পানি থেকে 'ভারতীয় নির্মূলের' আহ্বান মার্কিন জরিপকারীর, সমালোচনার ঝড়

পরিচয় ডেস্ক: বড় মার্কিন কোম্পানিগুলোকে 'ডি-ইন্ডিয়ানাইজ' করা বা কোম্পানিগুলো থেকে 'ভারতীয় নির্মূলের' আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ভাষ্যকার ও জরিপকারী মার্ক মিশেল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি আরও জানান, এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে একটি নতুন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গড়তে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

১ বছরেরও কম সময়ে ৮৫ হাজারের বেশি মার্কিন ভিসা বাতিল করেছে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ১ বছরেরও কম সময়ে ৮৫ হাজারের বেশি মার্কিন ভিসা বাতিল করেছে। সিএনএন মঙ্গলবার (০৯ ডিসেম্বর) জানিয়েছে, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে অন্তত ৮৫ হাজার মার্কিন ভিসা (সব ক্যাটাগরির) বাতিল করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, জানুয়ারি মাস থেকে ট্রাম্প প্রশাসন এই ভিসাগুলো বাতিল করেছে।

ওই কর্মকর্তা বলেন, প্রায় অর্ধেক ভিসা বাতিলের অভিযোগ মাদক বা অন্য নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, আক্রমণ, এবং চুরির মতো অপরাধের কারণে হয়েছে। কর্মকর্তাটি আরও জানান, ভিসা বাতিলের এই সংখ্যাটি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের অধীনে গত বছরের সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি।

সাম্প্রতিককালে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে যেড়তারা ডানপন্থী মার্কিন রাজনৈতিক কর্মী চার্লি কার্কের মৃত্যু উদযাপনকারী কয়েকজনের ভিসা বাতিল করেছে।

বাতিল হওয়া ভিসাগুলোর প্রায় ১০ শতাংশ ছিল শিক্ষার্থীদের, যা সংখ্যায় ৮ হাজারের বেশি। যাদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে, সেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধের মতো বিষয়ে ক্যাম্পাসে তাদের সক্রিয়তার *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের নতুন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলে কী আছে, বিশ্বে কী প্রভাব পড়তে পারে

পরিচয় ডেস্ক: চলতি মাসের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ৩৩ পৃষ্ঠার নতুন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএস) প্রকাশ করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে 'আমেরিকা ফার্স্ট' বা 'আমেরিকা সবার আগে' ধারণাকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। স্নায়ু যুদ্ধের পর যে কৌশলগুলো প্রাধান্য পাচ্ছিল, এটি তার থেকে একেবারে ভিন্ন পথে হাঁটছে। আগের কৌশলগুলোকে এখানে সমালোচনা করে বলা হয়েছে, সেগুলো ছিল অস্পষ্ট, অতি হস্তক্ষেপমূলক, যা বিশ্বায়নের নামে মার্কিন অর্থনীতি ও সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করেছে। নতুন এই নথিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র আর আগের মতো সারা পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেওয়া বা সব বোঝা কাঁধে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবে না। বরং বাস্তব হিসাব-নিকাশ, সীমিত হস্তক্ষেপ এবং স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখে নীতি নির্ধারণ করবে। অর্থাৎ বিশ্বজুড়ে মার্কিন আধিপত্যের বদলে পৃথিবী ও বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা, এটাই প্রধান লক্ষ্য। দেশের ভেতরের শক্তিকে এই কৌশলে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন, অর্থনীতি মজবুত রাখা, সীমান্ত আরও কড়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, সামরিক বাহিনীকে আরও সক্ষম ও আধুনিক করা। পাশাপাশি মিত্র দেশগুলোর ওপর প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বোঝা ভাগ করে নেওয়ার চাপ দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া চলমান যুদ্ধ-

সংঘাতগুলোতে সরাসরি না জড়িয়ে কূটনীতির মাধ্যমে সমাধানের কথা বলা হচ্ছে।

রাশিয়ার অস্বাভাবিক সমর্থন

কৌশলটি প্রকাশের পর সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রতিক্রিয়া এসেছে রাশিয়া থেকে। মস্কো বলেছে, এই কৌশল নাকি 'রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়'। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলকে রাশিয়া এত খোলামেলা প্রশংসা আগে কখনো করেনি।

এর কারণও স্পষ্ট। নথিতে রাশিয়াকে আর প্রধান শত্রু বা বড় হুমকি হিসেবে চিত্রিত করা হয়নি। বরং ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান, রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত স্থিতিশীলতা এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর নীতির সমালোচনায় বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ইউক্রেন পুনর্গঠনের জন্য আলোচনার কথা বলা হয়েছে এবং রাশিয়াকে 'নিয়ন্ত্রণযোগ্য' বা সহজে সামাল দেওয়া যায় এমন হুমকি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিপরীতে, ইউরোপকে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে তারা যুদ্ধ নিয়ে অতিরিক্ত ও অবাস্তব প্রত্যাশা তৈরি করছে।

ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের বিশ্লেষক ও সাবেক মার্কিন দূত স্টিভেন পাইফার মনে করেন, রাশিয়ার খুশি হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ২০১৭ সালের কৌশলে রাশিয়াকে যে, যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য খর্ব করার বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

ভেনেজুয়েলার মাদুরোকে আরও চেপে ধরলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার তেল বহন করে এমন অভিযোগে নতুন আরও ছয়টি জাহাজের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর স্বজন ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপরও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

ওয়াশিংটন যাকে অবৈধ সরকার বলে বর্ণনা করে থাকে, ভেনেজুয়েলার সেই প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর কয়েকজন আত্মীয় এবং সংশ্লিষ্টদের কিছু ব্যবসার ওপরও বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

'এরপর তাঁর পালা': কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পেত্রোকে ট্রাম্পের হুমকি

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, দক্ষিণ আমেরিকার এই নেতা তাঁর মাদকবিরোধী অভিযানের পরবর্তী নিশানা হতে পারেন।

গত ১১ ডিসেম্বর বুধবার হোয়াইট হাউসে ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে ট্রাম্পকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, তিনি কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পেত্রোর সঙ্গে কথা বলেছেন কি না। এই প্রশ্নের পরই রিপাবলিকান নেতা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। ট্রাম্প প্রথমে বলতে শুরু করেন, 'আসলে আমি তাঁকে (পেত্রো) নিয়ে খুব বেশি ভাবিনি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বেশ শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন।' এরপর বেশ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন ট্রাম্প। ট্রাম্প হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'তিনি যদি নিজের ভালো না বোঝেন, তাহলে তাঁকে বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে হবে।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরো বলেন, 'কলম্বিয়া প্রচুর মাদক উৎপাদন করছে। তাদের কোকেন তৈরির কারখানা আছে। আপনারা জানেন, তারা কোকেন তৈরি করে এবং তা সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি করে। সুতরাং, তাঁর ভালো হওয়া উচিত, নয়তো এরপর তাঁর পালা। এরপর তাঁর পালা। আমি আশা করি, তিনি শুনছেন। এরপর তাঁর পালা, কারণ যাঁরা মানুষ হত্যা করেন, তাঁদের আমরা পছন্দ করি না।'

ট্রাম্পের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন তিনি ক্যারিবীয় সাগরে একটি তেল ট্যাঙ্কার দখলে নেওয়ার জন্য মার্কিন সামরিক অভিযানের বিষয়ে কথা বলছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল কথিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য ভেনেজুয়েলা ও ইরানকে শাস্তি দেওয়া। আধুনিক কলম্বিয়ার ইতিহাসে প্রথম বামপন্থী নেতা পেত্রোর সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ।

পেত্রোকে নিয়ে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের এই আক্রমণাত্মক মন্তব্যের কারণে কলম্বিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। এই দেশটি বৈশ্বিক 'মাদকবিরোধী যুদ্ধের' অংশ হিসেবে কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদার ছিল। বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিরাপত্তার 'গ্যারান্টি' চান জেলেনস্কি

পরিচয় ডেস্ক: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা শুধু কথার প্রতিশ্রুতি হলে হবে নাড় এসব গ্যারান্টি অবশ্যই কংগ্রেস অনুমোদিত আইনি প্রতিশ্রুতি হতে হবে।

জেলেনস্কি আরও বলেন, ইউরোপের কিছু দেশ এখনো নিশ্চিত নয় যে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র কতটা শক্তভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবে।

কিয়েভে সাংবাদিকদের তিনি জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ শেষ করতে গুরুত্ব দিচ্ছেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, মার্কিন অস্ত্র কেনার জন্য ইউক্রেনের চলতি বছরে ৮০০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।

এদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মার, ফরাসি প্রেসিডেন্ট বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

পুতিনের সফরশেষে ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপের কথা নিশ্চিত করলেন মোদি, কী কথা হলো

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, তিনি গত বৃহস্পতিবার ১২ ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন।

রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার কারণে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কিছু প্রধান রপ্তানিপণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে। সেই শুল্ক থেকে ছাড় পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে নয়াদিল্লি। এর মধ্যেই দুই নেতার এ ফোনালাপ হলো।

মোদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে লিখেছেন, 'আমরা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি।'

হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা ফোনালাপের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত বলেননি।

যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওপর আরোপিত শুল্ক দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশ করার পর থেকে মোদি ও ট্রাম্পের মধ্যে এ নিয়ে তিনবার কথা হয়েছে। শুল্ক বৃদ্ধির ফলে ভারতের টেক্সটাইল, রাসায়নিক এবং চিংড়িসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য রপ্তানির ওপর প্রভাব পড়েছে।

ট্রাম্পের সঙ্গে নিজের কথোপকথনকে মোদি 'উষ্ণ ও আন্তরিক' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন, বৈশ্বিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য দুই দেশ একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে।

গত জুলাইয়ের শেষ দিকে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা ভেস্তে গিয়েছিল। কারণ, তখন বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

অতীতের রূঢ় আচরণের জন্য সাবেক ডিজিএফআই প্রধান জেনারেল ফাতেমী রুমির কাছে তারেক রহমানের দুঃখপ্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কয়েক বছর আগে একটি রাজনৈতিক মিছিলে ঘটে যাওয়া রূঢ় আচরণের জন্য স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)এর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) ফাতেমি রুমির কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) রাতে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ দুঃখপ্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি সভায় যুক্ত হয়ে বক্তব্যের একেবারে শেষ অংশে তিনি অতীতের ঘটনার জন্য ক্ষমা চান।

সভায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর মোট ১০১ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অংশ নেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং সঞ্চালনা করেন মেজর জেনারেল (অব.) ফজলে এলাহী আকবর।

তারেক রহমান বলেন,ওআমি স্ক্রিনে একজনকে দেখতে চাচ্ছি, এটা একটু পার্সোনাল ব্যাপার তারপরেও আমি এখানে উল্লেখ করতে চাচ্ছি।

আম্মার সময় উনি এসএসএফের ডিজি ছিলেন। রুমি সাহেব। রুমি সাহেব উপস্থিত আছেন। রুমি সাহেব আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, একটা মিছিল হয়েছিল একবার। সেই পুরান ঢাকা থেকে আমিন বাজার পর্যন্ত এবং পুরো মিছিলটা আমি হেঁটে এসেছিলাম, আম্মাও (বেগম খালেদা জিয়া) ছিলেন। সেই মিছিলে অনেক ভিড়-হট্টগোল ছিল। আপনি আমাকে একটা কিছু বলেছিলেন। আমি সেদিন আপনার সাথে একটু খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। সবকিছু মিলে আই অ্যাম ভেরি সরি ফর দ্যাট। আমি অনেকদিন চেষ্টা করেছি, আপনাকে রিচ করার জন্যে। কিন্তু সুযোগ পাইনি। আজকে সুযোগ পেয়েছি। ওই ঘটনার জন্য আমি দুঃখিতє

তারেক রহমান তার মা বেগম খালেদা জিয়ার প্রসঙ্গে বলেন,ওগুরুতর অসুস্থ হওয়ার আগে আম্মা সর্বশেষ যে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন, সেটি ছিল ২১ নভেম্বরের সশস্ত্র বাহিনী দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সেখানে যাওয়ার আগে থেকেই তিনি অসুস্থ ছিলেন, চিকিৎসকরাও তাকে যেতে নিষেধ করেছিলেন। তবুও তিনি মনের জোর সঞ্চয় *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ভারতে পর্যটক গমনে শীর্ষ দেশের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশেরপরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ সালে মোট ১৭ লাখ ৫০ হাজার ১৬৫ জন বাংলাদেশি ভারত ভ্রমণ করেছেন। তবে ২০২৩ সালের তুলনায় এ সংখ্যা কিছুটা কম। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েন থ াকলেও ভারতে বিদেশি পর্যটক গমনে শীর্ষ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ এখনো দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের সরকারি চাকরিজীবীদের পেশাগত তথ্য গোপন করে পাসপোর্ট নেওয়ার প্রবণতা ঠেকাতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সরকারি চাকরিজীবীদের পেশাগত তথ্য গোপন করে পাসপোর্ট নেওয়ার প্রবণতা ঠেকাতে ই-পাসপোর্ট সিস্টেমের সঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের তথ্যভান্ডার আইবাস (ওইঅঝড়ওওহঃবমৎধঃবফ ইঁফমবঃ ধহফ অপপড়ঁহঃরহম ঝুংঃবস) সংযুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। একইসঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্রে (এনআইডি) সকল সরকারি চাকরিজীবীর পেশা হালনাগাদ বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বহিরাগমন অনুবিভাগ) ফয়সল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে ১৮ ফেব্রুয়ারি পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশনের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করে পরিপত্র জারি করে মন্ত্রণালয়। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পাসপোর্ট সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল।

তবে নতুন এ ব্যবস্থায় গুরুতর চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে বলে জানায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (ডিআইপি)।

বৈঠকে উপস্থিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে টিবিএসকে বলেন, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ প্যানেলে নিয়োগ পেলেন বাংলাদেশের ড. ফাহমিদা খাতুন

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়েছেন। মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) সিপিডি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন জাতিসংঘের ওমাল্টিডাইমেনশনাল ভালনারেবিলিটি ইনডেক্সє (এমভিআই)- এর স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং নীতি বিশ্লেষক হিসেবে ড. ফাহমিদা খাতুন দীর্ঘ দিন ধরে উন্নয়নের নানা চ্যালেঞ্জ, অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলা *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে চর্মরোগ বাড়ছে, কাজ করছে না অধিকাংশ ওষুধ, কারণ কী?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে চর্মরোগের প্রকোপ দ্রুত বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হেলথ অ্যান্ড মরবিডিটি স্ট্যাটাস সার্ভে (এইচএমএসএস) ২০২৫ অনুযায়ী, প্রতি ১ হাজার জনে মধ্যে গড়ে ৩৭.২৩ জন চর্মরোগে ভোগেন।

শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চালে এই হার আরও বেশি। শহরে যেখানে প্রতি হাজারে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪.৪৬, সেখানে গ্রামে এই হার ৩৯.৯২।

চিকিৎসকরা বলছেন, পরিবেশ দূষণ, অধিক জনবসতির কারণে অপরিচ্ছন্নতা, পুষ্টির ঘাটতি, অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধের প্রতি শরীরে তৈরি হওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতাসহ বিভিন্ন *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

শেখ হাসিনা জননেত্রী হিসেবে রাজনীতিতে এসেছিলেন, ‘সিস্টেমই তাকে স্বৈরাচারী বানিয়েছে’ বললেন আহসান এইচ মনসুর

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশেরশেখ হাসিনা জননেত্রী হিসেবে রাজনীতিতে এসেছিলেন, “সিস্টেমই তাকে স্বৈরাচারী বানিয়েছে” বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।

তিনি বলেন, “শেখ হাসিনা একজন জননেত্রী হিসেবে রাজনীতিতে এসেছিলেন, স্বৈরাচার হয়ে জন্মাননি। কিন্তু সমাজ যখন নৈতিকতা হারায়, প্রশাসন যখন নিজের অবস্থান থেকে সরে যায়, বুদ্ধিজীবীরা যখন দলীয় স্বার্থে নীরব থেকে যান এবং ভোটার যখন প্রার্থীর যোগ্যতা উপেক্ষা করে শুধু মার্কা দেখে ভোট দেন, তখন আমরাই তাকে এমন অবস্থানে বসাই; যেখানে ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। তাই তাকে স্বৈরাচার করেছে সিস্টেম এবং সেই সিস্টেমের নির্মাতা আমরাই।”

আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পর্যটন ভবনে সরকারি গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) বার্ষিক সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে তিনি এসব কথা বলেন। “গণতন্ত্র ও উন্নয়ন”- শীর্ষক সমাপনী অধিবেশনের সঞ্চালক ছিলেন বিআইডিএস মহাপরিচালক ড. এনামুল হক।

শেখ হাসিনার সঙ্গে শেষ দিকে ব্যবসায়ীদের বৈঠকের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, “আমাদের ব্যবসায়ী কমিউনিটি শেষ দিকের একটি মিটিংয়ে বলেছেন, ‘আমি তোমাকেই চাই, বারে বারে শুধু তোমাকেই চাই’। অর্থাৎ, আমাদের ব্যবসায়ী কমিউনিটি বলেছে তাকে ছাড়া দেশ চলবে না; এই যে একটা অবস্থায় আমরা যেই দিকে নিয়ে যাই। এটার পেছনে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন।”

গভর্নর বলেন, “গত ১৫ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক সমিতি এবং আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ; কোথাও কোনো আলোড়ন আমরা দেখতে পাইনি। এটা দুঃখজনক। যে জায়গাটাকে আমরা সুশীল সমাজ বলি, সেখানকার অবস্থাও অ্যানকম্প্রোমাইজড হওয়া উচিত ছিল। হ্যাঁ আমি কোনো দলকে সমর্থন করতেই পারি, কিন্তু নট বিয়ন্ড নর্ম।”

তিনি বলেন, “আমরা যে রাজনৈতিক সংকট এবং গণতান্ত্রিক ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছি, তার দায় শুধু কোনো নেতা বা সরকারের নয়; বরং সমাজের বিভিন্ন অংশ- ভোটার, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, প্রশাসন; সবাই মিলে নৈতিক অবস্থান হারিয়েছে। ভোট দেওয়ার দিনটিকেই আমরা গণতন্ত্র ভেবে নিয়েছি, অথচ গণতন্ত্র হল

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

দায়িত্ব নেওয়ার সময় নির্বাচন নিয়ে কোনো শর্ত ছিল না

বললেন অন্তবর্তী সরকারে উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশেরঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার যখন দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন নির্বাচন আয়োজনের সময়সীমা নিয়ে কোনো ধরনের শর্ত ছিল না বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক বছরের অর্জন ও সাফল্য নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে শ্রম উপদেষ্টা বলেন, “এখন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তাতে রাজনৈতিক দলগুলো জানে না তারা কী করবে বা তাদের ভবিষ্যৎ কী। কে কোন দিকে যাচ্ছে [তা বোঝা যাচ্ছে না)। এটা কি বাংলাদেশে নতুন? তথাকথিত ওয়ান

ইলেভেনের পরে হয়নি? হয়েছিল নাকি হয়নি? আমরা কিন্তু এ নিয়েই বেঁচে আছি।”

রাজনৈতিক দলগুলোর বর্তমান অবস্থা নিয়ে তিনি আরও বলেন, “পার্টিতে পার্টিতে কি দাঙ্গা হচ্ছে? দলগুলোর মধ্যে মুখে মুখে কথা হচ্ছে। আমরা কথা বলার জাতি, কথা না বলে থাকতে পারি না।”

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, “রাজনৈতিক ক্যাওয়াজ তখন বলবো, যখন সরকার একদিকে আর রাজনৈতিক দলগুলো আরেক দিকে থাকবে। সরকারকে কি কেউ গলা ধাক্কা দিয়ে বলেছে যে, নির্বাচন দিতে হবে তোমাকে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে? যখন এই সরকার আসে, তখন কি এ রকম কোনো শর্ত ছিল? শর্ত ছিল না।”

সরকার নিজ থেকেই নির্বাচনের কথা বলেছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, “সরকারের পক্ষ থেকেই বলা হয়েছে নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি রাজনৈতিক দলের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়, সেটাতে তো সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাহলে সিচুয়েশনটা

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

রাজনীতিবিদরা ঠিক থাকলে সমাজে পচন ধরবে না, দুর্নীতি কমবে

বললেন বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক: অর্থ উপদেষ্টা সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, “রাজনীতিবিদরা ঠিক থাকলে সমাজে পচন ধরবে না, দুর্নী কমবে।” মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে শিল্পকলা একাডেমিতে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, “শুধু শাস্তি দিয়েই নয়, সামাজিকভাবে দুর্নীতিবাজদের প্রতিরোধ করলে দুর্নীতি কমে আসবে।”

তিনি বলেন, “দুর্নীতি বন্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আগে দুর্নীতিগ্রস্ত লোককে সামাজিকভাবে এভয়েড (এড়িয়ে যাওয়া) করা হতো। মানুষ ঘৃণা করতো। তারা ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিতে পারতো না। আর এখন লাফ দিয়ে আমরা যাই বিয়ে দিতে, সম্মান জানাতে।”

অনুষ্ঠানে দুদকের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেন, “ভোট হলে শতভাগ লোক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দেবে, তারপরও দুর্নীতি দূর করা কঠিন। আগামী নির্বাচন পরবর্তী শাসন করার জন্য দুঃশাসক, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী রাখলে উন্নত দেশ পাওয়া কঠিন। ক্ষমতাচ্যুতরা পালিয়ে যাওয়ায়ে সময় তাদের কে যারা সহযোগিতা করেছে টাকার বিনিময়ে তাদের ভোট দেবেন না।” তিনি বলেন, “গত ১৫ বছরে যে সব দেশে টাকা পাচার হয়েছে সেসব দেশের সঙ্গে দুদকের যোগাযোগ নেই। এসব টাকা ফিরিয়ে আনার জন্য সে সব দেশ ফাস্ট সেক্রেটারি পদ মর্যাদার কর্মকর্তা পাঠাতে সরকারের প্রতি আহবান।”

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক বলেন, “শুধু শাস্তি দিয়ে পৃথিবীর কোথাও দুর্নীতি নির্মূল সম্ভব হয়নি। সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশে ১৪-১৫ ধরনের দুর্নীতি রয়েছে। কিন্তু আমরা শুধু ঘুষ নিয়ে কাজ করছি।”

অনুষ্ঠানে দুদকের কমিশনার (অনুসন্ধান) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহসান ফরিদ বলেন, “সরকারি সব প্রকল্পের ডিটেইলস অনলাইনে পাবলিশ করতে হবে। এমনকি কোনো তথ্য আপডেট হলেও তা জনগণকে জানাতে হবে। টাকা একবার চুরি হয়ে গেলে তা উদ্ধার করা দুরূহ। এ কারণে আগেই সচেতন হতে হবে।” তিনি বলেন, “বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিদেশী মডেল কাজ করবে না।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে অন্তর্বতী সরকার ব্যর্থ হয়েছে

বললেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ড. ইফতেখারুজ্জামান

পরিচয় ডেস্ক: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, “দুর্নীতির বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকার কঠোর অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছে।”

গত রবিবার (৭ ডিসেম্বর) টিআইবি

কার্যালয়ে “ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতেহার প্রণয়ণে টিআইবির সুপারিশ”- শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি বলেন, “৫ আগস্টের পর দেশে দুর্নীতি বেড়েছে অথবা কমেছে সে তথ্য টিআইবির কাছে এখন নেই। তুলনামূলক তথ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি।”

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, “তবে দুর্নীতি অব্যাহত আছে। আর তার দৃষ্টান্ত কিন্তু আমরা ৫ আগস্ট বিকেলবেলা থেকে দেখেছি। দলবাজি, দখলবাজি ও চাঁদাবাজি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও গভর্ন্যান্স স্পেস এর ক্ষমতাকে অপব্যহার করে ঠিকই একটি মহল দুর্নীতিতে লিপ্ত রয়েছেন। সরকারের অভ্যন্তরীণ কোনো কোনো ক্ষেত্রেও দুর্নীতি হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “এই অন্তর্বতী সরকারের সময় সম্ভাবনা ছিল আরও আরও কঠোরভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থানটা গ্রহণ করার। সেটি করতে তারা হয়তো ব্যর্থ হয়েছে সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।”

বাংলাদেশে খুন বন্ধ করা কোনো ম্যাজিক বা লাইটের সুইচ অন-অফ করার বিষয় নয় বললেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশেরদেশে খুন বা অপরাধ নির্মূল করা জাদুকরি কোনো বিষয় নয় বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ঋণের ফাঁদে পড়েছে বললেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যান

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান বলেছেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এক ধরনের ঋণের ফাঁদে পড়ে গেছে এবং দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হলে এই অপ্রিয় সত্য মেনে নিয়েই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত বাংলাদেশ স্টেট অব দি ইকোনমি ২০২৫ অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস: বাংলাদেশ প্রোগ্রেস রিপোর্ট ২০২৫ শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, “প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে নানামুখী বিতর্ক থাকলেও মূল চ্যালেঞ্জটি অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। আর তা হলো—ঋণ নির্ভরতা কমাতে বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে।”

দেশের অর্থনীতির সব সূচক একই ইঙ্গিত দিচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, “আমরা ইতোমধ্যেই দীর্ঘমেয়াদী ঋণের চক্রে ঢুকে পড়েছি। যত দ্রুত আমরা এই বাস্তবতা মেনে নেব, তত দ্রুত আমরা সামনে এগোতে পারব।”

তিনি জানান, ১৯72 সালে যেখানে রাজস্ব আদায় ছিল মাত্র ১৬৮ কোটি টাকা, সেটি গত অর্থবছরে বেড়ে হয়েছে ৩.৭৮ লাখ কোটি টাকা। তবে বহিরাগত ঋণের ওপর নির্ভর না করে অর্থনীতি সচল রাখতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তার তুলনায় এটি এখনো অনেক কম।

এনবিআর চেয়ারম্যান কর-জিডিপি অনুপাতের ক্রমাগত হ্রাস নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, কয়েক বছর আগে এই অনুপাত ১০ শতাংশের ওপরে থাকলেও বর্তমানে তা কমে ৭ শতাংশের কাছাকাছি নেমে এসেছে। সীমিত আর্থিক সক্ষমতার (ফিসকাল স্পেস) মধ্যে থাকা একটি অর্থনীতির জন্য এই প্রবণতাকে তিনি “বিপজ্জনক” হিসেবে অভিহিত করেন।

এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, “রাজস্ব আহরণে দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশ আরও বেশি ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে, যা ঋণফাঁদের আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।”

তিনি বলেন, “উন্নয়ন ব্যয় হ্রাস, বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের মোট সম্পদের ২৪ শতাংশই শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর হাতে

পরিচয় ডেস্ক: এক দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে সম্পদ বৈষম্য এখনও প্রকট এবং অনেকটাই অপরিবর্তিত রয়েছে। প্যারিসভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাব-এর প্রকাশিত “ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি রিপোর্ট ২০২৬” অনুযায়ী, দেশের মোট সম্পদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪ শতাংশ) রয়েছে সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশ মানুষের হাতে। ৪০টি দেশের আয় ও সম্পদ বণ্টনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বাংলাদেশে আয় বৈষম্যের চেয়ে সম্পদ বৈষম্য অনেক বেশি তীব্র। তবে গত দশকের তুলনায় এই দুটি সূচকই অনেকটা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। প্রতিবেদনের ফলাফলে আর্থিক ক্ষমতার একপেশে বা কেন্দ্রীভূত চিত্র ফুটে উঠেছে— বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

জাপানে শ্রমবাজারের দুয়ার খুলছে, বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ৩ গুণ

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজার জাপানে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে সরকারের জোর প্রচেষ্টার ফলে চলতি বছর দেশটিতে বাংলাদেশি কর্মী যাওয়ার হার প্রায় তিন গুণ বেড়েছে।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০ নভেম্বর অর্থ বিভাগে পাঠানো এক চিঠিতে জানিয়েছে, চলতি বছর এখন পর্যন্ত মোট প্রায় ১০ হাজার বাংলাদেশি কর্মভিসা অথবা ভাষা শিক্ষার কোর্সে ভর্তি হয়ে জাপানে গেছেন—যারা এক বছরের মধ্যেই সেখানকার কর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করেন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ সালে জাপানে যাওয়া বাংলাদেশির সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ হাজার ৫৭৪ জন। এর আগের দুই বছরে এই সংখ্যা ছিল ৫ হাজারের ঘরে। মন্ত্রণালয় আশা করছে, আগামী বছর কর্মী নিয়োগের এই হার আরও বাড়বে।

সম্প্রতি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব ড. মো. নিয়ামত উল্লাহ ভূঁইয়ার সাম্প্রতিক জাপান সফরের পর দেশটির নিয়োগকারীদের সঙ্গে ৪০টি নতুন চুক্তি সই হয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা সামাল দিতে জরুরি প্রশাসনিক সহায়তা চেয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

মূলত গত মে মাসে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের টোকিও সফরের পর থেকেই জাপানের শ্রমবাজারে এই গতি সঞ্চারিত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার ওই সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে শ্রম অভিবাসনকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে দুটি বড় সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়, যেখানে আগামী পাঁচ বছরে ১ লাখ কর্মী পাঠানোর বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

মহাকাশে উৎক্ষেপণের ছয় বছর পর প্রথম লাভের মুখ দেখল বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট

পরিচয় ডেস্ক: ২০১৮ সালে বিশাল প্রত্যাশা নিয়ে উৎক্ষেপণের পর টানা কয়েক বছর লোকসানে ছিল দেশের প্রথম স্যাটেলাইট বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসে প্রথমবারের মতো স্যাটেলাইটটি লাভের মুখ দেখেছে। আর এই মুনাফা এসেছে সক্ষমতার মাত্র অর্ধেক ব্যবহার করেই।

স্যাটেলাইটটি পরিচালনাকারী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে চলতি অর্থবছরে আড়াই বিলিয়নের বেশি ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখতে নিলামের মাধ্যমে আবারও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

মঙ্গলবার (০৯ ডিসেম্বর) ১৩টি ব্যাংক থেকে প্রতি ডলার ১২২ টাকা ২৯ পয়সা দরে মোট ২০২ মিলিয়ন ডলার কেনা হয়। এ নিয়ে চলতি অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কেনা ডলারের পরিমাণ দাঁড়াল ২ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি বছরের জুলাই থেকে নিলামের বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
SWH
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিরাপত্তা কৌশল রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জানালো ক্রেমলিনের মুখপাত্র

পরিচয় ডেস্ক: রুশ রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ‘আমরা যে পরিবর্তনগুলো দেখছি, তা আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিষয়টিকে আমরা ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছি।’

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত নতুন ‘ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি’ বা জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলকে স্বাগত জানিয়েছে রাশিয়া। মস্কোর দাবি, মার্কিন প্রশাসনের এই নীতি বহু ক্ষেত্রে রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। খবর বিবিসির।

চলতি সপ্তাহে প্রকাশিত ৩৩ পৃষ্ঠার এই নথিতে রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ‘হুমকি’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। বরং সতর্ক করে বলা হয়েছে, ইউরোপ বর্তমানে ‘সভ্যতা বিলুপ্তির’ ঝুঁকির মুখে রয়েছে। নথিতে বিদেশি প্রভাব মোকাবিলা, গণ-অভিবাসন রোধ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) কথিত ‘সেন্সরশিপ’—অর্থাৎ বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ—প্রত্যাখ্যানের ওপর

গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকর্তারা ও বিশ্লেষকেরা যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশলের কড়া সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে, নথিতে ব্যবহৃত ভাষা ক্রেমলিনের বক্তব্যের সঙ্গে অস্বস্তিকর মিল সৃষ্টি করেছে।

রুশ রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ‘আমরা যে পরিবর্তনগুলো দেখছি, তা আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিষয়টিকে আমরা ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছি।’ তবে তিনি আরও জানান, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যাওয়ার আগে মস্কো নথিটি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করবে।

নতুন মার্কিন কৌশলে রাশিয়ার প্রতি তুলনামূলকভাবে নমনীয় সুর ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের আশঙ্কা, ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছিল, তা এখন শিথিল হয়ে পড়তে পারে। নথিতে আরও অভিযোগ করা বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

পুতিনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে ভারত যে শীতল বার্তা দিল ওয়াশিংটনকে

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটনের দৃষ্টিতে, ভারতের এই বেছে-বেছে অবস্থান নেওয়া রাশিয়াকে নিবৃত্ত করতে বা ইন্দো-প্যাসিফিক নিরাপত্তার স্থাপত্য রক্ষায় যথেষ্ট নয়। ফলে মার্কিনীদের বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে গভীরতর সম্পৃক্ততা কিংবা পাকিস্তানের দিকে নতুন করে দৃষ্টি দেওয়া—এগুলো এখন আর কেবল সুবিধাবাদী পদক্ষেপ নয়; বরং কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয় পথ।

ভারত এই সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে যে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়েছে, তা ওয়াশিংটনে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে। দৃশ্যমান বার্তাটি ছিল এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়: ইউরোপকে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার মুহূর্তে—যখন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে ইউরোপ যদি সংঘাতে উস্কানি দেয় তবে মস্কো ‘প্রস্তুত’—নয়াদিল্লি সেই সময়ই পুতিনের সফরকে উদযাপন করল ভারতের ‘স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি’ বা কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের

প্রমাণ হিসেবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে, রাশিয়া যখন পশ্চিমা নিরাপত্তা কাঠামোকে দুর্বল করছে—সেই মুহূর্তে ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখা কোনো কূটনৈতিক সাফল্য না-বরং এক ধরনের কৌশলগত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে: যখন ভারত নিজের আচরণ ও প্রতীকে এ বার্তা দিচ্ছে যে পশ্চিমা অগ্রাধিকারগুলো তার কাছে গৌণ, সেই ভারত কি এখনো আমেরিকার ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের ‘অপরিহার্য স্তম্ভ’ হিসেবে বিবেচিত বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

সৌদি আরবে এখন মদ কিনতে পারবেন, যদি আপনি যথেষ্ট ধনী হন

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরবে গত ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অ্যালকোহল বা মদ নিষিদ্ধ। কিন্তু রাজধানী রিয়াদের একটি নাম-পরিচয়হীন দোকানের সামনে এখন দৃশ্যপট ভিন্ন। সেখানে চুপিসারে হুইস্কি আর শ্যাম্পেন বিক্রি হচ্ছে। আর তা কিনতে দোকানের বাইরে দেখা যাচ্ছে গাড়ির লম্বা লাইন।

নিউ ইয়র্ক টাইমস পাঁচজন ক্রেতার সঙ্গে কথা বলেছে। তারা জানান, এই দোকানটি আগে শুধু কূটনীতিকদের জন্য ছিল। কারণ কূটনীতিকরা নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে সেখানে অ-মুসলিম বিদেশিদেরও মদ কেনার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তবে শর্ত হলো, তাদের কাছে দামী ‘প্রিমিয়াম রেসিডেন্সি’ বা বিশেষ বসবাসের অনুমতি থাকতে হবে। সাধারণত সরকারের হয়ে কাজ করা ধনী বা উচ্চশিক্ষিত বিদেশিরাই এই বিশেষ মর্যাদা পান।

বিষয়টি বেশ স্পর্শকাতর। তাই ক্রেতারা নাম প্রকাশ করতে চাননি। তারা ভয় পাচ্ছেন, নাম জানাজানি হলে হয়তো তাদের এই নতুন পাওয়া সুযোগটি বন্ধ হয়ে যাবে।

রক্ষণশীল এই মুসলিম দেশে মদের নিয়ম বদলানো নিয়ে সরকারি কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে রিয়াদের ওই দোকানের সামনে গেলেই দেখা যায় কেনাকাটা বেশ জমজমাট।

কূটনৈতিক পাড়ার ভেতরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সাধারণ একটি ভবনে এই দোকান। বাইরে শুধু একটি রহস্যময় সাইনবোর্ড। তাতে লেখা—‘শুধুমাত্র কূটনীতিকদের জন্য ভ্যাটমুক্ত পণ্য’।

একের পর এক দামী এসইউভি গাড়ি লোহার গেটের সামনে আসছে। নিরাপত্তারক্ষীরা চালকের পরিচয়পত্র দেখে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিচ্ছেন। দোকান থেকে বেরিয়ে আসা ক্রেতারা জানান, ভেতরে ভিড় লেগে আছে। নতুন ক্রেতারা হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন এবং হাজার হাজার ডলারের মদ কিনছেন। দোকানে ঢোকার নিয়ম শিথিলের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দামও ঠিক করা হয়েছে। কূটনীতিকরা এক দামে কিনছেন, আর প্রিমিয়াম রেসিডেন্সিধারীরা কিনছেন আরও বেশি দামে। দেখা গেছে, সাধারণ মানের এক বোতল সাদা ওয়াইনের দাম পড়ছে প্রায় ৮৫ বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ইরাক যুদ্ধের বিতর্কিত ভূমিকা, গাজার ‘শান্তি বোর্ড’ থেকে বাদ পড়লেন টনি ব্লেয়ার

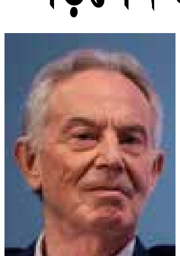

পরিচয় ডেস্ক: ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে গাজার শান্তি প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দানকারী পিস কাউন্সিল থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। ইরাক যুদ্ধের কারণে আরব রাষ্ট্রগুলোর আপত্তির মুখে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনায়, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত গাজা উপত্যকা পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় টনি ব্লেয়ারকে ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে রাখা হয়েছিল।

তবে ২০০৩ সালে বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

অস্ট্রেলিয়া থেকে ইউরোপ সোশ্যাল মিডিয়ায় শিশুদের প্রবেশাধিকার কমাতে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগ

পরিচয় ডেস্ক: এই নিষেধাজ্ঞা এখন বিশ্বজুড়ে নজর কাড়ছে, কারণ বহু দেশই শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায় একই ধরনের বয়সভিত্তিক ব্যবস্থা বিবেচনা করছে।

অস্ট্রেলিয়া গত বুধবার (১০ ডিসেম্বর) থেকে ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে—যার ফলে টিকটক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকসহ প্ল্যাটফর্মগুলোতে তাদের প্রবেশ বন্ধ হয়ে যাবে।

এই নিষেধাজ্ঞা এখন বিশ্বজুড়ে নজর কাড়ছে, কারণ বহু দেশই শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

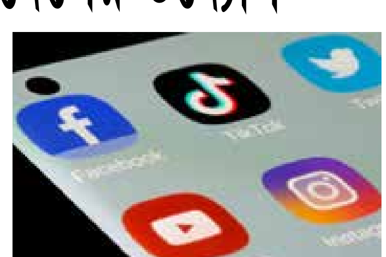

বাড়ায় একই ধরনের বয়সভিত্তিক ব্যবস্থা বিবেচনা করছে। বিভিন্ন দেশ ও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো কীভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রবেশাধিকারের নিয়ম কঠোর করছে তার বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

ট্রাম্প যেভাবে ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে বাজি ধরছেন

স্টিফেন হোমস

নতুন মার্কিন ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি (এনএসএস) আসলে কোনো কৌশল নয়। কারণ, কৌশল বলতে বোঝায় লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপযুক্ত উপায় ও সম্পদ প্রস্তুত করে রাখা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউস গত সপ্তাহে যে ৩৩ পৃষ্ঠার নথি প্রকাশ করেছে, তাতে স্পষ্ট হয়েছে, ট্রাম্পের এই প্রশাসন ভবিষ্যতেই বিশ্বাসী নয়। তাই ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করার প্রয়োজনও তারা দেখছে না।

ট্রাম্পের এনএসএসে একদিকে আত্মম্ভরিতা, অন্যদিকে ভয় ও দুশ্চিন্তাড় দুটিই একসঙ্গে দেখা যায়। এসব নথিতে একবার বলা হয়েছে, 'আমেরিকা ইতিহাসের সবচেয়ে মহান দেশ'; আবার একই সঙ্গে বলা হয়েছে, 'আমেরিকা আক্রমণের মুখে'। একবার বলা হয়েছে, 'আমরা জিতছি', পরমুহূর্তে বলা হয়েছে, 'আমরা সবকিছু হারিয়ে ফেলছি'।

এটি শুধু অসংগত কথা নয়। এটি এমন এক রাজনৈতিক আন্দোলনের মানসিক অবস্থা, যা জনসংখ্যাগত ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে অস্তিত্বের সংকট হিসেবে দেখে।

এনএসএসএসে বড় বড় লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু কী পরিমাণ সম্পদ লাগবে, কত সময় লাগবে, কীভাবে লক্ষ্য অর্জন হবেড়সেখানে এসবের কোনো ব্যাখ্যা নেই। একে 'স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন' বলার মানে হবে, এতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেই।

এখানেই মূল সমস্যা। কারণ, যাঁরা মনে করছেন তাঁদের পৃথিবী শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেই তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভেবে পরিকল্পনা করছেন না। তাঁরা শুধু সুযোগ পেলেই নিজেদের স্বার্থে প্রচলিত সব আইনকানুন ভেঙে ফেলছেন; আর অন্যদের ক্ষতি হলেও নিজের লাভ তুলে নিচ্ছেন। ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন না।

এই 'তুলে নেওয়া' মনোভাব ৩৩ পৃষ্ঠার নথিতেই স্পষ্ট। সেখানে বলা হয়েছে, 'বিদেশের সব মার্কিন দূতাবাসকে তাদের দেশে বড় ব্যবসার সুযোগ, বিশেষত সরকারি বড় প্রকল্পগুলোর বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।' আরও বলা হয়েছে, 'যেকোনো মার্কিন সরকারি কর্মকর্তা বিদেশিদের সঙ্গে যে যোগাযোগ করবেন, তাঁর দায়িত্বের একটি অংশ হবেড়আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে প্রতিযোগিতা করতে ও জিততে সাহায্য করা।' অর্থাৎ কূটনীতি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবসা বাড়ানোর কাজে রূপান্তরিত হয়েছে। নথিতে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম গোলার্ধে কোন কোন 'কৌশলগত অঞ্চল ও সম্পদ' আমেরিকা কাজে লাগাতে পারে, তা চিহ্নিত করতে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফরাসি পত্রিকা লা মঁদে এটিকে সরাসরি 'অর্থনৈতিক লুটপাট' বলে আখ্যায়িত করেছে।

মিত্রদেশগুলোর প্রসঙ্গে আসি। এনএসএসে ইউরোপ নিয়ে কঠিন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু রাশিয়া কিংবা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষেত্রে ভাষা তুলনামূলকভাবে নরম। নথিতে বলা হয়েছে, ইউরোপ অভিবাসনের কারণে 'সভ্যতা বিলুপ্তি'র ঝুঁকিতে আছে এবং ইউরোপ 'অতিরিক্ত নিয়মকানুনের চাপে শ্বাসরুদ্ধ'। সেখানে আরও দাবি করা হয়েছে, ইউরোপকে তার নিজের প্রতিরক্ষার 'প্রধান দায়িত্ব' নিতে হবে। কিন্তু একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোয় জাতীয়তাবাদী ও জনতুষ্টিবাদী দলগুলোকে সমর্থন দিয়ে তারা ইউরোপের বর্তমান রাজনৈতিক ধারা বদলাতে চাইবে। এটি কোনো জোট পরিচালনা নয়। এটি সহযোগিতার নামে অন্তর্ঘাত; অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে জোটকে দুর্বল করার পদক্ষেপ।

মনরো ডকট্রিনের এই 'ট্রাম্প সংস্করণ' আসলে পুরোনো মহাশক্তির রাজনীতিকে নতুন রূপ দেওয়া। এটি এমন এক প্রেসিডেন্টের জন্য বানানো হয়েছে, যিনি জাতীয় স্বার্থ আর ব্যক্তিগত লাভের পার্থক্যই বুঝতে পারেন না।

ক্যাটো ইনস্টিটিউট একটি বড় অসংগতি দেখিয়েছে। তারা দেখিয়েছে, একদিকে প্রশাসন বলছে তারা আর 'চিরস্থায়ী যুদ্ধ চায় না', অন্যদিকে আবার বলে যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বব্যবস্থার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা হয়ে থাকতে হবে। 'আমেরিকা ফার্স্ট' শুধু ওপরের মোড়ক। ভেতরে আছে আধিপত্য ধরে রাখার ইচ্ছা। তারা নেতৃত্বের সুবিধা নিতে চায়, কিন্তু দায়িত্ব নিতে চায় না। সম্মান চায়, কিন্তু সম্পর্ক গড়তে চায় না।

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

গণতন্ত্রের নামে স্বপ্নের বেচাকেনা

আদনান মনোয়ার হুসাইন

পঁয়ত্রিশ বছর আগে সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পতনের মধ্য দিয়ে মাত্র ১৯ বছর বয়সী বাংলাদেশের সামনে নতুন এক অভিযাত্রার সূচনা হয়েছিল। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রা। এরপর পদ্মা-মেঘনা-যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে; স্বপ্ন দেখার পালা ফুরায়নি। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে কতটা চেষ্টা হয়েছে আর কতটা বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে, সে হিসাব করে এখন লাভ নেই। মধ্যখানে শুধু অধরা স্বপ্নের বেচাকেনায় ঘুরপাক খেয়েছে দেশ; ঝরে গেছে কত প্রাণ!

দীর্ঘ সামরিক শাসনের পর গণতান্ত্রিক রূপান্তরে ৩৫ বছর সময় নিঃসন্দেহে খুব বেশি নয়। কিন্তু রূপান্তর প্রক্রিয়াটি কতটুকু এগিয়েছে সে প্রশ্ন করাই যায়। সাড়ে তিন দশকে গণতন্ত্র শুধু নাগরিকের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার অধিকার; এটুকুই আমরা জেনেছি। যারা নির্বাচনে জিতেছেন তারা গণতন্ত্রের বিজয় দেখেছেন। যারা পরাজিত হয়েছেন তারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে মাঠে নেমেছেন।

নির্বাচন অবশ্যই গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, যদি তা সুষ্ঠু হয়। কিন্তু এর বাইরে এ শাসন ব্যবস্থার যে আরও কিছু মানদণ্ড, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, সেগুলো যেন সযত্নে নাগরিকের সামনে থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। মানবাধিকার, আইনের শাসন, জবাবদিহি, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও সমাজ, স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম, নাগরিকের মর্যাদা ও নিরাপত্তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। বরং এমন 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে নাগরিকের মূল্যই সবচেয়ে কম। ভোটের বাক্সে বন্দি রাখা গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাই করা হয়নি।

তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী '৯০-এর ৬ ডিসেম্বর এরশাদ পদত্যাগ করলে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, 'গণতন্ত্রকে আমরা শক্তিশালী রূপ দিতে চাই।' বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বলেছিলেন, 'আজ গণতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত হতে চলেছে' (সংবাদ, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০)। পরিহাসের বিষয়, এর পরের ৩৫ বছরের প্রায় পুরোটা সময় এই দুটি দল সরকার পরিচালনা করেছে। কিন্তু গণতন্ত্র শক্তিশালীও হয়নি, তার বিজয়ও নিশ্চিত হয়নি। এমনকি যে নির্বাচনকেন্দ্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেই নির্বাচনও আর সুষ্ঠু হচ্ছে না। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত '৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পরের নির্বাচনেই উল্টোপথে যাত্রা শুরু। গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারে থাকা দলের ব্যাপক অনীহা বরাবরই লক্ষণীয়। প্রতিটি নির্বাচন ঘিরে দলগুলোর তীব্র বৈরিতা দেশকে বারবার ঝুঁকিতে ফেলেছে; গণতন্ত্রের পথকে প্রায় রুদ্ধ করে তুলেছে।

এ সুযোগে দেখা মিলেছে ছদ্ম শাসনের। যেমনটি ঘটেছে ২০০৭ সালে। ১/১১-খ্যাত ওই ঘটনায় দুই বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সামনে রেখে চলেছে কার্যত সেনাশাসন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারকে সেনাবাহিনী মাঠে থেকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

পার্থক্য হলো, ওয়ান-ইলেভেনে নির্বাচন আদায়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে একযোগে আন্দোলন করতে হয়েছিল। আর এবার সেনাপ্রধানের কাছ থেকেই প্রথম নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়ের ঘোষণা আসে। ৫ আগস্টের পর বিএনপি বারবার নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছিল। এ নিয়ে সরকারের নীরবতায় গত বছরের সেপ্টেম্বরে সেনাপ্রধানই প্রথম ১৮ মাসের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে বলে জানান। অবশ্য তাঁর এ মন্তব্যকে সরকারের তরফে 'ব্যক্তিগত মত' বলে উল্লেখ করা হয়। ১/১১-তে সংস্কারের নামে রমরমা চলা মাইনাস টু ফর্মুলা এখন মাইনাস ফোরে উন্নীত হয়েছে, এমন কথাও শোনা যায়।

শেখ হাসিনার শাসনামলের শেষ দশকটি ছিল কঠোর নিয়ন্ত্রিত। পরপর তিনটি সাজানো একতরফা নির্বাচন, গৃহপালিত বিরোধী দল, কঠোরভাবে বিরোধী দল ও মত দমন এবং অলিগার্কের ব্যাপক বিকাশে গণতন্ত্র রুদ্ধ হয়ে পড়ে। গণঅভ্যুত্থানের পর তা অর্গলমুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছিল। তবে ১৬ মাস পর মনে হচ্ছে, সে আশার আলো বরং উজ্জ্বল হওয়ার পরিবর্তে টিমটিম করে জ্বলছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি, মব সহিংসতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নির্বিচারে গ্রেপ্তার,

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ঝামেলামুক্ত ও অর্ধেক দামে
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
BOOK NOW 718-721-2012
Emirates
ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102

সরকার ব্যর্থ হতে পারে, স্বাধীনতা ব্যর্থ হয় না

মোশতাক আহমেদ

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান দিয়ে ঢেকে দেওয়ার একটা দুঃখজনক চেষ্টা গত বছরের ৫ আগস্টের পরপরই দেখা গেছে। বিএনপি এবং বাম গণতান্ত্রিক জোটসহ বিভিন্ন বাম দলের সমালোচনা সত্ত্বেও তা বন্ধ হয়নি। এমনকি এমনও উক্তি করা হচ্ছে '১৯৭১ সালের স্বাধীনতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।' গত ৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত সমকালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী এই উক্তির পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মজিবুর রহমান গত ৪ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের সার্কিট হাউস মাঠে আটদলীয় জোটের বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আরও বলেছেন, আবু সাঈদ ও মুগ্ধ নাকি জীবন দিয়ে দ্বিতীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

অবশ্য জামায়াতের নায়েবে আমিরের এ বক্তব্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার বিরোধিতার মধ্যেই তাদের রাজনীতি বেঁচে আছে। তাই যে কোনোভাবেই হোক '৭১ তথা স্বাধীনতাকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করতে পারলে সাধারণ মানুষের কাছে ওই সময়ে তাদের ভূমিকাকে সঠিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হয়ে যায়।

লাখ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত নিজ দেশের স্বাধীনতাকে ব্যর্থ প্রমাণের এমন নজির বিশ্বের আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। বিশ্বের অন্তত তিনটি দেশ সম্পর্কে জানি, যেসব দেশে দশকের পর দশক ধরে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ চলেছে, কিন্তু কোনো পক্ষই দেশের স্বাধীনতাকে ব্যর্থ বলেনি। দেশ তিনটি হলো আফগানিস্তান, সোমালিয়া ও লাইবেরিয়া। তিনটি দেশেই জাতিসংঘ কর্মকর্তা হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে (১৮৭৮-১৮৮০) পরাজিত হওয়ার পর আফগানিস্তান ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে। অতঃপর ১৯১৯ সালের ১৯ আগস্ট ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে। সেই থেকে আফগান জনগণ ১৯ আগস্টকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদযাপন করে আসছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর গত ১০৬ বছরে আফগান ইতিহাসে অনেক ঘটনা ঘটেছে; অনেকবার শাসকের বদল হয়েছে; এবং প্রায় প্রতিবারই রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। অনেক শাসককেই প্রতিপক্ষের হাতে খুন হতে হয়েছে। কিন্তু কেউ কখনও তাদের স্বাধীনতা নিয়ে কোনো বিতর্ক করেনি। সোমালিয়া কিংবা লাইবেরিয়াতেও প্রায় একই অবস্থা। দুটি দেশেই কয়েক দশক ধরে নিজেদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই আছে। তারা তাদের স্বাধীনতাকে বিতর্কিত হতে দেয়নি বা দিচ্ছে না। কিন্তু আমাদের দেশে ৩০ লাখ মানুষের আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও মাত্র ৫৪ বছরেই সেই স্বাধীনতাকে ব্যর্থ প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে একটি মহল।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বেশ কিছু দুর্বল দিক ছিল সন্দেহ নেই। তবে এগুলো মূলত শাসক শ্রেণির দুর্বলতা। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের সময় জনগণ যেসব স্বপ্ন দেখেছিল তার অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। এসব নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হতেই পারে। তাই বলে স্বাধীনতা ব্যর্থ এমনটা বলা যায় না। স্বাধীনতা ব্যর্থ হলে দেশ আর নিজের থাকে না। স্বাধীন হয়েছি বা আছি বলেই ওই সমালোচনা করতে পারছি।

যে দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচনা করুন; আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিজাতীয় পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্তি। তিন হাজার কিলোমিটার দূর থেকে কেউ একজন এসে মাথার ওপর বসে শাসন করবে এটা মানতে পারেনি এ দেশের মানুষ। এরপর ভাষা, সংস্কৃতিসহ জাতিগত ভেদ-বৈষম্য তো ছিলই। এসবের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরেছিল এ দেশের মানুষ এবং তারা সফলও হয়েছে। নিজেদের জন্য নতুন দেশ হয়েছে, নতুন মানচিত্র হয়েছে; হয়েছে নতুন পতাকা, নতুন জাতীয় সংগীত। আর এসবের মালিকানা কেবলই এই দেশের মানুষের। এটাই স্বাধীনতা। এখানে প্রথম আর দ্বিতীয় বলতে কিছু নেই।

কেউ কেউ বলেন এবং সত্যি কথাই বলেন, '৭১-এ ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও আপামর জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি। এ কথায় অতিশয়োক্তির কিছু নেই। কিন্তু সত্যি তো এটাও যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আওয়ামী লীগের মতো একটা *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

মুক্তিযুদ্ধঃ চারণ কবির পুঁথি যখন যুদ্ধদিনের সিম্ফোনি

সালেহ উদ্দিন আহমদ

মুক্তিযোদ্ধারা যখন লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলেন দেশকে পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্ত করতে, তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তাঁদের ও জনতার মনোবল ধরে রাখতে করে যাচ্ছিল আরেক লড়াই। এ লড়াইয়ের মধ্যে বড় একটা অংশ ছিল দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন। এর বাইরেও কিছু নিয়মিত অনুষ্ঠান তখন দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। যেমন এম আর আখতার মুকুলের 'চরমপত্র', মোহাম্মদ শাহ বাঙালির পুঁথি এবং কল্যাণ মিত্রের 'জল্লাদের দরবার'।

যুদ্ধের সময় মোহাম্মদ শাহ বাঙালির পুঁথি শোনার জন্য সারা বাংলার লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকত রেডিও সেটের সামনে। তাঁর এই পুঁথিগুলো কতভাবে যে মানুষকে উজ্জীবিত এবং রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তা এখন ইতিহাস। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গাওয়া তাঁর পুঁথির কথাগুলোঃ 'মুজিব বাইয়া যাও রে', 'বিশ্ববাসীর কাছে রইল আবেদন/ বন্ধ করো বাঙালির ওপর খানের নির্যাতন', 'ছলে বলে ২৪ বছর বাংলা খাইলা চুষি/ জাতিরে বাঁচাইতে গিয়া মুজিব হইল দোষী' তখন গ্রামে মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত।

মোহাম্মদ শাহ বাঙালি একজন চারণ কবি, বাড়ি সন্দ্বীপে। তাঁর আনুষ্ঠানিক নাম মোহাম্মদ শফিউল্লাহ হলেও ডাকা হতো ডাক্তার শফি নামে। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে অল্প বয়সেই শুরু হয়েছিল তাঁর জীবনে তীব্র সংগ্রাম। জীবিকার জন্য তিনি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিকে নানাভাবে কাজে লাগাতেন। কখনো কবিগান ছাপিয়ে বিক্রি করতেন, কখনো কবিরাজি ওষুধ বানিয়ে হাটে-বাজারে বিক্রি করতেন, আবার কখনো জাদু দেখাতেন এবং বিভিন্ন প্রচারণায় গান গাইতেন। তিনি যাই করুন না কেন, তাঁর মুখের হাসি কখনো ম্রিয়মাণ হতে দেখিনি। ছোটকাল থেকেই আমি তাঁর ছিলাম ভক্ত, যেখানেই তিনি যা করতেন, সুযোগ পেলেই আমি দাঁড়িয়ে দেখতাম।

আমার মনে আছে, সম্ভবত ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম থেকে সন্দ্বীপ আসার পথে 'বাদুরা' নামে বড় একটি যাত্রীবাহী জাহাজ ডুবে গেল বঙ্গোপসাগরে। সে দুর্ঘটনায় প্রায় ২০০ সন্দ্বীপবাসী প্রাণ হারালেন। সন্দ্বীপের পথেঘাটে তখন শোকের মাতম।

তখন শফি ভাই কবিগান লিখে এসব দুঃখের কাহিনি ছাপিয়ে বিক্রি করতেন। সন্দ্বীপের নারায়ণ প্রেসেই ছাপা হতো সেই চার পাতার কবিতা। তিনি সুর দিয়ে পড়তেন, তাঁর কবিতার শোককাহিনি শুনে জনগণ দারুণ আলোড়িত হতো। অনেকেই কিনতেন। তাঁর কবিতায় মৃতদের জীবনকাহিনি বর্ণনা করা হতো। শোকার্ত পরিবার তাতে খুঁজে পেত নিজেদের বেদনার প্রতিচ্ছবি।

শফি ভাইয়ের আরেকটা উদ্যোগ ছিল কবিরাজি ওষুধ বিক্রি। তিনি কৃমি ও কানের ইনফেকশনের ওষুধ বানিয়ে বিক্রি করতেন। তাই তাঁকে ডাকা হতো 'ডাক্তার' শফি। প্রথমে তিনি কিছু জাদু দেখাতেন সম্ভাব্য ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে। জাদুতে দুই টুকরা রশি কীভাবে যে রুমালের নিচে ঢুকিয়ে একটি মাত্র রশি বানিয়ে ফেলতেন, তা আমি অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি। ম্যাজিক দেখানোর পর বিক্রি করা হতো ওষুধপত্র।

সন্দ্বীপে তাঁর একটা কবিয়াল গোষ্ঠী ছিল। সাঙ্গপাঙ্গ সব ছিল হাইস্কুলের ছাত্র। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে তাঁর ডাক পড়ত, তখন ছাত্রদের নিয়ে তিনি কবিগান করতেন। রাস্তার চারণ কবি হলেও শিক্ষিত মহলে তিনি একই রকম জনপ্রিয় এবং স্বাচ্ছন্দ্য ছিলেন।

সন্দ্বীপে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মৌলভি সামসুল হক বিড়ির কারখানা বানালেন। প্রচারণার জন্য ডাক পড়ল শফির। তিনি লেগে গেলেন গান গেয়ে হাটে বাজারে প্রচারণা করতে।

'নাতি কাঁথা দে, কাঁথা দে হিতে মরি,
কনে আনি দিব নাসিম বিড়ি।'

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন হলো। সন্দ্বীপের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রেদওয়ানুল বারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন সম্মিলিত বিরোধী দলের হয়ে। কবিগান গেয়ে প্রচারণা করলেন ডাক্তার শফি। রেদওয়ানুল বারী ছিলেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক। তিনি শফি ভাইকে পরবর্তী সময়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ আজিজের সঙ্গে। এম এ আজিজ তাঁকে সুযোগ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE LLC

KARNAFULLY HOME CARE

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

- HHA (Home Health Aide)
- PCA (Personal Care Assistant)
- CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799   347-621-6640

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
Contact with us
718-874-0047
We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA
বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি
প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।
পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129
এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।
Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054
Jamaica Office: 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047
Sutphin Branch Mohammad Khair(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047
Ozone Park Office 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047
1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432
Fulton Office: 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657
Bronx Office 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699
Buffalo Office: 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047
1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446
Albany Office 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE
Grade 7
SHSAT
UP TO
$200 OFF
KHAN'S SIGNATURE SHSAT
Sale ends Sunday November 16th, 2025
Digital & In-Person At 8 Locations!
SHSAT Group Class
• Saturdays or Sundays
• Fundamentals
Specialized HS Test
• Stuyvesant
• Bronx Science
• Brooklyn Tech
4,862+
Students Accepted Over 30 Years!
Stuyvesant HS
Bronx Science
Brooklyn Tech
Affordable. Proven. Trusted.
Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

কফি পানের সঠিক সময়, কখন ক্ষতির কারণ

পরিচয় ডেস্ক: ঘুম থেকে উঠেই কফি না খাওয়া ভালো। কফি আমাদের দেহের পানির চাহিদা মেটানোর মতো পানীয় নয়। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পরই আমাদের পানি প্রয়োজন হয়। তাই পানি কিংবা অন্যান্য পানীয় খাওয়ার অভ্যাস করুন এ সময়।

ঘুম থেকে ওঠার পর দেহে প্রাকৃতিক নিয়মেই কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বেশি থাকে। এই হরমোন আমাদের কর্মক্ষম হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন। এই সময় কফি খেয়ে আলাদাভাবে কর্মক্ষম হয়ে ওঠার প্রয়োজন পড়ে না।

বরং এই সময় কফি খেলে এর ক্যাফেইন এবং দেহে থাকা উচ্চমাত্রার কর্টিসল হরমোনের মিলিত প্রভাবে খানিকটা অস্থিরতায় ভুগতে পারেন আপনি।

বরং দিনের যে সময়ে দেহে কর্টিসলের মাত্রা কমতে থাকে, চনমনে হয়ে উঠতে কফি প্রয়োজন তখন। অন্যদিকে বিকেলের শেষ দিকে, সন্ধ্যায় বা রাতে কফি খেলে তা আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

এ ছাড়া এটাও মাথায় রাখতে হবে, খালি পেটে কফি খেলে অ্যাসিডিটিতে ভুগতে পারেন কেউ কেউ। আবার খাবার খাওয়ার পরপরই কফি খেলেও হতে পারে হজমজনিত সমস্যা। কিছু ওষুধের ওপর কফির নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তাই ওষুধ খাওয়ার ঠিক আগে বা ঠিক পরপরই কফি না খাওয়া ভালো।

কফি কখন খাবেন

সকালে ঘুম থেকে ওঠার ঘণ্টা দুয়েক পর থেকে আমাদের দেহে কর্টিসলের মাত্রা কমতে থাকে। তাই ঘুম থেকে ওঠার দু-চার ঘণ্টা পর এক কাপ কফি খেতে পারেন।

কাজে উদ্যম এবং মনোযোগ ধরে রাখার জন্য এ সময়ের এক কাপ কফি দারুণ কাজে আসে। চাইলে বিকেলের প্রথম ভাগেও কফি খেতে পারেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজের শক্তি ধরে রাখতে সাহায্য করবে এই সময়ের কফি।

কিংবা ব্যায়াম করার এক-দেড় ঘণ্টা আগেও কফি খেয়ে নিতে পারেন। এই সময় কফি খেলে পূর্ণোদ্যমে ব্যায়াম করতে পারবেন।

খাবার খাওয়ার মিনিট বিশেক পর কফি খেলে হজমে সমস্যা হয় না। ওষুধ খাওয়ার দেড়-দু ঘণ্টা পর কফি খাওয়া ভালো।

রোজ কতটা কফি খাবেন

আপনি ঠিক কী ধরনের কফি খাচ্ছেন, তার ওপর নির্ভর করছে আপনি রোজ কতটা কফি খেতে পারেন। তবে গড়পড়তা একটা হিসাব হতে পারে।

কাশির জন্য সিরাপ না লেবু-মধু: কোনটি বেশি ভালো?

পরিচয় ডেস্ক: কাশি হলেই আমরা সাধারণত ওষুধের দোকানের দিকে ছুটি। কাশির সিরাপ খুঁজি। কিন্তু এই সিরাপ কি আসলেই কাজ করে? নাকি ঘরে তৈরি লেবু-মধুর মিশ্রণই এর চেয়ে ভালো? ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্বাসতন্ত্রের রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জ্যাকি স্মিথ রেডিও ফোর-এর 'স্লাইসড ব্রেড' অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন আসল সত্যটা।

শীতের এই সময়ে ভাইরাস জ্বর ঘরে ঘরে। অফিস, বাসা কিংবা গণপরিবহনড়সবখানেই এখন খুকখুক কাশির শব্দ।

কাশি হলেই আমরা সাধারণত ওষুধের দোকানের দিকে ছুটি। কাশির সিরাপ খুঁজি। কিন্তু এই সিরাপ কি আসলেই কাজ করে? নাকি ঘরে তৈরি লেবু-মধুর মিশ্রণই এর চেয়ে ভালো?

ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্বাসতন্ত্রের রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জ্যাকি স্মিথ রেডিও ফোর-এর 'স্লাইসড ব্রেড' অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন আসল সত্যটা।

দামি ব্র্যান্ডের দরকার নেই

বেশিরভাগ কাশিই হয় সাধারণ সর্দি বা কোল্ড ভাইরাস থেকে। এই ভাইরাসগুলো সাধারণত আপনা-আপনিই শরীর থেকে বিদায় নেয়। কাশির সিরাপ কিন্তু এই ভাইরাস মারতে পারে না। এটি শুধু গলাকে একটু আরাম দেয় এবং কাশি হওয়ার ভাবটা কমায়।

গোসলের আগে নাকি পরে, কখন খাবার খাওয়া ভালো?

পরিচয় ডেস্ক: খাওয়া ও গোসলড়দুটি কাজই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শ্বাস-প্রশ্বাস ও ঘুমের মতোই এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই স্বাভাবিক অভ্যাস দুটিকে নিয়ে বেশ কিছু প্রচলিত ধারণাও রয়েছে।

অনেকেই মনে করেন, গোসল ও খাওয়ার মধ্যে সম্পর্ক আছে এবং গোসলের পরই খাবার খাওয়া উত্তম। তাই প্রশ্ন জাগেড়বিশেষ করে শীতকালে যদি গোসলের আগে খাওয়া হয়, তাহলে কি কোনো শারীরিক সমস্যা হতে পারে? বিজ্ঞান এতে কী বলে? চলুন জেনে নেওয়া যাকড়

আয়ুর্বেদিক দৃষ্টিভঙ্গি: গোসলের পর সঙ্গে সঙ্গে খাবেন না

আয়ুর্বেদ মতে, গোসল করে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া উচিত নয়। কারণ গোসল শরীরকে ঠান্ডা করে, ফলে হজমের জন্য প্রয়োজনীয় 'অগ্নি' দুর্বল হয়। এতে রক্ত সঞ্চালন পাকস্থলী থেকে শরীরের অন্যান্য স্থানে সরে যায়, যা হজমকে মন্থর করে। এর ফলে অ্যাসিডিটি, পেটব্যথা বা পেট ফাঁপার মতো সমস্যা হতে পারেড়বিশেষত যদি ভারি বা চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া হয়। দীর্ঘদিন এ অভ্যাস চলতে থাকলে বিপাকক্রিয়ার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং ওজন বৃদ্ধি বা দেহে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে।

যা করতে পারেন

গোসলের পরে অন্তত ২০৬০ মিনিট বিরতি রেখে খাবেন। এতে শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হবে এবং হজমশক্তি সক্রিয় হবে।

চাইলে খাওয়ার আগে গরম পানিতে গোসল করতে পারেন। এতে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে, শরীরের তাপমাত্রা ঠিক থাকে এবং হজম প্রক্রিয়া প্রস্তুত হয়।

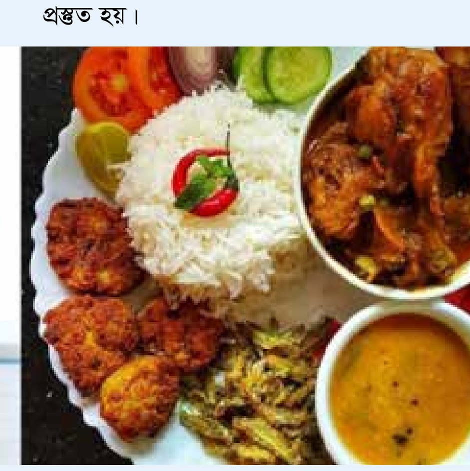

শীতকালীন সবজি খাওয়ার ৭ উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: শীত মানেই নানা সবজির সমাহার। এসব সবজিতে যেমন আছে বৈচিত্র্য, তেমনি পুষ্টিগুণে ভরা। স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখতে শীতকালে এই সবজিগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ, আসুন জেনে নেওয়া যাক।
গাজরে আছে বিটা ক্যারোটিন, যা ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়ে দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে। গাজরের ভিটামিন সি, লুটেইন, জেক্সানথিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চোখ ভালো রাখতে এবং শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া গাজরে ক্যালরি কম ও ফাইবার বেশি থাকায় এটি ওজন কমাতে, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে, কোলেস্টেরল কমাতে ও ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী।
ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকলি ইত্যাদি কপিজাতীয় বা ক্রুসিফেরাস সবজিতে গ্লুকোসিনোলেট ও কার্বন ৩ ইন্ডোল নামে দুটি যৌগ রয়েছে, যা বিভিন্ন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে এবং নারীদের ইস্ট্রোজেন-প্রোজেস্টেরনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় ফাইবার, যা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।
এই সবজিগুলোর ভিটামিন সি রোগপ্রতিরোধে ও আয়রন শোষণে সাহায্য করে, এবং ভিটামিন কে হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী।
টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যেমন বিটা-ক্যারোটিন (যা ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়), ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, লাইকোপেন ইত্যাদি। এগুলো হৃদরোগ, চোখের রোগ, কিছু ক্যানসার, স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে ও ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে।
টমেটোতে ভিটামিন কে ও পটাশিয়ামও রয়েছে, যা হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে, রক্ত জমাট বাঁধা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ও কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্য করে; ১ কাপ টমেটোর রসে ৫৩৪ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে।
শিম প্রোটিনের উৎস, যা পেশি গঠনে ও শীতে রোগপ্রতিরোধে সাহায্য করে। শিমে থাকা ফাইবার হজমশক্তি বৃদ্ধি ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়ক। শিমে থাকা পটাশিয়াম, ফোলেট ও কপার রক্তচাপ ও হৃদরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। মটরশুঁটিতে ক্যালরি কম ও ফ্যাট কম থাকায় এটি ওজন কমাতে এবং ডায়াবেটিস ও হৃদরোগীদের জন্য উপকারী। এর ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন বি৬, ফোলেট ও পটাশিয়াম হজমশক্তি বৃদ্ধি, কোলেস্টেরল হ্রাস ও হাড় মজবুত করতে সাহায্য করে।

শীতে গুড়ের চা খাওয়ার উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: শীতের সকালে কুয়াশার মধ্যে হাতে এক কাপ গুড় মিশ্রিত চা থাকলে সেটি কেবল স্বাদে নয়, শরীরের জন্যও উপকারে ভরপুর। দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী এই পানীয় শীতকালে সবার দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হওয়া উচিত বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।
গুড়ের চায়ে রয়েছে জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, পটাসিয়াম এবং আয়রনসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, শরীরকে ভিতর থেকে উষ্ণ রাখে এবং শ্বাসকষ্ট, কাশি ও ব্রঙ্কাইটিসে উপশম দেয়। এছাড়া এটি শরীরের টক্সিন বের করে লিভারকে পরিষ্কার রাখে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং হজমশক্তি বাড়ায়।
শীতকালে পেশি ও জয়েন্টের ব্যথা কমাতে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণসম্পন্ন গুড়ের চা বিশেষ উপকারী। এছাড়া কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ গুড় শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি যোগায় এবং ওজন কমানোর ক্ষেত্রেও সহায়ক।
তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, গুড় হওয়ায় এটি এক ধরনের চিনি, তাই ডায়াবেটিস রোগীদের অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রেও পরিমিতির মধ্যে খাওয়া উচিত।
সুতরাং, এই শীতে হাতের কাছে থাকুক এক কাপ গরম, মিষ্টি এবং স্বাস্থ্যকর গুড়ের চা সুস্থ থাকার সহজ ও মজাদার উপায়।

শীতকালে পাকা পেঁপে খাওয়ার উপকারিতা ও সতর্কতা

পরিচয় ডেস্ক: শীতকালে পাকা পেঁপে খাওয়া শরীরের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। শীতের সময় হজম ধীর হয়ে যায়, ত্বক শুষ্ক হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে, এমন পরিস্থিতিতে পাকা পেঁপে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। শীতকালে পাকা পেঁপে খাওয়ার উপকারিতার মধ্যে রয়েছে:
১. হজম শক্তি বাড়ায়: পেঁপেতে থাকা প্যাপেইন এনজাইম খাবার দ্রুত ভাঙতে সাহায্য করে। শীতে হজম ধীর হওয়ায় পেঁপে কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস ও বদহজম কমাতে সহায়ক।
২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে: পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা শীতকালে ঠান্ডা ও কাশির ঝুঁকি কমাতে ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে।
৩. ত্বক শুষ্কতা কমায়: ভিটামিন এ, ই ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ পেঁপে শীতে ত্বককে আর্দ্র ও উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে।
৪. ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা: কম ক্যালরি ও বেশি ফাইবারযুক্ত পেঁপে পেট ভরা রাখে, যা শীতে অতিরিক্ত খাবারের চাহিদা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
৫. ঠান্ডায় শরীরকে পুষ্টি জোগায়: পটাশিয়াম, ফোলিক অ্যাসিড ও বিভিন্ন ভিটামিন-মিনারেল সমৃদ্ধ পেঁপে শরীরের শক্তি ধরে রাখতে কার্যকর।
সতর্কতা: যাদের পাচনতন্ত্র দুর্বল, তারা বেশি পরিমাণে পেঁপে খেলে ডায়রিয়ার সমস্যা হতে পারে ডায়াবেটিস রোগীরা পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে পেঁপে খাবেন। অ্যালার্জি প্রবণ ব্যক্তিদের পেঁপে এড়িয়ে চলা উচিত। শীতকালে প্রতিদিন ১০০-১৫০ গ্রাম পাকা পেঁপে খাওয়া নিরাপদ এবং উপকারী। এই শীতকালে পাকা পেঁপে খান, সুস্থ থাকুন এবং রোগমুক্ত থাকুন।

ইলিশ ভুনা

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ ভুনা নিঃসন্দেহে একটি সুস্বাদু ও জনপ্রিয় খাবার। এর নরম ও ঝলমলে ইলিশ মাছের সাথে মসলা ও সুগন্ধি তেল মিশে এক অনন্য স্বাদ তৈরি হয়। এটি সাধারণত ভাতের সাথে পরিবেশন করা হয়।

উপকরণ : ইলিশ মাছ- ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি- ১ কাপ (মোটা কুচি), মরিচ গুঁড়া- ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া- কোয়ার্টার চা চামচ, লবণ- স্বাদ মতো, বাটা পেঁয়াজ- ২ টেবিল চামচ, সরিষার তেল- ৪ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল- ৪ টেবিল চামচ, আস্ত কাঁচামরিচ- কয়েকটি

প্রণালি : পেঁয়াজ কুচি, মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া ও লবণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। মাখা হলে বাটা পেঁয়াজ দিয়ে আবারও মেখে নিন। এবার ইলিশের টুকরা দিয়ে দিন মসলার মিশ্রণে। ভালো করে মাখুন। একটি ফ্রাই প্যানে সরিষার তেল ও সয়াবিন তেল গরম করে ইলিশের টুকরা হালকা করে ভেজে নিন। খুব বেশি ভাজবেন না। এক মিনিট ভাজা হলে মাছগুলো প্যানের সাইডে সরিয়ে রেখে একপাশে মেখে রাখা মসলাগুলো দিয়ে দিন। আধা কাপ পানি দিয়ে মসলার বাটি ধুয়ে সেটা দিয়ে দিন প্যানে। কয়েক মিনিট পর মাছ উল্টে দিন। চুলার আঁচ মাঝারি করে ঢাকনা দিয়ে প্যান ঢেকে দিন। ৫ মিনিট পর ঢাকনা তুলে মাছ উল্টে আবারও ঢেকে দিন। ৫ থেকে ৬ মিনিট পর ঢাকনা তুলে আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিন। চুলার আঁচ একদম কমিয়ে দমে রাখুন ২ মিনিট। পরিবেশন করুন গরম গরম।

ইলিশ পোলাও

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ পোলাও হলো বাঙালির একটি ঐতিহ্যবাহী এবং অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার, যেখানে সুগন্ধি চালের সাথে ইলিশ মাছের টুকরা এবং বিভিন্ন মশলা, যেমন- আদা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ, এবং কখনও কখনও আলু ও সবজি দিয়ে রান্না করা হয়, যা উৎসব বা বিশেষ দিনে পরিবেশন করা হয়, আর এর জন্য ভালো মানের বাসমতি বা পোলাওয়ের চাল ব্যবহার করা হয় এবং রান্নার পদ্ধতি অনুসরণ করলে এর স্বাদ অসাধারণ হয়।

ইলিশ পোলাওয়ের মূল উপকরণ: ইলিশ মাছ: টুকরো করে কাটা, চাল: বাসমতি বা পোলাওয়ের সুগন্ধি চাল, মশলা: পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, কাঁচা মরিচ, জিরা, ধনে গুঁড়া, গরম মশলা (এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি), অন্যান্য: তেল/ঘি, লবণ, সামান্য চিনি, এবং কিছু রেসিপিতে আলু, গাজর, মটরশুটি, বা টমেটোর ব্যবহারও দেখা যায়।

পদ্ধতি: মাছ ভাজা: ইলিশ মাছের টুকরোগুলো হালকা লবণ, হলুদ ও মরিচ মাখিয়ে হালকা ভেজে তুলে রাখা হয়। মশলা কষানো: কড়াইতে তেল বা ঘি গরম করে পেঁয়াজ ভেজে আদা-রসুন বাটা ও অন্যান্য মশলা দিয়ে কষানো হয়। চাল ভাজা: চাল ভালো করে ধুয়ে মশলার সাথে কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়া হয়।

পানি ও দমে রান্না: পরিমাণমতো গরম পানি বা ঝোল (মাছ ভাজার পর) দিয়ে চাল সেদ্ধ হতে দেওয়া হয় এবং পানি শুকিয়ে এলে দমে রাখা হয়।মাছ ও অন্যান্য উপকরণ যোগ: চাল প্রায় সেদ্ধ হয়ে এলে ভাজা মাছ এবং সবজি (যদি ব্যবহার করা হয়) দিয়ে হালকা হাতে মিশিয়ে আবার দমে রাখা হয়, যতক্ষণ না সব উপকরণ ভালোভাবে রান্না হয় ও ঝরঝরে হয়।

কিছু টিপস : সঠিক পরিমাণে পানি ব্যবহার করা জরুরি; সাধারণত চালের দ্বিগুণ বা দেড়গুণ পানি লাগে। ভালো স্বাদের জন্য ভালো মানের সুগন্ধি চাল ব্যবহার করা উচিত। অনেকে ইলিশের স্বাদ পোলাওয়ের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার জন্য ইলিশ মাছের সাথে তেল বা ঝোল ব্যবহার করেন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi

ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশ বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ বিরিয়ানি হলো দক্ষিণ এশিয়ার একটি সুস্বাদু, ঐতিহ্যবাহী মিশ্র ভাতের পদ, যা ইলিশ মাছ, সুগন্ধি চাল (যেমন কালিজিরা), এবং মশলার মিশ্রণে তৈরি হয় এবং এটি বর্ষাকালে বা যেকোনো বিশেষ দিনে স্বাদ বদলের জন্য খুবই জনপ্রিয়। এটি সাধারণ বিরিয়ানি থেকে ভিন্ন কারণ এতে মাংসের পরিবর্তে মাছ ব্যবহার করা হয়, যা এটিকে একটি অনন্য স্বাদ দেয় এবং এটি বাঙালি রান্নায় অত্যন্ত পছন্দের একটি রেসিপি।
উপকরণ (সাধারণত): ইলিশ মাছ: টুকরো করা, চাল: বাসমতি বা কালিজিরা চাল, পেঁয়াজ: কুচি করা, আদা ও রসুন বাটা, টমেটো: কুচি বা বাটা, দই: (ঐচ্ছিক, স্বাদের জন্য), তেল: সরিষা তেল, মশলা: হলুদ, মরিচ, ধনে, জিরা গুঁড়া, গরম মশলা (এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা, জায়ফল, জয়ত্রী), কাঁচা লঙ্কা ও ধনে পাতা, কেওড়া জল/গোলাপ জল (ঐচ্ছিক)
প্রণালী: মাছ ম্যারিনেট: ইলিশ মাছ নুন, হলুদ ও লঙ্কা দিয়ে মেখে হালকা ভাজা হয়। মসলা কষানো: পেঁয়াজ ভেজে আদা-রসুন বাটা, গুঁড়ো মশলা, টমেটো ও সামান্য পানি দিয়ে ভালো করে কষানো হয়।
চাল রান্না: চাল ধুয়ে পরিমাণমতো পানি ও লবণ দিয়ে আধা সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নেওয়া হয়। লেয়ারিং (স্তরে স্তরে সাজানো): একটি বড় পাত্রে প্রথমে অর্ধেক চাল, তারপর ভাজা ইলিশ মাছ ও মশলা, উপরে বাকি চাল দিয়ে সাজানো হয়। দম (রান্না): উপরে বেরেস্তা, ধনে পাতা ও কেওড়া জল ছিটিয়ে পাত্রটি ঢেকে কম আঁচে দমে রাখা হয় যতক্ষণ না ভাত ও মাছ পুরোপুরি সেদ্ধ হয়।

ইলিশ বেগুন

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ বেগুন হলো বাঙালি রান্নায় খুবই জনপ্রিয় একটি পদ, যেখানে সুস্বাদু ইলিশ মাছের সাথে বেগুনের পাতলা ঝোল বা কষা রান্না করা হয়, যা সাধারণত ভাত বা রুটির সঙ্গে খাওয়া হয় এবং এটি খুব কম মশলায় তৈরি একটি সহজ ও সুস্বাদু রেসিপি। এই পদটি ইলিশ মাছের আসল স্বাদ ও বেগুনের নরম ভাবকে একত্রিত করে এক অসাধারণ স্বাদের সৃষ্টি করে, যা প্রায়শই বিভিন্ন উৎসব বা বিশেষ দিনে তৈরি করা হয়।
উপকরণ: ইলিশ মাছ, বেগুন (লম্বা বা গোল), পেঁয়াজ, আদা, রসুন বাটা, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, সর্ষের তেল, নুন ও চিনি (স্বাদমতো), কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা (সাজানোর জন্য)
প্রণালী: মাছ নুন-হলুদ মাখিয়ে হালকা ভেজে তুলে নিন। ওই তেলেই বেগুন হালকা ভেজে নিন। এরপর পেঁয়াজ, আদা, রসুন দিয়ে মশলা কষিয়ে নিন, হলুদ, লঙ্কা, জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। সামান্য জল দিয়ে মশলা কষানো হলে বেগুন ও ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিন। পরিমাণমতো পানি ও নুন দিয়ে ঢেকে রান্না করুন যতক্ষণ না ঝোল ঘন হয় ও বেগুন সেদ্ধ হয়। শেষে কাঁচা লঙ্কা ও ধনে পাতা ছড়িয়ে গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন।
এই পদটি কম মশলায় তৈরি করলে ইলিশ মাছের নিজস্ব স্বাদ অনেক বেশি পাওয়া যায়, যা বাঙালি ভোজনরসিকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

BIG SALE
Date: 12/12/25 to 12/31/25
KHAAMAR BAARI
37-16 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Katla Up To (8KG) $2.99 LB
Koral (1-1KG) $3.99 LB
Golden Pampano $3.99 LB
Shoil (1KG) $12.99 Each
Headless Pungush (1kg size) $9.99 Each
Haor Koi (1KG) $9.99 Each
Keski Tray 3/$5
Champmar Shrimp 4LB (30/40 size) $17.99 Each
Kachur Lati (300G) 3/$5 Each- $1.99
Seem Bichi & Frozen Olive 3/$5 Each- $1.99
Shahi King Plain Paratha (30P) $5.99 Each
Shahi Jumbo Quail $9.99 Each
Khejurer Gur $2.99 LB
Shahi King Vorta (Assorted) $2.99 Each
Shahi King Pitha (Assorted) 2/$7 Each - $3.99
Shahi Sunflower Oil (5L) $12.99 Each
THE MOST AFFORDABLE SUPERMARKET IN QUEENS
GET REGULAR SALE UPDATES
SCAN ME
718-639-6868
facebook.com/khaamarbaari
37-16 73RD ST
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
KhaamaarBaari may change prices and quantities anytime without notice.

BIG SALE
Date: 12/12/25 to 12/31/25
KHAAMAR BAARI
37-16 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
KHAAMAR BAARI
Chicken Breast
HALAL
$1.99
LB
No Cleen/No Cut
Chicken Leg
HALAL
$1.49
LB
No Cleen/No Cut
Beef With Bone
HALAL
$4.79
LB
Regular Chicken
HALAL
$2.79
LB
Jumbo White Eggs
2DZ/$5
Each- $2.99
Organic Eggs (Medium)
3DZ/$10
Teer Chinigura/ Kalijeera Rice (10LB)
$14.99
Each
Shahi Extra Virgin Olive Oil Blend (3L)
$11.99
Each
Delta Parboiled Rice (50lb)
Parboiled White Rice
$29.99
Each
Garlic sleeve
4/$5
Fresh Guava
$2.99
LB
Yellow Onion (10LB)
ONIONS
$2.99
Each
Rohu (2kg)
$12.99
Each
Mrigal (5kg)
$3.99
LB
Hilsha (8/10 Size)
$14.99
Each
Hilsha (12/15 Size)
$34.99
Each
THE MOST AFFORDABLE
SUPERMARKET IN QUEENS
GET REGULAR SALE UPDATES
SCAN ME
718-639-6868
facebook.com/khaamarbaari
37-16 73RD ST
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
KhaamaarBaari may change prices and quantities anytime without notice.

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’
এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
Timothy Bompart
Attorney at Law
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

পুতিনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে

১২ পৃষ্ঠার পর

হতে পারে? গত দুই দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ভারত-নীতি মূলত বাস্তববাদী মনোভাব ও আশাবাদী প্রত্যাশার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। ওয়াশিংটন চাইত একটি উদীয়মান ভারতড়অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী, সামরিকভাবে সক্ষম এবং ভৌগোলিকভাবে এমন স্থানে অবস্থিত যা চীনের প্রভাব মোকাবিলায় কার্যকর হতে পারে। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ককে ঐতিহাসিক বা লিগ্যাসি বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল, কারণ মস্কোর সঙ্গে নয়াদিল্লির সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে সেসময় পশ্চিমারা বেশি লাভজনক বলে মনে করেছে। সেজন্য যথেষ্ট ছাড়ও দিয়ে এসেছে।

কিন্তু বৈশ্বিক বাস্তবতা এখন আমূল বদলে গেছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার চলমান যুদ্ধ, ইউরোপের প্রতি তার আক্রমণাত্মক ভাষা, এবং চীনের সঙ্গে আরও জোরাল কৌশলগত সখ্যড়এসব মিলিয়ে এমন এক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে ভারতের পুরনো ধাঁচের ভারসাম্য রক্ষার নীতি পশ্চিমা জোটের কাছে আর সহজে গ্রহণযোগ্য নয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে রাষ্ট্রের আচরণ মূলত নিরাপত্তা ও টিকে থাকার যুক্তিতে পরিচালিত হয়; জোটকে মূল্যবোধের চেয়ে বেশি দেখা হয় হাতিয়ার হিসেবে। ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের মস্কো-সখ্যকে এই দৃষ্টিকোণেই দেখে। প্রশ্নটি হলোড়ভারত স্বাধীন কূটনীতি চালাচ্ছে কি না তা নয়; বরং তার এই আচরণ পশ্চিমা সমষ্টিগত নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করছে নাকি দুর্বল করে দিচ্ছে? ড় প্রশ্ন এটাই।

ইউরোপকে খোলাখুলিভাবে হুমকি দিচ্ছেন এমন এক নেতাকে প্রকাশ্যে স্বাগত জানিয়ে ভারত কার্যত পশ্চিমা নিরাপত্তা অবস্থানের বিশ্বাসযোগ্যতাকে নড়বড়ে করছে। বাস্তববাদী পরিভাষায়, সংকট মুহূর্তে ভারত তখন এমন এক অংশীদার হয়ে দাঁড়ায়ড়যার অবস্থান নিয়ে পশ্চিমা জোট নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

এই যুক্তি অবধারিতভাবেই ক্ষমতার ভারসাম্য-রাজনীতির দিকে নিয়ে যায়। কোনো রাষ্ট্র যদি কোনো সংশোধনবাদী শক্তির (রাশিয়ার) বিরুদ্ধে সমষ্টিগত পদক্ষেপে নির্ভরযোগ্যভাবে পাশে না থাকে, তবে পশ্চিমাদের যৌক্তিক প্রতিক্রিয়া হলোড়হেজিং; অর্থাৎ অংশীদারের বিস্তৃতি, প্রভাবের পুনর্বণ্টন এবং আঞ্চলিক ফলাফলে একক কোনো রাষ্ট্রকে অযৌক্তিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ না দেওয়া। যেমনটা ভারতকে এতদিন ধরে দেওয়া হয়েছে।

ওয়াশিংটনের দৃষ্টিতে, ভারতের এই বেছে-বেছে অবস্থান নেওয়া রাশিয়াকে নিবৃত্ত করতে বা ইন্দো-প্যাসিফিক নিরাপত্তার স্থাপত্য রক্ষায় যথেষ্ট নয়। ফলে মার্কিনীদের বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে গভীরতর সম্পৃক্ততা কিংবা পাকিস্তানের দিকে নতুন করে দৃষ্টি দেওয়াড়এগুলো এখন আর কেবল সুবিধাবাদী পদক্ষেপ নয়; বরং কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয় পথ।

ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি এই উদ্বেগ আরও বাড়ায়। তিনি বৈদেশিক সম্পর্ককে দেখেন লেনদেনমূলক সম্পর্কের আতসকাঁচে, যার মোদ্দা কথা হলো অংশীদারদের পক্ষ নিতে হবে। এখানে দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে তিনি অস্পষ্টতা হিসেবে দেখেন, যা প্রায়ই মূল নিরাপত্তা লক্ষ্য থেকে নীরব বিচ্যুতি ঘটায়। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি দাবিকে ওয়াশিংটন প্রজ্ঞাপূর্ণ কূটনীতি হিসেবে নয়, বরং এক ধরনের সতর্ক সংকেত হিসেবে পড়ছেড় যে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত প্রত্যাশাগুলো পূরণ নাও হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে পুতিনকে আতিথ্য দেওয়া কোনো ছোটখাটো ঘটনা নয়; এটি দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ভর ধারণার ভিত্তিকেই চ্যালেঞ্জ জানায়।

এখানে প্রতীকের গুরুত্ব বিশাল। রাশিয়ার প্রতি ভারতের স্থায়ী উষ্ণতা দেখায় যে নয়াদিল্লি নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ অনুসরণ করবেড়যা অনেক সময় ইন্দো-প্যাসিফিকে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সমষ্টিগত স্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র তাই আর কেবল সৌহার্দ্যের ওপর নির্ভর করতে পারে না; সংকটমুহূর্তে ভারতের অবস্থান কী হবে তা আচরণের মাধ্যমেই পরিমাপ করতে হবে, কথার ফুলঝুড়ির মাধ্যমে নয়।

এর প্রভাব দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে স্পষ্ট হতে পারে। যদি ওয়াশিংটন ভারতের আঞ্চলিক কেন্দ্রীয়তা কমিয়ে দেয়, তবে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এমনকি নেপালের মতো দেশগুলো কৌশলগত বিকল্প অংশীদার হিসেবে আরও গুরুত্ব পেতে পারে, বিশেষত বাণিজ্য, কূটনীতি ও নিরাপত্তা সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোতে। পাকিস্তান, যাকে দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্র উপেক্ষা করেছে, ইতোমধ্যে নতুন করে মনোযোগ পাচ্ছেড়চীন এবং অনিশ্চিত ভারতের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে বহুমাত্রিক প্রভাব কেন্দ্র গড়ে তুলতে।

আফগানিস্তান, যা এখনও অস্থির, সেখানেও যুক্তরাষ্ট্র আর শুধুমাত্র ভারতের ওপর নির্ভর করে তার কৌশলগত স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে না।

এক কথায়, ভারতের এই আচরণ যুক্তরাষ্ট্র যে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জোট গঠনের ওপর নির্ভর করেছিল, সেটিকেই ভেঙে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করছে, এবং তার মাধ্যমে একটি বিস্তৃত ও অনিশ্চিত আঞ্চলিক ব্যবস্থা সামনে আসছে।

তবে এই পুনর্বিন্যাসে যুক্তরাষ্ট্রভারত অংশীদারিত্বের অবসান ঘটছে না। ইন্দো-প্যাসিফিকের কাঠামোগত বাস্তবতাড়চীনা সম্প্রসারণ প্রতিরোধ, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক আন্তঃসংযোগড়এখনো উভয় দেশের জন্য বাধ্যতামূলক লক্ষ্য। কিন্তু সম্পর্কটি এখন ক্রমশ শর্তসাপেক্ষ হয়ে উঠবে; যা পরিমাপ করা হবে পারস্পরিক নির্ভরযোগ্যতা, প্রতিশ্রুতি এবং সমষ্টিগত নিরাপত্তা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে। ভারতের হেজিং বা দ্বৈত কৌশল তার কৌশলগত গুরুত্বকে কমিয়ে দিচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমীকরণে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

ভারত যুক্তি দেয় যে রাশিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও বাস্তবসম্মত। কিন্তু বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই যুক্তিগুলোর গুরুত্ব কমে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র বাস্তববাদী কৌশল বিবেচনায় বাধ্য হচ্ছেড়নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হেজিং, অংশীদারদের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং এমন একটি ইন্দো-প্যাসিফিক স্থাপত্য নিশ্চিত করতে, যা কোনো একক, অনির্ভরযোগ্য অংশীদারের ওপর নির্ভর করে না।

রাশিয়ার সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধির মুহূর্তে পুতিনকে আতিথ্য দেওয়া বোঝায় যে ভারতের অবস্থান লেনদেননির্ভর, পরিস্থিতিনির্ভর। চীনের সঙ্গে যেকোনো উচ্চ ঝুঁকির মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র যার ওপর ভরসা করতে পারে না।

সুতরাং পুতিনের সফর একদিকে প্রতীকী, অন্যদিকে আস্থার মাপকাঠি। প্রতীকে এটি ভারতের আত্মবিশ্বাসী স্বায়ত্তশাসিত শক্তি পরিচয়কে শক্তিশালী করে। কিন্তু বাস্তবে, পশ্চিমা মিত্রদের কাছে এটি প্রশ্ন তোলেড়ভারত কতটা নির্ভরযোগ্য, কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং কতটা সমষ্টিগত নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে প্রস্তুত?

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অনিশ্চয়তায়, প্রতিযোগিতায় এবং বিশ্বস্ত প্রতিশ্রুতির প্রয়োজনীয়তায়ড়পশ্চিমের বিরুদ্ধে ভারসাম্য রেখে চলার জন্য কিছু মূল্য দিতে হয়। তাই কূটনৈতিক রণকৌশলে স্পষ্টতাই প্রভাব নির্ধারণ করে, বাগাড়ম্বর নয়।

ভারত এখনো ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হতে পারে। কিন্তু সম্ভাবনাই কেবল যথেষ্ট নয়। যদি দিল্লি রাশিয়ার সাথে সখ্যকে পশ্চিমা প্রত্যাশার ওপরে স্থান দিতে থাকে, যুক্তরাষ্ট্রও নিজেকে পুনর্গঠন করবেড় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করবে, আস্থার মানদণ্ড বদলাবে এবং ক্রমেই একটি অস্থির অংশীদারের ওপর নির্ভরতা কমাবে।

দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত স্থাপত্যড়এবং তার ভেতরে ভারতের ভূমিকাড় এখন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ভারত মনে করতে পারে যে সে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে, কিন্তু শক্তির ভারসাম্যের বাস্তবনীতি বলছেড়এই সমদূরত্ব এখন ঝুঁকিপূর্ণ এবং হয়তো আর এড়ানো সম্ভব না।- মাজহার সিদ্দিক খান, এশিয়া টাইমস

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিরাপত্তার ‘গ্যারান্টি’ চান জেলেনস্কি

৭ পৃষ্ঠার পর

ইমানুয়েল মাখোঁ এবং জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিশ ম্যার্টজ জেলেনস্কির সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টা বৈঠক করেছেন।

ম্যার্টজ জানান, যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া প্রস্তাবের ‘কিছু অংশ নিয়ে সন্দেহ’ রয়েছে তার। মাখোঁ বলেন, মূল চ্যালেঞ্জ হলো ইউরোপ, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে আরও কাছাকাছি আনা।

একজন জ্যেষ্ঠ ইউক্রেনীয় কর্মকর্তা এএফপিকে বলেন, আলোচনায় সবচেয়ে জটিল বিষয় হলো ভূখণ্ড। রাশিয়া এখনো দাবি করছে, দোনবাসসহ কিছু অঞ্চল পুরোপুরি ছাড়তে হবে ইউক্রেনকে। কিন্তু কিয়েভ বহুবার বলেছে, তারা এসব দাবি কখনোই মেনে নেবে না।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Bangladesh Society, Inc.

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সাধারণ সভা

তারিখ : ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫, রোববার ◆ সময় : সন্ধ্যা ৫টা
স্থান : কুইন্স প্যালেস, 37-11 57th St, Woodside, NY 11377

বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মানিত আজীবন সদস্য ও নবায়নকৃত সাধারণ সদস্যবৃন্দ আসছে আগামী ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫, রোববার বাংলাদেশ সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় আপনার উপস্থিতি বিশেষভাবে কামনা করছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:– বার্ষিক এই সাধারণ সভা শুধুমাত্র ৩০ নভেম্বর , রোববার ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত যারা সোসাইটির আজীবন সদস্য অথবা সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ করেছেন কেবলমাত্র তাঁরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়

◆ সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ◆ কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট ◆ গঠনতন্ত্র সংশোধনীর প্রস্তাবনা উত্থাপন ◆ বিবিধ

অনুরোধক্রমে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, **মো: কামরুজ্জামান কামরুল** *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, **আবুল কালাম ভুঁইয়া** *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, **মফিজুল ইসলাম ভুঁইয়া (রুমি)** *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, **ডিউক খান***(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, **অনিক রাজ** *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, **রিজু মোহাম্মদ** *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, **জামিল আনসারী** *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, **মো: আখতার বাবুল** *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, **আশ্রাব আলী খাঁন লিটন** *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, **মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)** *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, ***কার্যকরী সদস্য:*** **হারুন উর রশিদ** ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, **জোহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী** ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, **মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী** ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, **আবুল কাশেম চৌধুরী** ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, **মুনসুর আহমেদ** ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও **হাছান খান** ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ,** *প্রচার সম্পাদক*

citygroup

অফিসিয়াল নোটিশ

সিটি গ্রুপের পণ্য শুধুমাত্র আমাদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় আমদানি ও বিতরণ করা হয়। সঠিক ও আসল পণ্য নিশ্চিত করতে কেনার আগে আপনার সোর্স যাচাই করুন।

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রতিষ্ঠানগণকে অনুরোধ:
সিটি গ্রুপের পণ্য আমদানি ও বাজারজাতকরণ থেকে বিরত থাকুন। অন্যথায় তা আইনবহির্ভূত আমদানী গণ্য হবে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় অফিসিয়াল আমদানি ও বিতরণ পরিচালনা করে শুধুমাত্র

দেশি ডিস্ট্রিবিউটর্স এলএলসি
এল.এল.সি

সি.কে. ফ্রোজেন ফিশ
এন্ড ফুড কানাডা আই.এন.সি

সোশ্যাল মিডিয়ায় শিশুদের প্রবেশাধিকার কমাতে বিভিন্ন

১২ পৃষ্ঠার পর

সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো এখানে: অস্ট্রেলিয়া : ২০২৪ সালের নভেম্বরে পাস হওয়া ঐতিহাসিক আইনটি অনুযায়ী বুধবার থেকে ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রবেশ বন্ধ করতে বাধ্য থাকবে বড় প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলো। এটি বিশ্বে সবচেয়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আইন ভঙ্গ করলে কোম্পানিগুলোকে সর্বোচ্চ ৪৯.৫ মিলিয়ন অস্ট্রেলীয় ডলার (৩২.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) পর্যন্ত জরিমানার মুখে পড়তে হবে।

ব্রিটেন : ব্রিটেনের অনলাইন সেফটি অ্যাক্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য কঠোর মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ক্ষতিকর কনটেন্ট থেকে নাবালকদের রক্ষা করতে বয়সভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ।

আইনটি ২০২৩ সালে পাস হয় এবং এই বছর থেকে কার্যকর হয়েছে। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়নি।

চীন : চীনের সাইবারস্পেস নিয়ন্ত্রক একটি “মাইনর মোডচ কার্যকর করেছে, যেখানে ডিভাইস-স্তরের সীমাবদ্ধতা এবং অ্যাপভিত্তিক নিয়মের মাধ্যমে বয়স অনুসারে স্ক্রিন টাইম কমানো হয়।

ডেনমার্ক : ডেনমার্ক গত নভেম্বরে ঘোষণা করেছে যে তারা ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করবে। তবে ১৩ বছর পর্যন্ত বয়সী কিশোরদের ক্ষেত্রে অভিভাবকরা বিশেষ অনুমতি দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

দেশটির পার্লামেন্টের বেশিরভাগ দল আনুষ্ঠানিক ভোটাভুটির আগেই এ পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

ফ্রান্স :২০২৩ সালে ফরাসি সরকার এমন আইন পাস করে যাতে ১৫ বছরের কম বয়সীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খুলতে চাইলে অভিভাবকের অনুমতি লাগবে। তবে স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, প্রযুক্তিগত জটিলতার কারণে আইনটির বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

জার্মানি : জার্মানিতে ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সী নাবালকদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করতে হলে অভিভাবকের অনুমতি প্রয়োজন। তবে শিশু অধিকারকর্মীরা বলছেন, বর্তমান নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট নয়।

ইতালি : ইতালিতে ১৪ বছরের কম বয়সীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খুলতে অভিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন। ১৪ বছর পার হলেই সম্মতি ছাড়াই ব্যবহার করা যায়।

মালয়েশিয়া : মালয়েশিয়া গত নভেম্বরে জানিয়েছে যে তারা আগামী বছর থেকে ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করবে।

নরওয়ে : নরওয়ে সরকার ২০২৪ সালের অক্টোবরে প্রস্তাব করেছে যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের জন্য শিশুদের সম্মতি প্রদানের ন্যূনতম বয়স ১৩ থেকে বাড়িয়ে ১৫ বছর করা হবে। তবে বয়সসীমার নিচে হলে অভিভাবকের অনুমতি দেওয়ার সুযোগ থাকবে।

সরকার ১৫ বছরকে পূর্ণাঙ্গ ন্যূনতম বয়সসীমা হিসেবে নির্ধারণ করতে নতুন আইন প্রণয়নের কাজও শুরু করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র : যুক্তরাষ্ট্রের চিলড্রেনস অনলাইন প্রাইভেসি প্রোটেকশন অ্যাক্ট অনুযায়ী, অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া ১৩ বছরের কম বয়সী শিশুদের তথ্য কোম্পানিগুলো সংগ্রহ করতে পারে না।

কয়েকটি অঙ্গরাজ্য নাবালকদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে অভিভাবকের অনুমতি বাধ্যতামূলক করার আইন পাস করেছে। তবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এসব আইন আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

ইইউ আইন : ইউরোপীয় পার্লামেন্ট গত নভেম্বরে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছেড়্যেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ন্যূনতম বয়স ১৬ বছর করার আহ্বান জানানো হয়েছেড়্যাতে “বয়স উপযোগী অনলাইন সম্পৃক্ততাচ নিশ্চিত হয়।

একইসঙ্গে ইইউজুড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ডিজিটাল বয়সসীমা ১৩ এবং ভিডিও-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ও “এআই কম্প্যানিয়নচ-এর জন্যও ন্যূনতম বয়স ১৩ নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে।

যদিও এ প্রস্তাবটি আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না।

প্রযুক্তি কোম্পানির নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ

টিকটক, ফেসবুক, স্ন্যাপচ্যাটসহ বেশিরভাগ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মের ন্যূনতম বয়সসীমা ১৩ বছর। তবে শিশু অধিকারকর্মীরা বলছেন, এসব নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট নয়ড়্ইউরোপের অনেক দেশে সরকারি তথ্যই দেখাচ্ছে যে বিপুল সংখ্যক ১৩ বছরের কম বয়সী শিশু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করছে।

সৌদি আরবে এখন মদ কিনতে পারবেন, যদি আপনি

১২ পৃষ্ঠার পর

ডলার। এটি আমেরিকার দামের চেয়ে পাঁচগুণেরও বেশি। দোকানটি কার মালিকানায় তা স্পষ্ট নয়। তবে এর পরিচালনার ধরণ দেখে মনে হচ্ছে সরকারের হাত আছে। ক্রেতাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বরের ওপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে মদ কেনার নির্দিষ্ট কোটা বা সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। দোকানে ঢোকার জন্য কূটনীতিকরা যে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেন, সেটি তৈরি করেছে দেশটির কর ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। সৌদি সরকারের মিডিয়া অফিস এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।এই গোপনীয়তা এবং ধোঁয়াশা যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের দেশ বদলানোর কৌশলের সঙ্গে মিলে যায়। গত এক দশকে তিনি সৌদি আরবকে আমূল বদলে দিয়েছেন। একসময়ের ধর্মীয় পুলিশ বা নারীদের গাড়ি চালানোর নিষেধাজ্ঞার দেশ এখন অতীত। এখন সেখানে নারী-পুরুষের মিশ্র কনসার্ট হয়। নারীরা স্বাধীনভাবে গাড়ি চালান, কাজ করেন এবং বিদেশে ঘোরেন।

সমাজ বদলানোর এই পথটা বেশ গোলমেলে। কর্মকর্তারা প্রায়ই জনসমক্ষে নীতি পরিবর্তনের কথা পরিষ্কার করে বলেন না। পাছে মানুষ ক্ষেপে যায়। ফলে আসলেই নিয়ম বদলেছে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকে।

টিউল্যান ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক এবং সৌদি রাজনীতির বিশেষজ্ঞ অ্যান্ড্রু লেবার বলেন,ও সৌদি কর্তৃপক্ষ এভাবেই সামাজিক নীতিগুলো পরিবর্তন করে। বড় ঘোষণা ছাড়াই তারা তলে তলে ছোট ছোট পরিবর্তন আনে। এতে সুবিধা হলো, পরিস্থিতি বুঝলে তারা আবার নীতিটি বন্ধ বা বাতিল করার সুযোগ পায়৶

যেমন ২০১৮ সালেও নামাজের সময় দেশটির সব দোকানপাট দিনে কয়েকবার বন্ধ রাখা হতো। এখন আর হয় না। কিন্তু এ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন এসেছে, যা মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছিল।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই যুবরাজের এক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা নিউ ইয়র্ক টাইমসকে বলেছিলেন, মদ বৈধ করার কোনো পরিকল্পনার কথা তার জানা নেই। দেশটির পর্যটন মন্ত্রী আহমেদ আল-খাতিব গত মাসে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ওএখনও কিছুই বদলায়নি। ভবিষ্যতে কী হয় দেখা যাক৶

দোকানটি খুঁজে পাওয়াও বেশ কঠিন। অনলাইন ম্যাপে এটি নেই। বন্ধুরা গোপনে একে অপরকে জিপিএস লোকেশন শেয়ার করেন।

নতুন ক্রেতারাও নিয়ম নিয়ে নিশ্চিত নন। তারা জানেন না কেনা মদ বন্ধুদের খাওয়ানো যাবে কি না বা আবার বিক্রি করা যাবে কি না।

সৌদি সরকার ১৯৫০-এর দশকে মদ নিষিদ্ধ করেছিল। শোনা যায়, তৎকালীন বাদশাহর এক ছেলে মদ্যপ অবস্থায় এক ব্রিটিশ কূটনীতিককে হত্যা করার পর এই নিষেধাজ্ঞা আসে। এছাড়া ইসলাম ধর্মেও মদ নিষিদ্ধ।

আমেরিকায় একসময় যেমন মদ নিষিদ্ধ থাকার পরেও কালোবাজারি চলত, সৌদি আরবেও তাই। দশকের পর দশক ধরে ব্যক্তিগত পার্টিতে বা বিদেশি কম্পাউন্ডগুলোতে ঘরে বানানো মদ বা বিদেশি বোতল পাওয়া যেত। এতদিন দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনীতিকরা অবাধে মদ আমদানি করতে পারতেন। সেখান থেকেই অনেক বোতল কালোবাজারে চলে যেত। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সরকার সেই সুবিধা বন্ধ করে দেয়।

এর বিকল্প হিসেবেই রিয়াদের নতুন দোকানটি চালু হয়। শুরুতে শুধু অ-মুসলিম কূটনীতিকদের জন্য এটি খোলা ছিল এবং তাদের জন্য মাসিক কোটা ছিল।

স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছিল, অবৈধ বাণিজ্য ঠেকাতুলতেই এই ব্যবস্থা। তবে কিছু দূতাবাস কোটা বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছিল। আবার তথ্য চুরির ভয়ে অনেকে সরকারি অ্যাপ ব্যবহার করতে চায়নি।

তখনই অনেকে ফিসফিস করে বলছিলেন, এই দোকান আসলে সবার জন্য মদ উন্মুক্ত করার একটি কৌশল বা অজুহাত। ব্যবস্থাটি একবার চালু হয়ে গেলে ক্রেতার সংখ্যা বাড়ানো সহজ।

মদ বিক্রির অনুমতি দেওয়ার পেছনে সৌদি কর্তৃপক্ষের অনেক কারণ আছে।

দেশটির সামাজিক জীবন খুবও নিরস্বড়্এমন দুর্নাম থাকায় উচ্চশিক্ষিত বিদেশিরা সেখানে কাজ করতে আসতে চান না। যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এই চিত্র বদলাতে চান। ২০৩৪ সালে সৌদি আরব পুরুষদের বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করবে। তখন বিদেশি দর্শকরা সেখানে মদ পাওয়ার আশা করবেন।

এছাড়া পর্যটন এবং তেল ছাড়া অন্য খাত থেকে আয় বাড়ানো যুবরাজের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল অংশ।

বিশেষজ্ঞ মিস্টার লেবার বলেন,ওপ্রতিবেশী দেশ দুবাই ওদিকে মদ বিক্রি এবং এর কর থেকে প্রচুর টাকা আয় করে। সৌদি সরকার নিশ্চয়ই সেটা খেয়াল করেছে৶ দুবাইতে মুসলমানদের জন্যও মদ সহজলভ্য।

তেল সম্পদের মালিক হলেও সৌদি আরব এখন বাজেট ঘাটতির মুখে আছে এবং আগামী বছরগুলোতেও এই সমস্যা থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মদ বৈধ করার বিরোধিতা করতে পারেন স্থানীয়রা। তাদের প্রতিক্রিয়া এড়াতে সরকার খুব সাবধানে এগোচ্ছে। তবে কয়েক বছরের কড়াকড়ির কারণে ভিন্নমত পোষণ করার মতো মানুষও খুব একটা নেই।

মদ বিক্রির এই নতুন খবর নিয়ে স্থানীয় গণমাধ্যমে কোনো সংবাদ নেই। এমনকি যুবরাজের নিয়োগ দেওয়া দেশটির প্রধান ধর্মীয় নেতা বা গ্র্যান্ড মুফতিও এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। - দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

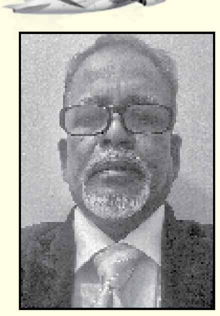

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
LOW INCOME NO PROBLEM
ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
ইন্টারেস্ট রেট কম
রি-ফাইন্যান্সিং
ইনভেস্টমেন্ট
প্রি এপ্রোভাল
ফাস্ট ক্লোজিং
মর্টগেজ পরামর্শ
DIRECT LENDER
এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্টে।
ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।
যারা হোমকেয়ারে কাজ করেন, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা।
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ী কিনতে পারবেন।
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799
MOZEZA MONALISA
LOAN PRODUCTION COORDINATOR
(347) 403-6644
139-27 QUEENS BLVD SUITE 2, JAMAICA, NY 11435

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

‘এরপর তাঁর পালা’: কলম্বিয়ার

৭ পৃষ্ঠার পর

'মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' অংশীদার

জানুয়ারিতে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট পদে ফিরে আসার আগপর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকায় কলম্বিয়া ছিল মার্কিন সহায়তার অন্যতম বৃহত্তম প্রাপক।

কলম্বিয়া কেবল তাদের সীমান্তের মধ্যে কোকেন উৎপাদন নিয়েই সংগ্রাম করছে না, বরং ছয় দশক ধরে চলা অভ্যন্তরীণ সংঘাত নিয়েও লড়ছে। সেখানে সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে রয়েছে বামপন্থী বিদ্রোহী, ডানপন্থী আধা সামরিক ও অপরাধী চক্র।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, কোকেন ও অন্যান্য পণ্যের কাঁচামাল কোকা উৎপাদনে কলম্বিয়া বিশ্বে বৃহত্তম। প্রায় ২ লাখ ৫৩ হাজার হেক্টর বা ৬ লাখ ২৫ হাজার ১৭৬ একর জমিতে কোকা চাষ হয়।

সমালোচকদের যুক্তি, কোকা নির্মূলের চেষ্টা করা হলেও গ্রামীণ কৃষকদের বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করা হয়নি। ফলে তাঁরা অসুবিধায় পড়ছেন। এর পরিবর্তে পেত্রোর সরকার সেই অপরাধী চক্রগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো শুরু করেছে, যারা এই পাতাটিকে মাদকে রূপান্তর করে।

তবে পেত্রোর বিরুদ্ধে ট্রাম্প ও তাঁর সহযোগীদের অভিযোগ, কলম্বিয়ায় কোকেন উৎপাদন বন্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

এই ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারবার কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, গত ২৩ অক্টোবর তিনি পেত্রোকে একজন 'গুন্ডা' বলে অভিহিত করে বলেন, কলম্বিয়া আর 'খুব বেশি দিন পার পাবে না'।

২ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কলম্বিয়ায় সরাসরি হামলার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। তিনি মন্ত্রিসভাকে বলেন, 'আমি শুনছি কলম্বিয়া দেশটি কোকেন তৈরি করছে। যারা এটি করছে এবং আমাদের দেশে বিক্রি করছে, তাদের ওপর হামলা চালানো হতে পারে।'

তবে পেত্রো তাঁর কাজের বর্ণণা দেন এবং মাদক উৎপাদনকারী স্থাপনা ধ্বংসের জন্য তাঁর সরকারের চালানো অভিযানের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি দাবি করেন, তাঁর দায়িত্বকালে ১৮ হাজার ৪০০টি মাদক পরীক্ষাগার ধ্বংস করা হয়েছে।

ডিসেম্বরে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ট্রাম্পের সামরিক হামলার হুমকির দ্রুত জবাব দেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে পেত্রো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে মনে করিয়ে দেন, তাঁর দেশ 'মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' অপরিহার্য অংশ ছিল।

পেত্রো লেখেন, 'যদি কোনো দেশ মার্কিনদের হাজার হাজার টন কোকেন সেবন বন্ধ করতে সাহায্য করে থাকে, তবে তা হলো কলম্বিয়া।'

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করিয়ে লেখেন, 'মিত্র দেশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তিনি যেন জাগুয়ারকে জাগিয়ে না তোলেন।' তিনি লিখেছেন, 'আমাদের সার্বভৌমত্বে আঘাত করার অর্থ যুদ্ধ ঘোষণা করা। দুই শতাব্দীর কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষতি করবেন না।'

এর বদলে পেত্রো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কোকেন পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরাসরি অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, 'কলম্বিয়ায় আসুন মি. ট্রাম্প। আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যাতে আপনি আমাদের প্রতিদিন ভেঙে ফেলা নয়টি পরীক্ষাগার ধ্বংসের কাজে অংশ নিতে পারেন।'

বিস্তৃত সংঘাত

মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়াও অন্য আরও বেশ কিছু বিষয়ে পেত্রো ও ট্রাম্পের মধ্যে বাদানুবাদ হয়েছে।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের মাত্র কয়েক দিনের মাথায় গত ২৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়নের বিষয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুই নেতার মধ্যে কথার লড়াই হয়।

প্রায়শই যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া ও হাতকড়া পরিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অভিবাসীদের বিতাড়নের কঠোর সমালোচনা করেন পেত্রো। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, 'যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়ার অভিবাসীদের সঙ্গে অপরাধীর মতো আচরণ করতে পারে না।'

পেত্রো সতর্ক করে দেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত অভিবাসীদের নিয়ে আসা উড়োজাহাজ গ্রহণ করবেন না।

জবাবে ট্রাম্প কলম্বিয়ার ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দেন, যা পরে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত পেত্রো পিছু হটতে বাধ্য হন।

তবে দুই নেতা ক্রমাগত বাগযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ, ট্রাম্প পেত্রোর 'টোটাল পিস' পরিকল্পনার কঠোর সমালোচক, যা কলম্বিয়ার অভ্যন্তরীণ সংঘাতে জড়িয়ে থাকা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আলোচনার একটি নীলনকশা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগতভাবে পেত্রোকে শাস্তি দেওয়ার জন্যও পদক্ষেপ নিয়েছেন। সেপ্টেম্বরে পেত্রো নিউইয়র্ক নগরে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে যান। সেখানে তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং ফিলিস্তিনপন্থী সমাবেশে অংশ নেন।

এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রাম্প প্রশাসন পেত্রোর বিরুদ্ধে 'বেপরোয়া ও উস্কানিমূলক কার্যকলাপের' অভিযোগ এনে তাঁর ভিসা বাতিল করে। পরের মাসে তারা কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা তাঁর যেকোনো সম্পদ জব্দ হয়ে যাবে।

অন্যদিকে, কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ক্যারিবীয় সাগর ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে ট্রাম্পের বোমা হামলার অন্যতম কঠোর সমালোচক হয়ে উঠেছেন। ২ সেপ্টেম্বর থেকে ট্রাম্প প্রশাসন ক্যারিবীয় সাগরে কমপক্ষে ২২টি নৌযানে হামলা চালিয়েছে, যাতে প্রায় ৮৭ জন নিহত হয়েছেন।

গত ১৭ অক্টোবর একটি নৌযানে হামলায় কলম্বিয়ার ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ইএলএন), একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সদস্যদের লক্ষ্য করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ১৬ অক্টোবর আরেকটি হামলায় দুজন বেঁচে গিয়েছিলেন, যাঁদের একজন কলম্বিয়ার নাগরিক।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা যুক্তরাষ্ট্রের এসব হামলাকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হিসেবে নিন্দা জানিয়েছেন। পেত্রো এসব হামলাকে 'হত্যা' ও কলম্বিয়ার সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছেন।

এই ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারবার কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, গত ২৩ অক্টোবর তিনি পেত্রোকে একজন 'গুন্ডা' বলে অভিহিত করে বলেন, কলম্বিয়া আর 'খুব বেশি দিন পার পাবে না'।

গত ২ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কলম্বিয়ায় সরাসরি হামলার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। তিনি মন্ত্রিসভাকে বলেন, 'আমি শুনছি কলম্বিয়া দেশটি কোকেন তৈরি করছে। যারা এটি করছে এবং আমাদের দেশে বিক্রি করছে, তাদের ওপর হামলা চালানো হতে পারে।'

তবে পেত্রো তাঁর কাজের বর্ণণা দেন এবং মাদক উৎপাদনকারী স্থাপনা ধ্বংসের জন্য তাঁর সরকারের চালানো অভিযানের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি দাবি করেন, তাঁর দায়িত্বকালে ১৮ হাজার ৪০০টি মাদক পরীক্ষাগার ধ্বংস করা হয়েছে।

ডিসেম্বরে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ট্রাম্পের সামরিক হামলার হুমকির দ্রুত জবাব দেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে পেত্রো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে মনে করিয়ে দেন, তাঁর দেশ 'মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' অপরিহার্য অংশ ছিল।

পেত্রো লেখেন, 'যদি কোনো দেশ মার্কিনদের হাজার হাজার টন কোকেন সেবন বন্ধ করতে সাহায্য করে থাকে, তবে তা হলো কলম্বিয়া।'

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করিয়ে লেখেন, 'মিত্র দেশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তিনি যেন জাগুয়ারকে জাগিয়ে না তোলেন।' তিনি লিখেছেন, 'আমাদের সার্বভৌমত্বে আঘাত করার অর্থ যুদ্ধ ঘোষণা করা। দুই শতাব্দীর কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষতি করবেন না।'

এর বদলে পেত্রো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কোকেন পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরাসরি অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, 'কলম্বিয়ায় আসুন মি. ট্রাম্প। আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যাতে আপনি আমাদের প্রতিদিন ভেঙে ফেলা নয়টি পরীক্ষাগার ধ্বংসের কাজে অংশ নিতে পারেন।'

বিস্তৃত সংঘাত

মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়াও অন্য আরও বেশ কিছু বিষয়ে পেত্রো ও ট্রাম্পের মধ্যে বাদানুবাদ হয়েছে।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের মাত্র কয়েক দিনের মাথায় গত ২৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়নের বিষয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুই নেতার মধ্যে কথার লড়াই হয়।

প্রায়শই যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া ও হাতকড়া পরিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অভিবাসীদের বিতাড়নের কঠোর সমালোচনা করেন পেত্রো। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, 'যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়ার অভিবাসীদের সঙ্গে অপরাধীর মতো আচরণ করতে পারে না।'

পুতিনের সফরশেষে ট্রাম্পের সঙ্গে

৭ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্যের জন্য নিজেদের বাজার খুলে দিতে ভারত অস্বীকৃতি জানায়। তা ছাড়া ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের সময় মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের ভূমিকার কথা স্বীকার করতেও রাজি হয়নি নয়াদিল্লি।

দুই দেশের মধ্যে আলোচনা এখনো চলছে। এর মধ্যে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় জ্বালানি তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রসনেফট এবং আরেক প্রতিষ্ঠান লুকঅয়েলের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর চাপের মুখে ভারতের তেল শোধনাগারগুলো রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমাতে শুরু করেছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ওই নিষেধাজ্ঞা ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে মস্কোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের চাপ বাড়ানোরই একটি কৌশল। চলতি সপ্তাহে দুই দিনের সফরে নয়াদিল্লি গিয়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের উপবাণিজ্য প্রতিনিধি রিক সুইটজার। রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার কারণে ওয়াশিংটন যেসব শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করেছে, সেখান থেকে ছাড় পাওয়ার চেষ্টা করছে ভারত। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর বৈঠকগুলো নিয়ে তাৎক্ষণিক মন্তব্য করেনি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ট্রাম্প প্রশাসনের এক কর্মকর্তা বলেন, বছর শেষ হওয়ার আগেই কোনো বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে কি না, তা নিশ্চিত নয়। মার্কিন বাণিজ্য দপ্তরের সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এবং বর্তমানে কিং অ্যান্ড স্পলডিং নামের আইনি প্রতিষ্ঠানের সদস্য রায়ান মাজেরাস বলেছেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে

গত সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে গিয়েছিলেন। তিনি ভারতকে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং রাশিয়ার জ্বালানি না কেনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র নয়াদিল্লিকে যে চাপ দিচ্ছে, সেটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। রত সরকারের তথ্য বলছে, গত অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্য রপ্তানির পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৯ শতাংশ কমে ৬৩১ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। গত বছর ৬৯১ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। তবে গত সেপ্টেম্বর মাসে ৫৪৭ কোটি ডলারের তুলনায় অক্টোবরে রপ্তানি বেশি ছিল। যুক্তরাষ্ট্র চাইছে ভারত মার্কিন পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক ও শুল্ক-বহির্ভূত বাধাগুলো কমিয়ে আনুক ও সয়াবিনসহ মার্কিন কৃষিপণ্যগুলোর জন্য বাজার খুলে দিক।

১ বছরেরও কম সময়ে ৮৫ হাজারের

৬ পৃষ্ঠার পর

কারণে লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন। ২৯ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত একটি নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে, এই ধরনের 'বহিরাগত শিক্ষার্থীদের' ইহুদি-বিরোধী হিসেবে দেখা হচ্ছে, এবং প্রয়োজন হলে, 'এই বহিরাগতদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য' পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ফিলিস্তিনপন্থী কাজকর্মের জন্য যাদের বহিষ্কারের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল, সেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছেন রঞ্জনি শ্রীনিবাসন এবং রুমেইসা ওজতুর্ক, সেইসাথে মাহমুদ খলিলের মতো শিক্ষার্থীরা, যারা স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা ছিলেন।

সমালোচকরা বলেছেন, নিজের মতামত প্রকাশের জন্য বহিষ্কার করাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংশোধনীর লঙ্ঘন, এবং ফিলিস্তিন-পন্থী সক্রিয়তার জন্য লক্ষ্যবস্তু হওয়া অনেক শিক্ষার্থীই এর বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হয়েছেন।

আগস্ট মাসে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছিল, তারা ৬ হাজার ভিসা বাতিল করেছে, এবং বাতিল হওয়া ভিসাগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ নাকি শিক্ষার্থীদের মার্কিন আইন লঙ্ঘনের কারণে হয়েছে, যার অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণের পরেও অবস্থান, চুরি, আক্রমণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, এবং সন্ত্রাসবাদে সমর্থন।

তবে, কেবল দেশের অভ্যন্তরের বিদেশী নাগরিকরাই লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন না। জুন মাস থেকে, সম্ভাব্য ছাত্র ভিসার আবেদনকারীরা তাদের রাজনৈতিক মতামত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান কঠোরতার সম্মুখীন হচ্ছেন।

মার্কিন সরকার এইচ১-বি ভিসা ধারীদের আরও বেশি করে যাচাই করার, বাইডেন প্রশাসনের অধীনে শরণার্থী হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার পাওয়া ব্যক্তিদের পুনঃসাক্ষাৎকার নেওয়ার, এবং সম্পূর্ণ বা আংশিক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হওয়া দেশগুলোর তালিকা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে।

প্রশাসন এইচ১-বি ভিসার খরচও বাড়িয়েছে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে চাওয়া বিদেশী নাগরিকদের কাছে এটি কম আকর্ষণীয় হয়।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ এবং বর্তমান প্রেসিডেন্সির সময় তাঁর প্রধান এজেন্ডাগুলোর একটি ছিল অভিবাসীদের লক্ষ্য করা। ট্রাম্প তথাকথিত মুসলিম নিষেধাজ্ঞার দ্বিতীয়, আরও পরিমার্জিত সংস্করণ কার্যকর করেছিলেন এবং দেশে শরণার্থীদের প্রবেশাধিকারকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছেন। মার্কিন সীমান্তে প্রবেশকারী মানুষের সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে গেছে এবং দেশের অভ্যন্তরে থাকা 'অবৈধ' অভিবাসীদের বহিষ্কার প্রক্রিয়াকে দ্রুত করার চেষ্টা হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসন আফগান এবং সিরিয়ান নাগরিকদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু করে অস্থায়ী সুরক্ষিত মর্যাদা (টিপিএস) অপসারণের চেষ্টাও করেছে, যা গৃহযুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অস্থায়ীভাবে দেশে থাকার অনুমতিপ্রাপ্ত বিদেশী নাগরিকদের দেওয়া হয়েছিল।

মিডল ইস্ট আই স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু এই প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত কোনো উত্তর পায়নি।

বড় কোম্পানি থেকে 'ভারতীয়

৬ পৃষ্ঠার পর

চান তিনি। এ মন্তব্যে মার্কিন প্রযুক্তি খাতে ভারতীয় পেশাজীবীদের ভূমিকা নিয়ে নতুন আলোচনা তৈরি হয়েছে এবং ভারতীয়দের মধ্যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। মিশেল লিখেছেন, 'আমার জীবনে কখনো কিছু এভাবে চাইনি। বড় বড় করপোরেশনকে ডি-ইন্ডিয়ানাইজ করতে সাহায্য করার জন্য নতুন করপোরেট পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাই আমি।'

কয়েক দিন আগে একটি পডকাস্টে যুক্তরাষ্ট্রে এইচ১বি ভিসা কর্মসূচির আওতায় ভারতীয় পেশাজীবীদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন র□র□্যাসমুসেন রিপোর্টসের প্রধান জরিপকারী মিশেল।

৮ ডিসেম্বর প্রচারিত 'দ্য ওয়্যার রুম' নামে ওই পডকাস্টে স্টিফেন ব্যাননের সঙ্গে আলোচনায় মিশেল এইচ-১বি ভিসা কর্মসূচিতে ভারতীয়দের প্রাধান্য নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি দাবি করেন, অ্যাপলের মতো বড় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একজন সিনিয়র এইচ-১বি ডেভেলপারকে দেশে ফেরানো অর্থনৈতিকভাবে ১০ জন বেআইনি অভিবাসীকে বহিষ্কারের সমান।

মিশেল বলেন, 'অ্যাপলে থাকা প্রতিটি এইচ-১বি সিনিয়র ডেভেলপারকে যদি আমরা ফেরত পাঠাই, সেটি অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্ভবত ১০ জন বেআইনি অভিবাসীকে দেশছাড়া করার সমান হবে। তাই এটা আমরা এখনো কেন করিনি, বুঝতে পারছি না। আর হ্যাঁ, অনেকেই এন্ট্রি লেভেলের, কিন্তু অনেকে বিপুল পরিমাণ অর্থও আয় করছে।'

এসব কারণে ১ কোটি ২০ লাখ মার্কিন প্রযুক্তিকর্মী বেকার হয়ে পড়েছেন বলে দাবি এই মার্কিন জরিপকারীর। তিনি মনে করেন, 'বিদেশি শ্রমশক্তি' সিলিকন ভ্যালিকে 'ইন্ডিফাই' বা 'ভারতীয়করণ' করেছে।

মিশেল আরও বলেন, সিলিকন ভ্যালিতে দেশের সবচেয়ে দামি রিয়েল এস্টেট রয়েছে। আর সেখানে কর্মশক্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই বিদেশে জন্ম নেওয়া। ওয়ালমার্টের ভবনগুলোতে ৮৫ থেকে ৯৫ শতাংশ ছিলেন ভারতীয় নাগরিক। তাঁরা এসব স্বর্ণসুযোগের পথ ধরে এসে চাকরিগুলো দখল করে নিচ্ছেন। মিশেল আরও অভিযোগ করেন, শীর্ষ মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো কম খরচের অভিবাসী শ্রমশক্তির ওপর নির্ভর করছে। তাঁর দাবি, কোম্পানিগুলো সিনিয়র মার্কিন ইঞ্জিনিয়ারদের এড়িয়ে যাচ্ছে, কারণ তাঁদের হাতে রয়েছে 'তৃতীয় বিশ্বের তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের এক অন্তহীন ভান্ডার'। মিশেল আরও বলেন, 'আমার মতো যাদের পরিবার আছে, যাদের কিছুটা বেশি বেতন দিতে হয়, তাদের হয়তো দু-একবার বেতন বেড়েছে। আমার স্বাস্থ্যবিমার খরচও একটু বেশি। আমাদের খুব সহজেই প্রতিস্থাপন করা যায় আর আমাকে দিয়েই আমার বিকল্পজনকে প্রশিক্ষণ করানো যায়।'

মিশেল বলেন, 'একজন এইচ-১বি ডেভেলপার, যিনি ৯০ হাজার ডলার আয় করেন, তাঁকে আনা মানে ঘণ্টায় ৯ ডলার করে আয় করা ১০জন আনডকুমেন্টেড শ্রমিককে আমদানি করার সমান।'

সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, মার্কিন প্রযুক্তি খাতের প্রায় ৬৬ শতাংশ কর্মী বিদেশি। এর মধ্যে ২৩ শতাংশ ভারতীয় এবং ১৮ শতাংশ চীনা। এই প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় মিশেল এ মন্তব্য করেন।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে মিশেলের 'ডি-ইন্ডিয়ানাইজ' মন্তব্য। তিনি 'বর্ণবাদী' মন্তব্য করেছেন বলে অনেকে অভিযোগ তোলেন। এক্সে এক ব্যবহারকারী লেখেন, 'আপনি যদি বলতেন, বড় মার্কিন কোম্পানিগুলোকে "ডি-জিউ" করতে চান, তবে আপনার কোনো ক্যারিয়ারই থাকত না। কিন্তু মার্কিন রক্ষণশীল মহলে একটি "মডেল মাইনরিটি"র বিরুদ্ধে সরাসরি বর্ণবাদী হওয়া যেন স্বাভাবিক।' অন্য একজন লিখেছেন, 'খেয়াল করুন, এই মানুষটি এইচ১বি থেকে সরাসরি "ইন্ডিয়ানস"-এ চলে গেছেন। মানে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়আমেরিকানদেরও তিনি বঞ্চিত করতে চান।'

আরেকজন মন্তব্য করেছেন, 'ভাবুন তো, অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে কেউ এমন কথা বললে কী হতো। তাই হয়তো আপনার চাকরির সুযোগ এত সীমিত।'

CHITTAGONG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION NORTH AMERICA INC
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এ্যাসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
ESTD. 1993 | REG. NO. 488263
নব-নির্বাচিত কার্যকরী কমিটি
২০২৬-২০২৭
সামসুদ্দিন আজাদ
সভাপতি
মোহাম্মদ আবু নোমান সরকার
সাধারন সম্পাদক
সিকান্দার চৌধুরী (টেক্সাস)
সিনিয়র সহ-সভাপতি
সালেহ আহমেদ (নিউজার্সি)
সহ-সভাপতি
মোহাম্মদ আনোয়ারুল করিম
সহ-সভাপতি
সফিকুল আনোয়ার চৌধুরী (ববি)
সহ-সভাপতি
সৈয়দ আসিফ আহমেদ
কোষাধ্যক্ষ
শিবলী ছাদেক
সহ-সাধারন সম্পাদক
সুমিত্রা সেন
সাংগঠনিক সম্পাদক
আবদুল্লাহ আল মাহের
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
সাদিয়া আফরোজ
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
প্রসূন রায়
ক্রীড়া সম্পাদক
কার্যকরী সদস্য
মাহমুদ আহমেদ (নিউ ইয়র্ক)
মোঃ মোশারফ হোসেন (কানাডা)
কাজী সোহরাব (ফ্লোরিডা)
রেজা কামাল (নিউ ইয়র্ক)
বিষ্ণু গোপ (নিউ ইয়র্ক)
দেলোয়ার এম হাসান (নিউ ইয়র্ক)
মোস্তাক হোসাইন (বকুল) (মেইন)
সুদিপ্ত দেব (নিউ ইয়র্ক)
এম রফিকুল ইসলাম (নিউ ইয়র্ক)
চৌধুরী ইরফানুল কবির (ফ্লোরিডা)
হাসান মাহমুদ (নিউ ইয়র্ক)
রুবিনা মাহফুজ (শম্পা) (জর্জিয়া)
জামিলা ইলিয়াস (চট্টলা) (ম্যাসাচুসেটস)
দেলোয়ারা আক্তার (রুমা) (নিউ ইয়র্ক)
অর্জিতা দাস (নিউ ইয়র্ক)
ইলেকশন কমিশন
অধ্যাপক রানা ফেরদৌস চৌধুরী
প্রধান নির্বাচন কমিশনার, ৯১৭-৩৩০-০৩৭৪
অধ্যাপক নোয়াব মিয়া
নির্বাচন কমিশনার, ৬৪৬-৬৪২-৭৭৯৫
মোঃ মনজুর হাসান (নসু)
নির্বাচন কমিশনার, ৯১৭-২৫১-৮৭২১

বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ঋণের ফাঁদে পড়েছে বললেন

১০ পৃষ্ঠার পর

আমদানি স্থবিরতা, ব্যাংকিং খাতে অস্থিরতা এবং কর ব্যবস্থায় ছিদ্র (লিক) থাকার কারণে রাজস্ব আদায় কমছে” এসব দুর্বলতা সরকারের অপরিহার্য কার্যক্রম পরিচালনায় ঋণের ওপর নির্ভরতা বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পরিস্থিতি উন্নয়নে এনবিআরের চলমান কিছু উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন সংস্থার চেয়ারম্যান। এর মধ্যে রয়েছে”যেসব খাতে রাজস্ব ক্ষতি বেশি সেখানে কঠোর তদারকি, কর ব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশন, স্বয়ংক্রিয় অডিট ও রিফান্ড প্রক্রিয়া এবং অতিরিক্ত নগদ লেনদেন নিরুৎসাহিত করার পদক্ষেপ।

ঋণের চাপ অর্থনীতিকে সংকুচিত করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন,“সত্য অস্বীকার করে আমরা এগোতে পারব না। এখন আমাদের একমাত্র উপায় হলো অভ্যন্তরীণ রাজস্ব জোরদার করা, অসঙ্গগতি দূর করা এবং কর ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা” অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ঋণফাঁদ এড়াতে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে জরুরি ভিত্তিতে রাজস্ব আহরণ বাড়াতে হবে, সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে এবং দীর্ঘদিনের কাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হবে। তিনি সতর্ক করে বলেন, মূলত রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ক্রমাগত কম থাকার কারণে দেশ ধীরে ধীরে “বিপজ্জনক ও বাধ্যতামূলক ঋণ নির্ভরতার” দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান জানান, কর-জিডিপি অনুপাত গত বছর ৮ শতাংশের মতো থাকলেও এ বছর তা কমে ৭ দশমিক ৭ শতাংশে নেমেছে। অথচ ২০১৫ সালেও এটি ছিল ১০ দশমিক ৯ শতাংশ। তিনি প্রশ্ন রাখেন,“২০১৫ সালে যদি এটি ১০ দশমিক ৯ শতাংশ হতে পারে, তবে ১০ বছর পর কি আমরা আরও উচ্চাভিলাষী হতে পারতাম না” তিনি বলেন, ডিজিটালাইজেশন ও প্রযুক্তিভিত্তিক সংস্কারের মাধ্যমে অনেক ফাঁকফোকর বন্ধ করা সম্ভব। তবে আয় ও ব্যয়ের তথ্যের মধ্যে আরও শক্তিশালী সমন্বয় থাকা জরুরি। দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে বাংলাদেশ বড় ধরনের ঋণ পরিশোধের বোঝায় পড়তে পারে বলে সতর্ক করেন এই অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন,“আমরা হয়তো ঋণের ফাঁদে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, যা দেশের জন্য শুভ হবে না। ইতোমধ্যেই রাজস্ব বাজেটে বেতন ও পেনশনের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয়ের খাত কৃষি বা শিক্ষা থেকে সরে গিয়ে এখন ঋণের সুদ পরিশোধে পরিণত হয়েছে” সরকারি চাকরিজীবীদের পেশা গোপন করে পাসপোর্ট নেয়া ঠেকাতে ই-পাসপোর্টের সঙ্গে আইবাস যুক্ত করবে সরকার

বাংলাদেশের মোট সম্পদের ২৪ শতাংশই শীর্ষ ১

১০ পৃষ্ঠার পর

জনসংখ্যার শীর্ষ ১০ শতাংশ ধনীর হাতে রয়েছে দেশের মোট সম্পদের প্রায় ৫৮ শতাংশ। এর বিপরীতে, জনসংখ্যার নিচের ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে জাতীয় সম্পদের মাত্র ৪.৭ শতাংশ। আয়ের ব্যবধানও উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে রয়ে গেছে। শীর্ষ ১০ শতাংশ আয়ের মানুষ মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ৪১ শতাংশ উপার্জন করে, যেখানে নিচের ৫০ শতাংশের আয় মাত্র ১৯ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে জনসংখ্যার ওপরের ও নিচের অর্ধেকের মধ্যে আয়ের ব্যবধান সামান্য কমে ২২ থেকে ২১-এ নেমেছে। অর্থাৎ বৈষম্যের সামগ্রিক সূচকগুলো তেমন বদলায়নি। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক বৈষম্যের বিচারে বাংলাদেশকে মাঝারি সারিতে রাখা হয়েছে। তবে দীর্ঘস্থায়ী কাঠামোগত সমস্যাগুলো সমতা অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিবেদনে একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের অত্যন্ত নিম্ন হারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা মাত্র ২২.৩ শতাংশ। এটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দীর্ঘস্থায়ী লিঙ্গ বৈষম্যেরই প্রতিফলন।

ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি রিপোর্ট ২০২৬-এ জোর দিয়ে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ধরনটি অনেকটা অপরিবর্তনশীল। বাংলাদেশের অর্থনীতির ৩৬.৯ শতাংশ সম্পদ রয়েছে মধ্যম আয়ের ৪০ শতাংশ মানুষের হাতে, আর শীর্ষ ১০ শতাংশের হাতে রয়েছে ৫৮.৪ শতাংশ সম্পদ। প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশে শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর মাথাপিছু গড় সম্পদের পরিমাণ ৭ লাখ ২৩ হাজার ২৩৮ ইউরো। প্রতি ইউরোর বিনিময় হার ১৪২ টাকা ধরলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১০ কোটি ২৬ লাখ টাকা।

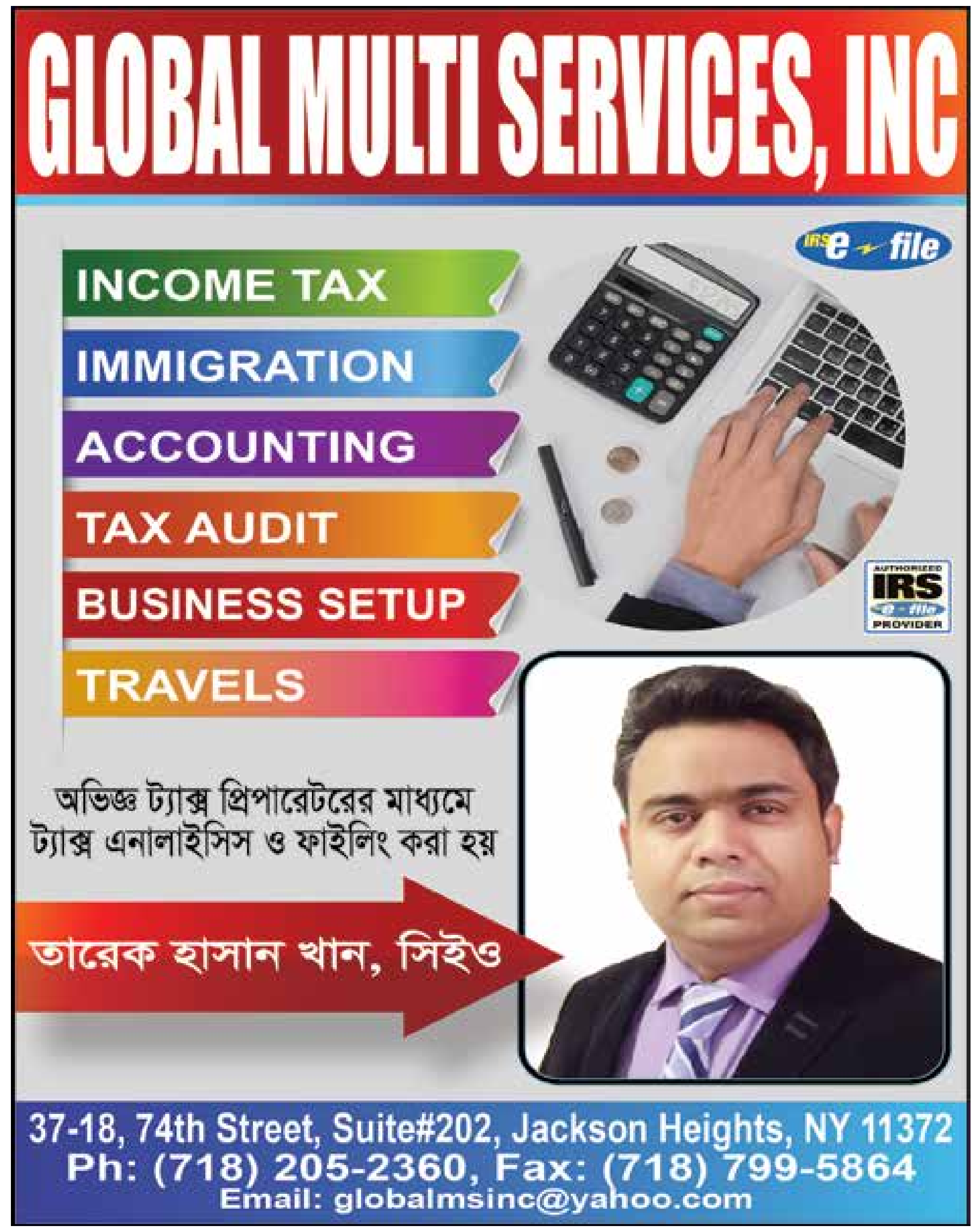

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

ইরাক যুদ্ধের বিতর্কিত ভূমিকা,

১২ পৃষ্ঠার পর

ইরাক আগ্রাসনে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন দিয়ে ব্রিটেনকে এই যুদ্ধে জড়ান টনি ব্লেয়ার। এ সিদ্ধান্তের কারণে তার প্রতি আরব নেতাদের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষোভের বিষয়টি আবারও সামনে এসেছে।

প্রভাবশালী ব্রিটিশ দৈনিক ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসুএর এক প্রতিবেদনে আলোচনায় জড়িত সূত্রদের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, ব্লেয়ারকে নীরবে শীর্ষ দায়িত্বের ভূমিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যদিও তাকে সাইডলাইনে কোনো ভূমিকায় রাখা হতে পারে।

ট্রাম্পের ঘোষিত সম্ভাব্য "বোর্ড অব পিস"-এ এখন পর্যন্ত ব্লেয়ারই ছিলেন একমাত্র প্রকাশ্যে আলোচিত প্রার্থী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট গত অক্টোবরে বলেছিলেন, তিনি ব্লেয়ারকে পছন্দ করেন, তবে শান্তি প্রক্রিয়ায় যুক্ত অন্যান্য দেশগুলোর তার প্রতি সমর্থন মিলবে কি না—সেটি যাচাই করা জরুরি।

তিনি বলেন, "টনিকে আমি সব সময়ই পছন্দ করি, কিন্তু তিনি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কি না—সেটা জানতে হবে। আমি নিশ্চিত হতে চাই যে টনি সবার কাছেই জনপ্রিয় হবেন, কারণ আমি সত্যিই জানি না।"

কূটনৈতিক এক সূত্র ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস জানান, ব্লেয়ারের "অন্য কোনো ধরনের ভূমিকা" থাকতে পারে—কিন্তু তা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হবে না এবং শান্তি বোর্ডেও নয়।

ওই কর্মকর্তা আরও বলেছেন, "আমেরিকানরা তাকে পছন্দ করে, ইসরায়েলিরাও পছন্দ করে, কিন্তু এ অঞ্চলের আরব ও মুসলিম নেতাদের মধ্যে আপত্তি রয়েছে।"

সুস্পষ্টভাবে কোন কোন আরব নেতা ব্লেয়ারের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন—তা জানা যায়নি। তবে চলতি বছরেই মিসরে ব্লেয়ারের সম্ভাব্য সফর নিয়ে দেশটিতে তীব্র জনরোষ ও রাজনৈতিক বিরোধিতা দেখা গিয়েছিল—সেখানে গাজার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তার কেন্দ্রীয় ভূমিকা তো দূরের কথা।

মিসরের সাবেক মন্ত্রী কামাল আবু আইতা দ্য নিউ আরবকে বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে ব্লেয়ারকে আমরা বিশ্বাস করি না—তিনি উপনিবেশিক উত্তরাধিকারসংশ্লিষ্ট একজন ব্যক্তি। মিসরীয়রা গাজার যেকোনো ধরনের দখলের বিরোধী। গাজা কেবল তার অধিবাসীরাই শাসন করবে।"

ব্লেয়ারের সম্ভাব্য আঞ্চলিক সহযোগীদের অবস্থানও এখন অনেকটাই ম্রিয়মাণ। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সংযুক্ত আরব আমিরাত—অতীতে ব্লেয়ারকে অর্থের বিনিময়ে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি সেই আমিরাতই গাজায় স্থিতিশীলতা আনতে যে আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে—তাতে যোগ না দেওয়ার কথা বলেছে।

টনি ব্লেয়ার এখনো যুক্তরাজ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক বিতর্কিত এক রাজনীতিবিদ—ইরাক যুদ্ধে ব্রিটেনকে সম্পৃক্ত করার তার সিদ্ধান্তের কারণে। ২০০৩ সালে লন্ডন, আম্মান, বৈরুত ও কায়রোসহ বিভিন্ন শহরে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছিল এই যুদ্ধে যুক্তরাজ্যের যোগদানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। তখন প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থাতেই দেশটিতে তার জনপ্রিয়তা নেমে গিয়েছিল মাইনাস ২০ পয়েন্টে।

পরবর্তীতে ইরাক যুদ্ধ নিয়ে স্যার জন চিলকটের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়—সাদ্দাম হোসেনের শাসন থেকে আসা হুমকি ব্লেয়ার অতিরঞ্জিতভাবে তুলে ধরেছিলেন। টনি ব্লেয়ার ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও জনগণকে বলেছিলেন, সাদ্দামের গণবিধ্বংসী অস্ত্রের হুমকি ঠেকাতে এটাই নাকি তার হাতে 'শেষ বিকল্প'; কিন্তু সেটি যে মোটেও সত্য নয়—চিলকট কমিশনের প্রতিবেদন তা-ও স্পষ্ট করেছে। এ প্রতিবেদনের পর তার জনপ্রিয়তা আরও কমে যায়।

ইরাকের প্রতিবেশী দেশগুলোও সাদ্দাম হোসেনের শাসকগোষ্ঠী পতনের পর এক দীর্ঘ নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। পুরো অঞ্চলজুড়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে জিহাদি গোষ্ঠীগুলো। যেখান থেকে পরবর্তীতে আইসিসসহ অনেক সন্ত্রাসবাদী শক্তির উত্থান ঘটে এবং এদের ব্যবহার করে আঞ্চলিক শক্তিগুলো প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় নামে।

ব্লেয়ার ২০০৭ সালে ব্রিটিশ রাজনীতি ছাড়েন, জনপ্রিয়তা তলানিতে পৌঁছে যাওয়ার পর। এরপর তিনি কোয়ার্টেট (ফিলিস্তিনের শান্তি প্রক্রিয়া তদারককারী যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া ও জাতিসংঘের সমন্বিত সংস্থার) প্রতিনিধি হিসেবে ইসরায়েলুফিলিস্তিন শান্তি প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। ২০১৫ সাল পর্যন্ত ওই দায়িত্বে ছিলেন তিনি—যদিও ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা তাকে ইসরায়েলপন্থী বলে বারবার অভিযোগ করেছে।

পরবর্তীতে তার প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল চেঞ্জকেও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়—কারণ ২০১৮ সালে সাংবাদিক জামাল খাশোগির হত্যাকাণ্ডের পরও তারা সৌদি সরকারের পরামর্শক হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিরাপত্তা কৌশল

১২ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে, সংঘাত নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় ইইউ বাধা দিচ্ছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে, ইউরোপীয় অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত স্থিতিশীলতা—অর্থাৎ সুসম্পর্ক—পুনর্গঠন করা প্রয়োজন।

মার্কিন প্রতিবেদনে "পশ্চিমা পরিচয়" পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, আগামী ২০ বছর বা তারও কম সময়ে ইউরোপকে আগের মতো চিনতে না-ও পারা যেতে পারে। "সভ্যতা মুছে যাওয়ার" আশঙ্কাকে অর্থনৈতিক সংকটের চেয়েও বড় হুমকি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়েছে, ইউরোপের বর্তমান রাজনৈতিক গতিপথের বিরোধিতা করা উচিত যুক্তরাষ্ট্রের। পাশাপাশি প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ইউরোপীয় দেশগুলোর অর্থনীতি ও সামরিক সক্ষমতা আদৌ কি নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসেবে টিকে থাকার মতো শক্তিশালী?

ইইউর বর্তমান নীতির সমালোচনা করা হলেও, "দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর" প্রশংসা করা হয়েছে নথিতে। এতে বলা হয়েছে, আমেরিকা চায় তাদের মিত্ররা ইউরোপে এই "চেতনা" ফিরিয়ে আনুক।

ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই এ নথি প্রকাশ করা হয়েছে। ইউরোপীয় কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘদিনের জোটকে গুরুত্ব দিলেও, নথির ভাষা ও লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোহান ওয়াডেফুল শুক্রবার বলেন, "ন্যাটোর অধীনে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র থাকবে। তবে বাকস্বাধীনতা বা আমাদের মুক্ত সমাজ কীভাবে চলবে, তা এই নিরাপত্তা কৌশলের আলোচ্য হতে পারে না—অন্তত জার্মানির ক্ষেত্রে তো নয়ই।"

পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার "আমেরিকান বন্ধুদের" উদ্দেশ্যে লিখেছেন, "ইউরোপ আপনাদের কোনো সমস্যা নয়, বরং সবচেয়ে কাছের মিত্র।" তিনি দুই পক্ষের "সাধারণ শত্রুর" কথা মনে করিয়ে দিয়ে আরও বলেন, "যৌথ নিরাপত্তার জন্য এটাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত কৌশল, যদি না পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে।"

সুইডেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী কার্ল বিল্ডট মন্তব্য করেছেন, নথিটি "চরম ডানপন্থার চেয়েও বেশি কট্টর"। উল্লেখ্য, ট্রাম্প প্রশাসন জার্মানির "এএফডি" দলের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করেছে, যে দলকে জার্মান গোয়েন্দারা চরম ডানপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশলে "আমেরিকা ফার্স্ট" বা "সবার আগে আমেরিকা" নীতিকে জোর দেওয়া হয়েছে। এতে ক্যারিবীয় সাগর ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে মাদকবাহী নৌযানের ওপর কঠোর নজরদারির কথা বলা হয়েছে এবং ভেনিজুয়েলায় সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও তাইওয়ানকে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা সতর্ক করে বলেছেন, এই নথির ফলে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভেঙে পড়তে পারে। প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য জেসন ক্রো একে "বিশ্বে আমেরিকার অবস্থানের জন্য বিপর্যয়কর" হিসেবে অভিহিত করেছেন। নিউইয়র্কের প্রতিনিধি গ্রেগরি মিক্স বলেন, "এর মাধ্যমে দশকের পর দশক ধরে গড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যবোধভিত্তিক নেতৃত্বকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে।"

জাপানে শ্রমবাজারের দুয়ার খুলছে,

১০ পৃষ্ঠার পর

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এদিকে, জাপানি ভাষা দক্ষতা পরীক্ষায় অংশ নিতে চলতি ডিসেম্বরে ১৩ হাজারের বেশি বাংলাদেশি নিবন্ধন করেছেন। মন্ত্রণালয় ২০২৬ সালের মাঝামাঝি নাগাদ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করেছে।

মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে বলা হয়েছে, ভাষা শিক্ষা কোর্সে ভর্তির হার দ্রুত বেড়েছে, যা সম্ভাব্য অভিবাসীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং প্রস্তুতির মান বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরে। জাপান বাংলাদেশের এই প্রস্তুতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। প্রস্তুতির বিষয়টি সন্তোষজনক হলে বা সক্ষমতা প্রমাণ করতে পারলে আগামী বছর থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কর্মী নিয়োগ দ্রুত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাপান সেলের প্রধান মো. শহিদুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, "সমঝোতা স্মারকগুলোতে (এমওইউ) নির্দিষ্ট কর্মী সংখ্যার উল্লেখ না থাকলেও এটি কর্মী নিয়োগের পথ প্রশস্ত করেছে।"

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে তিনি জানান, শিক্ষার্থী হিসেবে যারা যাচ্ছেন, তাদের অনেকেই মূলত চাকরিপ্রত্যাশী। তারা এক বছরের ভাষা কোর্স শেষ করে কাজে যোগ দেন; যে কারণে তাদেরও কর্মসংস্থানের হিসাবের মধ্যে ধরা হচ্ছে।

জাইকার সহায়তা চাইছে বিএমইটি

জাপানের জন্য বিশেষভাবে দক্ষ কর্মী তৈরি করতে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তাব জাইকার সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য জমা দিয়েছে ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং (বিএমইটি)।

বিএমইটির এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-কে জানান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ইতোমধ্যে জাইকার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে এবং প্রস্তাবটি পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ে জাপান সেল, মিশনে জনবল বৃদ্ধি

বিস্তৃত শ্রমবাজারের চাহিদা সামাল দিতে মন্ত্রণালয়ে একটি আলাদা জাপান সেল গঠন করেছে সরকার। পাশাপাশি টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইংয়েও জনবল শক্তিশালী করা হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকীর মাধ্যমে এই উদ্যোগটি তদারক করা হচ্ছে—জাপানের শ্রমবাজার সম্প্রসারণের এ বিশেষ দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি।

তবে সাম্প্রতিক অগ্রগতির পরও জাপানের শ্রমবাজারে প্রবেশে সবচেয়ে বড় বাধা রয়ে গেছে দক্ষ কর্মীর ঘাটতি। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, দক্ষ জনশক্তির পরিধি বাড়াতে তারা কাজ করছেন, কিন্তু অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে—এ ক্ষেত্রে আরও দ্রুত ও কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।

ভাষার দুর্বলতা পিছিয়ে দিচ্ছে

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দক্ষ কর্মীর ঘাটতাই মূল কারণ, যার কারণে বাংলাদেশ এখনও প্রতিযোগীদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। গত বছর জাপানে কর্মী পাঠিয়েছে নেপাল ৫৬,৭০৭ জন, যেখানে বাংলাদেশ পাঠিয়েছে মাত্র ৩,৫৭৪—প্রায় ১৬ গুণ কম। এই ব্যবধান আগের দুই বছরেও ছিল একই রকম; ২০২২ ও ২০২৩ সালে নেপাল পাঠায় যথাক্রমে ৪২ হাজারের বেশি ও ৩৬ হাজারের বেশি কর্মী, আর বাংলাদেশ পাঠায় বছরে মাত্র ৫ হাজারের কিছু বেশি।

বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী, ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত জাপানে যেতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য ১,৪০৬টি ক্লিয়ারেন্স কার্ড দেওয়া হয়েছে। এগুলো মূলত কৃষি (৯৭), ইঞ্জিনিয়ারিং (৮৬), স্ক্যাফোল্ডিং (৫৪), কেয়ারগিভিং (৫২), মেটাল পেইন্টিং (৪১), স্কিল্ড ওয়ার্ক (৪০), সেলাই (৩৭) ও সাধারণ শ্রমিক (৩৪) খাতে। বিএমইটির সাবেক প্রশিক্ষণ পরিচালক ও বর্তমানে আইএলও পরামর্শক নূরুল ইসলাম বলেন, "স্পেসিফায়েড স্কিল্ড ওয়ার্কার্স (এসএসডব্লিউ) কর্মসূচির আওতায় কেয়ারগিভার ও নির্মাণশ্রমিকের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। উভয় ক্ষেত্রেই এন৪-লেভেলের জাপানি ভাষা সার্টিফিকেট প্রয়োজন।" তিনি বলেন, নেপাল ভাষা প্রশিক্ষণে এগিয়ে কারণ এন৪ প্রস্তুতির জন্য নেটিভ [স্থানীয়] প্রশিক্ষক লাগে, যা বাংলাদেশে পর্যাপ্ত নেই। "ভাষাজ্ঞানের দুর্বলতার কারণে কেয়ারগিভার চাকরিতে যাওয়া অনেক বাংলাদেশি সমস্যায় পড়েছিলেন, পরে চাকরি বদলাতেও বাধ্য হন," বলেন তিনি। জাপানি ভাষাজ্ঞানের পাঁচটি স্তর আছে—এন৫ সবচেয়ে সহজ, এন১ সবচেয়ে উচ্চতর। জাপানের দক্ষ কর্মী নিয়োগে সাধারণত এন৪ কিংবা তার ওপরে দক্ষতা প্রয়োজন হয়, জানায় জাপানিজ-ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট (জেএলপিটি) কর্তৃপক্ষ।

এদিকে, জুন মাসের এক সেমিনারে প্রবাসী উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, জাপানি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) পরিচালনা উৎসাহিত করছে সরকার। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, মনোহরদী টিটিসি জাপানি অংশীদারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, যাতে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উন্নয়ন করা যায়।

তিনি আরও বলেন, জাপান এবং সৌদি আরবের অভিবাসন ব্যয় প্রায় সমান—প্রায় ৬ থেকে ৭ লাখ টাকা। জাপানে উচ্চ বেতন থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কোনো দক্ষতার প্রয়োজন না হওয়ায় অনেক বাংলাদেশি কর্মী মধ্যপ্রাচ্যকেই বেছে নেন। তবে, সরকারিভাবে জাপানগামী কর্মীদের জন্য মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় ১ লাখ ৪৮ হাজার টাকা। মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, "এই হার সংশোধন করা প্রয়োজন। কারণ এটি বর্তমান ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং এটি বাড়িয়ে ৩ লাখ টাকা করা উচিত।"

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে চলতি

১০ পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে ডলার কেনা শুরু করে। বাজারে যোগান বেশি ও চাহিদা কম হলে ডলারের দাম কমে, আর চাহিদা বাড়লে দাম বাড়েড়এই ভারসাম্য বজায় রেখেই বাজারে(০৯ হস্তক্ষেপ করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ব্যাংকাররা বলছেন, ডলারের দর কমার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। সরকারি বড় পেমেন্টের চাপ সাম্প্রতিক সময়ে কমেছে, ফলে চাহিদাও কিছুটা নেমে এসেছে। একই সঙ্গে নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের গতি শ্লথ হওয়ায় মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে। সেপ্টেম্বর শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ৬ দশমিক ২৯ শতাংশে, যা ইতিহাসের সর্বনিম্ন। অর্থাৎ পর্যাপ্ত ডলার থাকা সত্ত্বেও আমদানির তেমন অগ্রগতি নেই। এছাড়া রেমিট্যান্স প্রবাহও বেড়েছে। নভেম্বর শেষে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২ দশমিক ৮৯ বিলিয়ন ডলার, যা ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের সরবরাহ বাড়িয়েছে।

মহাকাশে উৎক্ষেপণের ছয় বছর পর প্রথম লাভের মুখ

১০ পৃষ্ঠার পর

৩৮.৩৫ কোটি টাকা নিট মুনাফা করেছে। এর মাধ্যমে বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিক লোকসান কাটিয়ে উঠেছে কোম্পানিটি। গত ১ ডিসেম্বর কোম্পানির পর্ষদ সভায় নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করা হয়।

এই তথ্য বলছে, প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে নিজেদের বাজার খুঁজে পাচ্ছে। গত বছরের তুলনায় আয় ৯.২৪ শতাংশ বেড়ে ১৮৭.০৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এই আয়ের মূল উৎস হলো টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও স্টেশন, ডিটিএইচ অপারেটর, সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কাছে ব্যান্ডউইথ বিক্রি। স্যাটেলাইটের মোট ৪০টি ট্রান্সপন্ডারের মধ্যে ২৬টি এখন বাণিজ্যিকভাবে সক্রিয় রয়েছে।

বিএসসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইমাদুর রহমান টিবিএস-কে বলেনওদেশে-বিদেশে অব্যবহৃত ক্যাপাসিটি বিক্রি করার জন্য আমরা বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছিৱ

তিনি জানান, এজন্য আলাদা বাণিজ্যিক দল গঠন করা হয়েছে এবং সেবার মান বাড়াতে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

পাশাপাশি ব্যয় ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্যবস্থায় কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলায় প্রতিষ্ঠানটি স্থিতিশীল হতে পেরেছে। তারপরও বিএসসিএল বর্তমানে তাদের স্যাটেলাইটের সক্ষমতার মাত্র ৫০ শতাংশ ব্যবহার করছে। ইমাদুর রহমান বলেনওবিশ্বব্যাপী কোনো স্যাটেলাইটের ৮০ শতাংশ সক্ষমতা ব্যবহৃত হলে সেটিকে সফল হিসেবে গণ্য করা হয়। আমাদের লক্ষ্য হলো ব্যবহারের হার সেই পর্যায়ে উন্নীত করাৱ

স্টারলিংকের অনুমোদিত রিসেলার হিসেবে কাজ করার সুযোগ কোম্পানিটির জন্য বড় সম্ভাবনা হতে পারে। ইমাদুর রহমান মনে করেন, সঠিকভাবে পরিচালনা করা গেলে এই অংশীদারিত্ব বিএসসিএলের সামগ্রিক ব্যবসায়িক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।

চলতি বছরে এই ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। বিএসসিএল প্রথমবারের মতো ২.৬১ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা করেছে। অন্যদিকে, এফডিআর ও ব্যাংক আমানত থেকে আসা আয়ের ফলে অপরিচালন মুনাফা ৫৮ শতাংশ বেড়ে ৫৮.০৬ কোটি টাকায় পৌঁছেছেড়যা মূলত নিট মুনাফায় বড় ভূমিকা রেখেছে। কোম্পানিটি ট্রান্সপন্ডার ও ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের জন্য মাসিক ফি নিয়ে থাকে, যা ব্যান্ড ও সেবার ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হয়।

সম্প্রচার সেবার বাইরেও বিএসসিএল এখন স্যাটেলাইটভিত্তিক ডেটা সংযোগ, নৌ ও বিমান চলাচল সেবা, জরুরি যোগাযোগ এবং সরকারি-বেসরকারি গ্রাহকদের জন্য কাস্টমাইজড সমাধানে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে। কর্মকর্তারা বলছেন, আয়ের টেকসই ভিত্তি তৈরির জন্য সেবার এই বহুমুখীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘমেয়াদে সক্ষমতা বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক জোরদার করেছে বিএসসিএল। এর উদ্দেশ্য দক্ষ স্যাটেলাইট প্রকৌশলী ও মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ তৈরি করা। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১৭ সালে বিএসসিএল গঠিত হয়। ২০১৮ সালে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পর এটি পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে।

তাদের পরবর্তী লক্ষ্য এখনই দৃশ্যমান। সরকার বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-২-এর সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। দ্বিতীয় স্যাটেলাইটটি আবহাওয়ার পূর্বাভাস, কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, রিমোট সেন্সিং ও জাতীয় নিরাপত্তার মতো ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে সহায়তা করতে পারে।

বাংলাদেশের সরকারি চাকরিজীবীদের পেশাগত তথ্য

৮ পৃষ্ঠার পর

পুলিশ ভেরিফিকেশন ছাড়া পাসপোর্ট প্রদানের নিয়ম কার্যকর হওয়ার পর দেখা গেছেড়কিছু সরকারি চাকরিজীবী আবেদনপত্রে পেশা গোপন করেছেন। ই-পাসপোর্ট সিস্টেমেও তথ্য যাচাই সম্ভব হয়নি, কারণ আবেদনকারীর এনআইডিতে তাদের হালনাগাদ পেশাগত তথ্য নেই।

তিনি বলেন, “দেশে ১৬ বছর বয়সে এনআইডির জন্য আবেদন করা যায়, যদিও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি হয় ১৮ বছর বয়সে। ওই বয়সে যেই পেশা উল্লেখ করা হয়, পরে চাকরিতে যোগ দিলেও, নতুন তথ্য উল্লেখ করা হয় না, আগেরটাই থেকে যায়। ফলে এনআইডির তথ্য দেখে বোঝা যায় না কে সরকারি চাকরিজীবী, আর কে নন।চ

এই প্রেক্ষাপটে ডিআইপি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. নূরুল আনোয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে জানানড়পুলিশ ভেরিফিকেশন ছাড়া পাসপোর্ট দিলে কিছু ঝুঁকি থাকে, বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চাইলে পেশা লুকিয়ে সাধারণ পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারেন। এনআইডিতে তথ্য হালনাগাদ না থাকায় পেশা শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। সরকারি কর্মচারীদের হালনাগাদ তথ্য আইবাসে সংরক্ষিত আছে উল্লেখ করে তিনি আইবাস ও ই-পাসপোর্ট সিস্টেম সংযুক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারি চাকরিজীবীর পেশা যাচাইয়ের প্রস্তাব দেন। পাশাপাশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মী চাকরিতে যোগদানের তিন মাসের মধ্যে এনআইডিতে পেশা হালনাগাদ বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রাথমিকভাবে ই-পাসপোর্ট ও আইবাস সিস্টেমের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হবে। এনআইডিতে সরকারি কর্মচারীদের পেশা হালনাগাদও বাধ্যতামূলক করা হবে, তবে তা এখনই নয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষে নির্দিষ্ট সময় দিয়ে সুবিধাজনক প্রক্রিয়ায় হালনাগাদ কার্যক্রম চালু করা হবে।

বাংলাদেশে চর্মরোগ বাড়ছে, কাজ

৮ পৃষ্ঠার পর

কারণে দেশে চর্মরোগের এই ব্যাপক বিস্তার দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য ও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শহিদুল্লাহ শিকদার টিবিএসকে বলেন, চর্মরোগ অনেক বাড়ছে। বিশেষ করে দুটি সংক্রামক রোগড়খোসপাঁচড়া ও ছত্রাকজনিত সংক্রমণে চর্মরোগের মোট সংখ্যা বাড়ছে।

তিনি আরও বলেন, এ দুটি রোগের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম সম্ভাব্য কারণ হলো, সচরাচর ব্যবহৃত ওষুধের কার্যকারিতা কমে যাওয়া বা রেজিস্ট্যান্স তৈরি হওয়া। সামগ্রিকভাবে দেশের স্বাস্থ্যবিধির পরিস্থিতি খুব একটা ভালো না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবের কারণে সোরিয়াসিস ও একজিমার মতো নানা সংক্রামক রোগ বাড়ছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডার্মাটোলজি বিভাগের আউটডোরে প্রতিদিন ১ হাজার ৫০০-র বেশি রোগী চিকিৎসা নেন।

ঢাকা মেডিকেলের ডার্মাটোলজি বিভাগের জুনিয়র কনসালট্যান্ট ডা. শারমিন জোয়ার্দার টিবিএসকে বলেন, হাসপাতালে আসা বেশিরভাগ রোগীই খোসপাঁচড়া ও ফাঙ্গাসে আক্রান্ত। এর বাইরে চুল পড়া, মেছতা, শ্বেতীসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রোগীরা আসেন। ২০২৪ সালের আগে দিনে ১ হাজারের কম রোগী আসত।

বাংলাদেশে অ্যান্টিফাঙ্গাল রেজিস্ট্যান্সের উচ্চ হার

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডার্মাটোলজি অ্যান্ড ভেনেরিওলজির সহযোগী অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ একাডেমি অভ ডার্মাটোলজির সাধারণ সম্পাদক ডা. সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া টিবিএসকে বলেন, ফাঙ্গাল সংক্রমণ উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে, কারণ জীবাণুর ধরন পাল্টে গেছে।

নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অ্যান্টিফাঙ্গাল ও স্টেরয়েড ওষুধ কেনা ও ব্যবহার, ভুল ডোজ ও অসম্পূর্ণ চিকিৎসার কারণে ফাঙ্গাসটি রেজিসস্ট্যান্ট বা প্রতিরোধক্ষম হয়ে উঠছে এবং নতুন স্ট্রেইন তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ, ভারত ও জার্মানির একট যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, নতুন ধরন ট্রাইকোফাইটন ইন্দোতিনি সাধারণ অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধের ডোজে ভালো হয় না। স্টেরয়েডযুক্ত ক্রিম, স্টেরয়ে-অ্যান্টিফাঙ্গাল মিশ্রিত ওষুধের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের ফলে ফাঙ্গাস আরও রেজিসস্ট্যান্ট হয়ে পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে।

সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, তাদের যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে প্রায় ৯০ শতাংশ ফাঙ্গাল সংক্রমণই এই নতুন স্ট্রেন দ্বারা হচ্ছে। ফলে প্রচলিত ডোজে বেশিরভাগ অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধ কাজ করছে না।

ওআ নিউ কোলাবোরেটিভ ট্রাইকোফাইটন মেন্টাগ্রোফাইটস আইটিএস জেনোটাইপ ৮/ট্রাইকোফাইটন ইন্দোতিনি ইনফেকশন অ্যান্ড অ্যান্টিফাঙ্গাল রেজিস্ট্যান্স ইন বাংলাদেশ্ব শীর্ষক এ গবেষণায় নিশ্চিত করা হয়েছে, টি. মেন্টাগ্রোফাইটস আইটিএস জেনোটাইপ ৮ড়্যা টি. ইন্দোতিনি পরিচিতড় সংক্রমণটি বর্তমানে একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশে সংগৃহীত নমুনাগুলোর ৬২ শতাংশেই টারবিনাফাইন ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখা গেছে। ফলে বর্তমানে একমাত্র নির্ভরযোগ্য কার্যকর ওষুধ হিসেবে টিকে আছে মুখে খাওয়ার ইট্রাকোনাজল। তবে ইট্রাকোনাজলের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ছে: ২১ শতাংশ ক্ষেত্রে ইট্রাকোনাজল এবং ১১ শতাংশ ক্ষেত্রে উভয় ওষুধই অকার্যকর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

গবেষকরা বলছেন, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম শনাক্ত হওয়া এই টি. ইন্দোতিনি এখন ৩০টিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আর বাংলাদেশ এর একটি ভৌগোলিক হটস্পট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ওষুধের প্রতি এই উচ্চ মাত্রার রেজিস্ট্যান্স বা প্রতিরোধ ক্ষমতা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ময়মনসিংহ বিভাগে প্রকোপ বেশি

গত বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ৪৭ হাজার ৪০টি পরিবারের ১ লাখ ৮৯ হাজার ৯৮৬ জন ব্যক্তির ওপর পরিচালিত এইচএমএসএস ২০২৫ জরিপে রোগীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের চিত্র উঠে এসেছে। একইসঙ্গে এতে স্বাস্থ্যখাতের কাঠামোগত দুর্বলতার বিষয়গুলোও চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সার্বিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রভাবিত করছে।

বিবিএসের রেকর্ড করা শীর্ষ দশ রোগের মধ্যে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে চর্মরোগ। বিভাগওয়ারি হিসাবে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি ময়মনসিংহে। বিভাগটিতে প্রতি ১ হাজার জনে ৪৩.১ থেকে ৫৮ জন মানুষ চর্মরোগে আক্রান্ত। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ঢাকায়ও আক্রান্তের হার তুলনামূলক বেশি। আর সর্বনিম্ন হার রংপুরেড়ক হাজারে ২১ জন।

জরিপে চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রেও উদ্বেগজনক চিত্র দেখাগেছে। মাত্র ১০.৩ শতাংশ রোগী সরকারি হাসপাতালে যান। ৪.২ শতাংশ রোগী যান বেসরকারি হাসপাতালে বা সরকারি ডাক্তারদের প্রাইভেট চেম্বারে। ৪২.১ শতাংশ রোগী বেসরকারি চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা নেন এবং উল্লেখযোগ্য ৩৬.৪ শতাংশ রোগী সরাসরি ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনেন।

করণীয়

চিকিৎসকরা সতর্ক করে বলেছেন, চর্মরোগের দীর্ঘমেয়াদে চিকিৎসা না করালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা কিডনি জটিলতার কারণ হতে পারে।

ডা. শহিদুল্লাহ শিকদার বলেন, কারও চর্মরোগ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এবং পুষ্টিকর খাবার ক্ষেতে হবে। কারও রোগ হলে তার দ্রুত চিকিৎসা করে অন্যদের থেকে একটু সরিয়ে রাখতে হবে এবং কিছু কিছু রোগে বেলায়, বিশেষ করে পরিবারে একজনের খোসপাঁচড়া হলে অন্যদের চিকিৎসা করতে হবে।

ডা. সাইফুল বলেন, ডা সাইফুল বলেন, ওষুধের রেজিস্ট্যান্স রোধের জন্য জাতীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ওষুধ কে লিখতে পারবেন, কে লিখতে পারবেন না। প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিক্রি করা যাবে না এবং রোগীদেরও ওষুধের পূর্ণ কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।

সরকার ব্যর্থ হতে পারে, স্বাধীনতা

১৬ পৃষ্ঠার পর

বুর্জোয়া-আধা বুর্জোয়া মাল্টিক্লাস দলের নেতৃত্বে। মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্য বামপন্থিদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। কিন্তু তাদের এই অংশগ্রহণ যুদ্ধের, এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়ের রাজনীতি ও সরকার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে ছিল না। ফলে স্বাধীনতার পর থেকেই ধনবাদী পথে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে, যেখানে সমষ্টির ওপর গোষ্ঠীস্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। গণঅভ্যুত্থান কি তাকে উল্টাতে পেরেছে? বরং গোষ্ঠীতন্ত্র নতুনভাবে জেঁকে বসেছে।

আমাদের সংবিধানের চার মূলনীতির একটি সমাজতন্ত্র। আওয়ামী লীগ তাকে উপেক্ষা করেছে। কথাটা সত্য। আবার এটাও সত্য, আওয়ামী লীগ তো সমাজতন্ত্রের দল নয়; বুর্জোয়া দল। একটা বুর্জোয়া দলের কাছ থেকে সমাজতন্ত্র আশা করাটা নির্বুদ্ধিতা। তা ছাড়া মনে রাখা দরকার, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল না; এটা ছিল একটা জনযুদ্ধ। ধনী-গরিব সব শ্রেণির মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছে। নেতৃত্ব ছিল ধনীদের হাতে, তাই শোষণমুক্তির প্রশ্নটি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নিছক স্লোগান হয়ে রইল। কিন্তু সে কারণে মুক্তিযুদ্ধ কিংবা স্বাধীনতাকে ব্যর্থ বলার কোনো সুযোগ নেই।

স্বাধীনতার পর মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি বলে আওয়ামী লীগকে দায়ী করাই যায়। তার আগে স্বীকার করতে হবে আওয়ামী লীগ এ দেশের মানুষের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শানিত করে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে; তাকে একটা পরিণতি দিয়েছে। পরের কাজটুকু যাদের করার কথা ছিল, তারা সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। বামপন্থিরা ব্যর্থ হয়েছেন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সময়োপযোগী অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন গড়ে তুলতে। আর শাসকরা পুরোনো শোষণমূলক ব্যবস্থা জারি রেখেছে। দুবারের সামরিক শাসনের কথা বাদ দিলে গত ৫৪ বছরে তিনটি রাজনৈতিক দল দেশ পরিচালনা করেছে। দায় এই তিনটি দল ও তাদের সহযোগীদের ওপর বর্তাবে। এ সহযোগীদের মধ্যে জামায়াতও ছিল কে না জানে!

মূল কথা, ব্যর্থ হয়েছে গত ৫৪ বছরে দেশ শাসনকারী দলগুলো; তাদের সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিকরা। তাই স্বাধীনতাকে ব্যর্থ বলা যায় না। কেউ এমনটা বললে তা হবে স্বাধীনতার বিরোধিতারই নামান্তর। মোশতাক আহমেদ: অবসরপ্রাপ্ত পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার, জাতিসংঘ ও কলাম লেখক

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

মুক্তিযুদ্ধ: চারণ কবির পুঁথি যখন

১৬ পৃষ্ঠার পর

দিলেন লালদীঘি ময়দানে গান গাওয়ার।

এরপর মোহাম্মদ শফি সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে পড়লেন রাজনৈতিক প্রচারণায়। ১৯৬৬ সালে যখন ছয় দফার দাবি শুরু হলো, ডাক্তার শফি তখন বাংলার আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন ছয় দফার প্রচারে।

স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রত্যুষে সন্দ্বীপের আরও দুই কৃতী সন্তান কবি বেলাল মোহাম্মদ ও আবুল কাশেম সন্দ্বীপী চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখান থেকে সারা বিশ্বে স্বাধীনতাসংগ্রামের বাণী ছড়িয়ে দেন। তাঁদের এই উদ্যোগ আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরও সংহত করেছে।

পরবর্তী সময়ে মোহাম্মদ শফিও তাঁদের সঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন। তখন তিনি বেতারে মোহাম্মদ শাহ বাঙালি নাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর কবিগান বা পুঁথি কখনো কোনো কাগজে লিখে পরিবেশন করতেন না। তাৎক্ষণিক বানিয়ে বলে ফেলতেন।

স্বাধীনতার পর এই চারণ কবিকে স্বীকৃতি দিতে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা কেউ তেমন এগিয়ে আসেননি। মোহাম্মদ শাহ বাঙালিকে কোনো পদক দেওয়া হলো না, তাঁকে বাংলাদেশ বেতারে ডাকা হলো না এবং তাঁর পুঁথিগুলো সংরক্ষণেরও কোনো ব্যবস্থা করা হলো না। মোহাম্মদ শফিউল্লাহ ওরফে মোহাম্মদ শাহ বাঙালি আবার চলে গেলেন সন্দ্বীপে। ওই দ্বীপের লোনা হাওয়ায় তিনি গান গেয়ে বেড়াতেন, বাকি জীবন সেখানেই নীরবে নিভৃতে কাটালেন।

২০১০ সালে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে মারা যান। থেমে যায় স্বাধীনতাযুদ্ধের এক অনন্য সিম্ফোনি। সালেহ উদ্দিন আহমদ লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

ট্রাম্প যেভাবে ভবিষ্যতের

১৪ পৃষ্ঠার পর

এটি কোনো পররাষ্ট্রনীতি নয়। এটি এমন একজনের ধারণা, যিনি কখনো কথার দাম রাখতে বাধ্য হননি। এটি সব চিন্তাকে এক করে রাখে এমন কোনো আন্তর্জাতিক ধারণা নয়। এগুলোকে ধরে রেখেছে একটাই শত্রু: সেটি হলো ‘ভবিষ্যৎ’।

এনএসএসে জনসংখ্যাগত আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে। অভিবাসনকে নীতিসংক্রান্ত সমস্যা হিসেবে নয়, বরং ‘আক্রমণ’ হিসেবে দেখানো হয়েছে। সীমান্তকে বলা হয়েছে ‘জাতীয় নিরাপত্তার প্রধান উপাদান’। নথিতে বাইরের হুমকি আর দেশের রাজনীতিকে এক করে ফেলা হয়েছে। অভিবাসী কমিউনিটি ও জনসংখ্যাগত পরিবর্তনকে রাষ্ট্রীয় শত্রুর মতো দেখানো হয়েছে। এটি আসলে ‘গ্রেট রিপ্লেসমেন্ট’ তত্ত্বের সরকারি সংস্করণ।

প্রশ্ন ওঠে, যখন তারা বিশ্বব্যাপী দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছে, তখন কেন অভিবাসীদের এত খারাপভাবে উপস্থাপন করছে? পশ্চিম গোলার্ধে মনোযোগ দেওয়ার কথা বললেও কেন ইউরোপের অভিবাসননীতি নিয়ে তারা এত আক্রমণ করছে? এর কারণ, তাদের আসল ভয় চীন বা রাশিয়া নয়, সন্ত্রাসবাদও নয়। তাদের ভয় হলো আগামী দিনের আমেরিকা আগের মতো থাকবে না। এনএসএস কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নয়; এটি ভবিষ্যৎকে থামাতে না পারার ক্ষোভ। এ কারণেই অর্থনীতিতে আসে লুটপাটের মনোভাব। টেকসই সম্পর্ক গড়ার ইচ্ছা না থাকলে যা পাওয়া যায়, তা-ই নিয়ে নেওয়া হয়। জোটকে খরচ মনে হলে সেটি ছেড়ে দেওয়া হয়।

এনএসএসের লক্ষ্য শুধু প্রকৃত হুমকি উপেক্ষা করা নয়। এর লক্ষ্য হলো হুমকির সংজ্ঞা বদলে দেওয়া। এর লক্ষ্য হলো জনসংখ্যাগত পরিবর্তনকে (যাঁদের ট্রাম্প ‘জঞ্জাল’ বলেন) হুমকি হিসেবে দাঁড় করানো। যদি ভবিষ্যৎ শ্বেতাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ আমেরিকার মতো না হয়, তবে সেই ভবিষ্যৎ সামলাতে জোট রক্ষার প্রয়োজন কী? ভবিষ্যৎকে শত্রু মনে করে যাঁরা পররাষ্ট্রনীতি লিখছেন, তাঁদের তৈরি নথিই এনএসএস। তবে সময়কে থামানো যাবে না। তাই সময়কে থামাতে না পেরে তারা ঘড়ি

ভেঙে ফেলছে; আর হাতের কাছে যা পাচ্ছে, তাই বগলদাবা করছে। স্টিফেন হোমস নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি স্কুল অব লর অধ্যাপক

বাংলাদেশে খুন বন্ধ করা কোনো

৯ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, আমার কাছে এমন কোনো ম্যাজিক নেই যা দিয়ে তাৎক্ষণিক সব বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ত্যাকাণ্ড বন্ধের বিষয়ে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে গিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘খুন বা মার্ডার বন্ধ করা কোনো ম্যাজিক বা লাইটের সুইচ অন-অফ করার মতো বিষয় নয়। এরকম বিষয় হলে আমি করে দিতাম। কিন্তু আমার কাছে কোনো ম্যাজিক নেই।’

জাতীয় পার্টিকে ভোটের মাঠে নামতে দেওয়া হচ্ছে না এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা হবে কি নাড়সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে সবার জন্য সমান সুযোগ আছে।’

রাজনৈতিক দলগুলোর বর্তমান কর্মকাণ্ড নিয়ে তিনি বলেন, ‘পুরো মাঠ তো তারাই (রাজনৈতিক দল) গরম করে রেখেছে। এখন অনেকেই আছে ঘর থেকে বের হতে চায় না; ঠান্ডা লাগবে বলে, সর্দি কাশি হবে বলে। তাদেরকে আমরা না করছি নাকি? তাদের (জাপার) কার্যালয় নিয়ে তাদেরই ঝামেলা রয়েছে।’

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রস্তুতি প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘নির্বাচনের প্রস্তুতি খুবই ভালো, সব বাহিনী তাদের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। যেসব জায়গায় প্রশিক্ষণ হচ্ছে, সেখানে পরিদর্শন করা হবে প্রশিক্ষণের মান দেখার জন্য।’

তিনি জানান, আগামী জানুয়ারির মধ্যে সব বাহিনীর প্রশিক্ষণ শেষ হবে। তিনি আরও বলেন, ‘সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য এবং উৎসবমুখর নির্বাচনের জন্য যত ধরনের প্রস্তুতি দরকার, সবকিছু নেওয়া হচ্ছে। সবকিছুর প্রস্তুতির জন্য একটা প্রশিক্ষণ দরকার পড়ে।’

এবার ভোটের সময়সূচিতে পরিবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, ‘এবার ভোট সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত হবে। আগে হতো ৮টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। সূর্যের আলো সরে গেলে আমাদের ভোট গণনা করতে হবে, এ কারণে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা যেন অব্যাহত থাকে, সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।’

রংপুরের তারাগঞ্জে গত রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তার স্ত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য ইতোমধ্যেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’

এছাড়া ব্রিফিংয়ে তিনি আরও জানান, গণঅভ্যুত্থানের সময় বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গণতন্ত্রের নামে স্বপ্নের বেচাকেনা

১৪ পৃষ্ঠার পর

বিনা বিচারে আটক, মতপ্রকাশে বাধা, বিচারবহির্ভূত হত্যা, মধ্যরাতে সাংবাদিককে তুলে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। নানা বাহানায় আকারে ইঙ্গিতে বা প্রকাশ্যেও নির্বাচনবিরোধী কথা এখনও শোনা যায়।

শেখ হাসিনার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরোধিতা করে গণতন্ত্রের দাবিতে যেসব দল সক্রিয় ছিল, ’২৪-এর ৫ আগস্টের পর তারাই অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে। এর পরও ১৬ মাস ধরে বিএনপিকে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়তে হচ্ছে। অনেক জল ঘোলা করে ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দেওয়ার কথা বলা হলেও রাজনীতিকদের কথায় মাঝেমধ্যেই ভিন্ন কিছুর আশঙ্কার ইঙ্গিত মেলে।

গণতন্ত্রের বিকাশে দরকার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রবল নিয়মতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু প্রধান দুটি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে তীব্র বৈরিতা ও অবিশ্বাস রাজনীতির সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ায় গণতন্ত্র এখনও থিতু হতে পারেনি। অবশ্য গণতন্ত্রের জন্য যতটুকু লড়াই ফলপ্রসূ হয়েছে, তা হয়েছে এ দুটি দলেরই বদৌলতে এবং অগণতান্ত্রিক শক্তির যত আঘাত এসেছে, তাও এসেছে তাদের ওপরেই।

দুই মাস পর হয়তো একটি নির্বাচন হবে। কিন্তু গণতন্ত্র কতটা ফিরবে, বলা মুশকিল। ’৯০-এর রূপরেখা তিন জোট সম্মত হয়েই ঘোষণা করেছিল, তা কার্যকর হয়নি।

অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই সনদ নামে যে সংস্কার প্রস্তাব গণভোটে পাঠাচ্ছে, সেটিকে প্রতারণামূলক বলে বিএনপি সমালোচনা করেছে। কাউকে ঠেকানো আর কাউকে প্রাধান্য দেওয়ার যে অভিযোগ, তার জবাবও মেলেনি। একরাশ অবিশ্বাসের মধ্যে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ‘বোঝা’ নিয়ে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা কতটা আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটায়, সেটাই এখন দেখার পালা। আদনান মনোয়ার হুসাইন: সহকারী বার্তা সম্পাদক, সমকাল

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com

OPEN 6 Days (M-S)

+1(202) 983 - 5504

Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

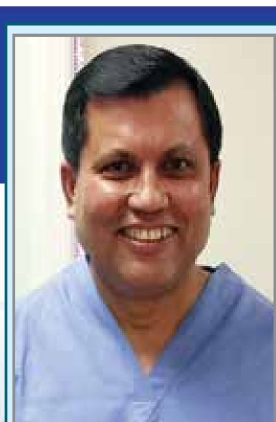

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আগে দেখাতে

৬ পৃষ্ঠার পর

মেক্সিকোর সঙ্গে যৌথভাবে পুরুষদের ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে অলিম্পিক আয়োজনেরও কথা রয়েছে।

প্রস্তাবিত নথিটি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট (ডিএচএস) এবং এর সহযোগী সংস্থা কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (সিবিপি) দ্বারা দাখিল করা হয়েছে। এটি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আনুষ্ঠানিক জার্নাল ফেডারেল রেজিস্টার-এ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে, ওএই ডাটা উপাদানের জন্য ইএসটিএ আবেদনকারীদের বিগত ৫ বছরের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের তথ্য সরবরাহ করতে হবে, তবে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য চাওয়া হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি।

বর্তমান ইএসটিএ-র জন্য ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে তুলনামূলকভাবে কম তথ্য চাওয়া হয়, এবং এর ফি হলো এককালীন ৪০ ডলার (৩০ পাউন্ড)। যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান সহ প্রায় ৪০টি দেশের নাগরিক এই সুবিধা পান, যার মাধ্যমে তারা দুই বছরের মধ্যে একাধিকবার যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করতে পারেন।

সামাজিক মাধ্যম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি, এই নতুন নথিতে একজন আবেদনকারীর গত পাঁচ এবং দশ বছরে ব্যবহৃত টেলিফোন নম্বর ও ইমেল ঠিকানাসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য চাওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবে জানুয়ারি মাসে জারি করা ট্রাম্পের একটি নির্বাহী আদেশের কথা বলা হয়েছে, যার শিরোনাম ছিল “বিদেশি সন্ত্রাসী এবং অন্যান্য জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তা হুমকি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করাচ।

পর্যটকদের কাছ থেকে ইএসটিএ তথ্য সংগ্রহের এই নতুন প্রস্তাবটি জনগণের মতামতের জন্য ৬০ দিনের সময়সীমা দিয়েছে।

সিবিপি-এর একজন মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, “যুক্তরাষ্ট্রে আগতদের জন্য এই বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আসেনি।চ

তিনি আরও বলেন, “এটি চূড়ান্ত কোনো আইন নয়, আমেরিকান জনগণকে নিরাপদ রাখতে নতুন নীতিগত বিকল্প নিয়ে আলোচনা শুরু করার এটি কেবল প্রথম ধাপ।চ

ডিজিটাল অধিকার সংস্থাওইলেকট্রনিক ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন্ন-এর সোফিয়া কোপ এই পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন যে এটি “নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষতি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।চ অন্যদিকে, অভিবাসন আইন সংস্থা ফ্রাগোমেন মনে করে যে এর কিছু ব্যবহারিক প্রভাব দেখা যেতে পারে, যেমন আবেদনকারীদের ইএসটিএ অনুমোদনের জন্য আরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসন এর আগে ঘোষণা করেছিল যে যারা ছাত্র ভিসার জন্য বা দক্ষ কর্মী হিসেবে এইচ-১বি ভিসার জন্য আবেদন করবেন, তাদের যাচাই করার সময় সরকার তাদের সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্টগুলো পরীক্ষা করে দেখবে।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানায়, তারা আবেদনকারী ও তাদের পরিবারের নির্ভরশীলদের “অনলাইন উপস্থিতিচ পর্যালোচনা করবে এবং এই যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত সামাজিক মাধ্যম প্রোফাইলের গোপনীয়তা সেটিংস “সর্বজনীনচ রাখতে হবে।

মেক্সিকোতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটের ওয়েবসাইটের একটি ঘোষণা অনুসারে, নির্দিষ্ট কিছু ভিসার আবেদনকারীদের অবশ্যই গত পাঁচ বছরে ব্যবহৃত প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীর নাম বা হ্যান্ডেল উল্লেখ করতে হবে।

এতে সতর্ক করা হয়েছে যে কোনো সামাজিক মাধ্যমের তথ্য তালিকাভুক্ত না করা হলে তার ফলস্বরূপ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ভিসা বাতিল হতে পারে।

ছাত্র ভিসা নীতি প্রসঙ্গে স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, “আমেরিকান নাগরিকদের প্রত্যাশা হলো, তাদের সরকার আমাদের দেশকে নিরাপদ করতে সবরকম চেষ্টা করবে এবং ট্রাম্প প্রশাসন প্রতিদিন সেই কাজটিই করে যাচ্ছে।চ

কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন এমন ব্যক্তিদের স্ক্রিন করেন “যারা মনোনীত বিদেশি সন্ত্রাসী এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অন্যান্য হুমকির পক্ষে কথা বলেন, সাহায্য করেন বা সমর্থন করেন; অথবা যারা অবৈধ ইহুদি-বিরোধী হয়রানি বা সহিংসতায় লিপ্ত হয়েছেন।চ

সীমান্ত কঠোর করার জন্য প্রশাসনের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, কর্মকর্তারা সম্প্রতি জানিয়েছেন যে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ১৯টি দেশের ওপর প্রযোজ্য বর্তমান ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা শীঘ্রই বাড়ানো হতে পারে।

ওয়াশিংটন ডিসি-তে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্যকে গুলি করার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যেখানে একজন আফগান নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ট্রাম্পের আমলে প্রবর্তিত ভ্রমণ নীতির পরিবর্তনগুলো আমেরিকার পর্যটন শিল্পে প্রভাব ফেলেছে।

চলতি বছরের প্রথম দিকে, ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিল জানায় যে তারা যে ১৮৪টি অর্থনীতির বিশ্লেষণ করেছে, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ যেখানে ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের ব্যয় হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের অন্যান্য নীতিগুলিও দেশটিতে পর্যটনে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হয়, যেমন ট্রাম্পের শুল্কের প্রতিবাদস্বরূপ বহু কানাডীয় নাগরিক যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ বর্জন করেছে।

গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে কানাডীয় ভ্রমণকারীর সংখ্যা টানা দশম মাসের মতো হ্রাস পেয়েছে।

ইউএস ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশনের মতে, অতীতে কানাডীয়রা যুক্তরাষ্ট্রে আসা আন্তর্জাতিক পর্যটকদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ছিল এবং তারা বছরে ২০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করত।

১ মিলিয়ন ডলারে চালু হলো ট্রাম্পের

৬ পৃষ্ঠার পর

এই ভিসা সেসব ব্যক্তিকে দেওয়া হবে, যাঁরা প্রমাণ করতে পারবেন যে তাঁরা এ দেশকে ‘উল্লেখযোগ্য সুবিধা’ দিতে পারবেন।

টি এমন সময়ে এসেছে, যখন ওয়াশিংটন তাদের অভিবাসন নীতিতে কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠছে। ট্রাম্প প্রশাসন এরই মধ্যে কর্মী ভিসার ফি বাড়িয়েছে এবং অবৈধ অভিবাসীদের দেশ থেকে বের করে দিচ্ছে।

প্রকল্পের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে আরও বলা আছে, গোল্ড কার্ড স্কিম ‘রেকর্ড সময়ের মধ্যে’ যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ করে দেবে। তবে এর জন্য ১ মিলিয়ন ডলার ফি দিতে হবে এবং এটা এই প্রমাণ হিসেবে ধরা হবে, ওই ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে সুবিধা দেবেন। কোনো কোম্পানি যদি তাঁদের কর্মীর হয়ে এ ‘ফি’ দেন, তবে দিতে হবে ২ মিলিয়ন ডলার, সঙ্গে অতিরিক্ত ফি।

এই ভিসার আরেকটি সংস্করণ শিগগিরই ‘প্লাটিনাম কার্ড’ নামে আসছে, এ জন্য ৫ মিলিয়ন ডলার ফি দিতে হবে।

প্রতিটি আবেদনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার অতিরিক্ত ফি ধার্য করবে বলেও ওই ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে।

এ ছাড়া আবেদন পর্যালোচনা করার আগে আবেদনকারীকে ১৫ হাজার ডলার প্রক্রিয়াকরণ ফি দিতে হবে, যা অফেরতযোগ্য।

গত ফেব্রুয়ারিতে প্রথম গোল্ড কার্ড প্রকল্পের ঘোষণা আসে। তখন থেকে এটি নিয়ে সমালোচনার হচ্ছে। কয়েকজন ডেমোক্র্যাট অভিযোগ করেছেন, এটি ধনীদের অন্যায় সুবিধা দেবে।

ট্রাম্প যখন প্রথম তাঁর এই পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন, তখন তিনি এ ভিসাকে ‘গ্রিন কার্ডের’ সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। গ্রিন কার্ড বিভিন্ন আয়ের অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস ও কাজ করার সুযোগ দেয়। সাধারণত গ্রিন কার্ডধারীরা পাঁচ বছরের পর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার যোগ্য হয়ে ওঠেন।

কিন্তু গোল্ড কার্ড বিশেষভাবে ‘উচ্চস্তরের’ পেশাজীবীদের জন্য তৈরি, এ কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা এমন মানুষ চাই, যাঁরা উৎপাদনশীল। যাঁরা ৫ মিলিয় ডলার দিতে পারেন, তাঁরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবেন। এটা দারুণ জনপ্রিয় হবে। এককথায়, এ সুযোগ দারুণ লাভজনক।’

ট্রাম্পের নতুন জাতীয় নিরাপত্তা

৭ পৃষ্ঠার পর

জন্য নতুন বিশ্বব্যবস্থা গঠনকারী হুমকি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল, নতুন নথিতে স্পষ্টভাবে সেই অবস্থান থেকে সরে আসা হয়েছে। তার বদলে রাশিয়ার সঙ্গে আবার কৌশলগত স্থিতিশীলতা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে এবং অভিবাসন ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য হারানোর মতো বিষয়ে ইউরোপকে বেশি দায়ী করা হয়েছে।

ট্রাম্পের নতুন কৌশলের মূল দিকগুলো

নতুন কৌশলে মার্কিন জাতীয় স্বার্থের পরিসর ছোট করে আনা হয়েছে। প্রধান লক্ষ্যগুলো হলোড়যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীন ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে টিকিয়ে রাখা। অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন, সন্ত্রাসবাদ ও গুপ্তচরবৃত্তির মতো হুমকি থেকে সুরক্ষা। আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে শক্তিশালী সামরিক সক্ষমতা নিশ্চিত করা (এর মধ্যে প্রস্তাবিত ‘গোল্ডেন ডোম’ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা প্রকল্পও আছে)। নতুন করে শিল্প-কারখানা তৈরি ও জ্বালানি নিরাপত্তার মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল করা। দেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

মূল নীতিগুলোর মধ্যে আছেড়‘আমেরিকা ফার্স্ট’, জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, শক্তির ভারসাম্য ধরে রাখা এবং শ্রমিকবান্ধব নীতি। নথিতে সরাসরি বলা হয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য কেবলই দেশের মূল জাতীয় স্বার্থ রক্ষা। এর বাইরে কোনো বৃহৎ আদর্শের কথা সেখানে নেই।

এই কৌশলে ১৯ শতকের বিখ্যাত ‘মনরো নীতি’ আবার সামনে আনা হয়েছে। তখন যেমন পশ্চিম গোলার্ধড়অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাববলয় বলে দাবি করা হয়েছিল, এখন সেই ধারণাকেই নতুন মোড়কে হাজির করা হয়েছে। মূল কথা, এই অঞ্চলে বাইরের শক্তির রাজনৈতিক প্রভাব যতটা সম্ভব ঠেকিয়ে রাখা এবং যুক্তরাষ্ট্রকেই কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। কৌশলের মূল দিকগুলো হলো:

বড় আকারের অভিবাসন বন্ধ

অতিরিক্ত অভিবাসনকে এই কৌশলে সবচেয়ে বড় ভিনদেশি হুমকি বলা হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তাকে সরাসরি জাতীয় প্রতিরক্ষার অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। যুক্তি হলো, সন্ত্রাসবাদ, মাদক ও মানবপাচার, বিদেশি প্রভাবড়এই সবকিছুই দুর্বল সীমান্তের সুযোগ নেয়।

মিত্রদের ওপর বেশি দায়িত্ব

‘হেগ কমিটমেন্ট’ নামের একটি ধারণা সামনে এনে ন্যাটো সদস্যদের বলা হয়েছে, নিজেদের জিডিপির কমপক্ষে ৫ শতাংশ প্রতিরক্ষায় খরচ করতে হবে। অর্থাৎ ইউরোপসহ মিত্র দেশগুলোকে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নিজেদেরকেই বেশি খরচ করতে হবে, সবসময় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে থাকা যাবে না।

কূটনীতির মাধ্যমে শান্তি

ইউক্রেনসহ বিভিন্ন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা বলা হয়েছে। তবে সেই কূটনীতি শুধু প্রচলিত ধারায় হবে না। সঙ্গে থাকবে সামরিক শক্তি প্রদর্শন আর অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের কৌশল।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

বাণিজ্যে পারস্পরিকতা, জরুরি পণ্যের সাপ্লাই চেইন নিরাপদ করা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জৈবপ্রযুক্তি, কোয়ান্টাম প্রযুক্তির মতো খাতে নেতৃত্ব ধরে রাখাকে ভবিষ্যতের মূল লড়াই হিসেবে দেখা হয়েছে।

কোন অঞ্চলে কেমন নীতি

পশ্চিম গোলার্ধ :মনরো নীতির ট্রাম্পীয় সংস্করণে এই অঞ্চলকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য তিনটিড়যুক্তরাষ্ট্রমুখী অভিবাসন কমানো। চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ঠেকানো। মাদকচক্রের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সরাসরি সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া।

কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, পশ্চিম গোলার্ধকে এতটা স্থিতিশীল ও সুশাসিত রাখতে হবে যেন সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ব্যাপক অভিবাসনের চাপ না তৈরি হয়।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল : এই অঞ্চলকে ভবিষ্যতের বড় অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সংঘাতের জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চীনের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আধিপত্যকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মনে করা হচ্ছে। এর জবাবে কোয়াডের মতো আঞ্চলিক জোট, সামরিক জোট এবং অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে চীনকে প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে।

তাইওয়ানের প্রশ্নে সরাসরি নীতি পরিবর্তন না করলেও, তাইওয়ানকে ঘিরে সম্ভাব্য সংঘাত ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের আরও সামরিক প্রস্তুতি বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তবে চীনকে সামরিক নয়, মূলত অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই তুলে ধরা হয়েছে।

ইউরোপ : নতুন কৌশলে ইউরোপকে নিয়ে বার্তা জটিল। একদিকে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান এবং রাশিয়ার সঙ্গে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মাধ্যমে কৌশলগত স্থিতিশীলতার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে ন্যাটোর সম্প্রসারণের বিরোধিতা করা হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিবাসননীতি এবং বিদেশিদের সংখ্যা বাড়ার ফলে পশ্চিমা সংস্কৃতির অবক্ষয়ের মতো ইস্যুতে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে। ‘ইউরোপের মহত্ত্ব’ ফেরানোর নামে কট্টর ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী দলগুলোর প্রতি সহানুভূতির বার্তাও এতে ইঙ্গিত আকারে আছে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি ইউরোপের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের মতো বার্তা দিচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্য : এলাকাটিকে আর ‘অন্তহীন যুদ্ধের’ কেন্দ্র হিসেবে দেখতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র। সেখানকার সরাসরি সামরিক উপস্থিতি কমিয়ে আব্রাহাম অ্যাকর্ডস-এর মতো সমঝোতাকে কাজে লাগিয়ে ইসরায়েল ও আরব দেশগুলোর নতুন সমীকরণ গড়ার কথা বলা হয়েছে। সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম চলবে, তবে বড় আকারে নতুন যুদ্ধ শুরু করার ইঙ্গিত নেই।

আফ্রিকা : এখানে সাহায্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদে, নিজেদের উপস্থিতি বাড়াতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। তবে সমালোচকদের মতে, শুধু সম্পদ আহরণের দিকে তাকিয়ে থাকলে আফ্রিকায় প্রকৃত উন্নয়ন ও গণতন্ত্র শক্তি শক্তিশালী হবে না।

ভারতে পর্যটক গমনে শীর্ষ দেশের

৮ পৃষ্ঠার পর

থেকে প্রায় সাড়ে ১৭ লাখ মানুষ প্রতিবেশী দেশটিতে ভ্রমণ করেছেন।
গতকাল সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ভারতের অভিবাসন ব্যুরোর তথ্য উদ্ধৃত করে দেশটির কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানায়।
তথ্য অনুযায়ী, টানা পাঁচ বছর ধরে ভারতে বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণের তালিকায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে। ২০২৪ সালে ১৮ লাখ ৪ হাজার ৫৮৬ জন পর্যটক নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিদেশি পর্যটকদের অন্যতম পছন্দের গন্তব্য হিসেবে তার অবস্থান বজায় রেখেছে। ২০২৩ সালে ২৭ লাখের বেশি এবং ২০২৪ সালে ৩১ লাখ ২৪ হাজার ৪৬২ জন বিদেশি পর্যটক পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ করেছেন।
তবে বিদেশি পর্যটকদের আগমনের হিসেবে শীর্ষে রয়েছে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য মহারাষ্ট্র। ২০২৪ সালে রাজ্যটিতে ৩৭ লাখ ৫ হাজার ১৭০ জন বিদেশি পর্যটক ভ্রমণ করেছেন।
গত বছর মোট ২০৫.০৯ কোটি বিদেশী পর্যটকের কাছ থেকে ভারত মোট ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৩ কোটি রুপি আয় করেছে।

দায়িত্ব নেওয়ার সময় নির্বাচন নিয়ে

৯ পৃষ্ঠার পর

(পরিস্থিতি) খারাপ কোথায়, সেটা আমি বোঝার চেষ্টা করছি”
দেশে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার বলে মন্তব্য করেন। এ সময় একজন সাংবাদিক উপদেষ্টাকে মনে করিয়ে দেন যে তিনি দীর্ঘদিন নির্বাচন কমিশনে কাজ করেছেন। এর জবাবে সাখাওয়াত হোসেন বলেন,“আমি ভুলে গেছি। নির্বাচন নিয়ে আমার কাছে বলার মতো কিছু নেই। আমি নির্বাচন নিয়ে অজ্ঞ, কোনো আইডিয়া নেই। এটা নির্বাচন কমিশন বলতে পারবে”
দায়িত্ব গ্রহণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি বলেন,“আমরা যেখানে গেছি সেখানেই বলেছি নির্বাচন সময়মতো হবে। আমি বললাম না আমাদের কেউ ঘাড় ধরে বলেছে? নির্বাচন করতে হবে তোমাকে, এত তারিখের মধ্যে? আমরা যখন ৮ আগস্ট আসি, তখন তো আমাদেরকে কেউ ম্যান্ডেট দেয় নাই যে ভাই আপনাকে এক-দেড় বা দুই বছরের মাথায় নির্বাচন দিতে হবে। তখন তো কিছুই ছিল না, ব্ল্যাংক (ফাঁকা)”

তবে দেশে একটি নির্বাচিত সরকার আসা উচিত বলে মনে করেন এই উপদেষ্টা। তিনি বলেন,“ইউনিভার্সেল ডেমোক্রেটিক প্রসেসটা (সার্বজনীন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া) স্টাবলিশড (প্রতিষ্ঠিত) হওয়া উচিত। গত ১৭-১৮ বছর ডেমোক্রেটিক প্রসেস স্টাবলিশড হতে দেখিনি। আমরা যদি সেটা করতে পারি, সেটা আমাদের বড় ক্রেডিট”
সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে সরকারের না পারার কোনো কারণ নেই বলেও এ সময় মন্তব্য করেন ড. এম সাখাওয়াত হোসেন।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ প্যানেলে

৮ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে কাজ করছেন। তার এই নিয়োগকে বৈশ্বিক উন্নয়ন আলোচনায় বাংলাদেশের অবদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। তিনি তার কারিগরি জ্ঞান ও নীতি-নির্ধারণী অভিজ্ঞতা দিয়ে এই সূচকটিকে সবার জন্য আরও সহজবোধ্য ও কার্যকর করতে ভূমিকা রাখবেন।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের রেজল্যুশন ৭৮/৩২২ অনুযায়ী, এই প্যানেলের কাজ হলো প্রতি তিন বছর অন্তর“মাল্টিডাইমেনশনাল ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স (এমভিআই)” পর্যালোচনা করা, পদ্ধতিগত উন্নতির সুপারিশ করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঝুঁকি কমানো ও সহনশীলতা শক্তিশালী করার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা।
ড. ফাহমিদা খাতুনের এই অর্জনে সিপিডি তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার এই দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছে।

অতীতের রূঢ় আচরণের জন্য সাবেক

৮ পৃষ্ঠার পর

করে সেখানে গিয়েছিলেন” তিনি আরও যোগ করেন,“পরবর্তীতে আমার ভাবি জানিয়েছিলেন, সেনাকুঞ্জের ওই পরিবেশে গিয়ে আম্মা এতটাই উজ্জীবিত বোধ করছিলেন যে, তিনি যেন নিজের অসুস্থতার কথাই ভুলে গিয়েছিলেন”
তারেক রহমান উল্লেখ করেন, সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে জিয়া পরিবারের সম্পর্ক যে দীর্ঘদিনের ও গভীর, এই ঘটনাটি তারই প্রমাণ।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিগত স্বৈরাচারী সরকারের আমলে বিএনপি, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়া সম্পর্কে পরিকল্পিতভাবে ভুল ও নেতিবাচক ধারণা ছড়ানো হয়েছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিএনপির দূরত্ব তৈরি করা।
বক্তব্যের শেষে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন,“আমার মনে হয়, আজ সেই ভুল ধারণার অবসান ঘটেছে।

শেখ হাসিনা জননেত্রী হিসেবে

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রতিদিনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা, নৈতিকতা বজায় রাখা এবং নেতৃত্বকে নিয়মিত মূল্যায়ন করা”
আহসান এইচ মনসুর বলেন,“যোগ্য প্রার্থী থাকলেও জনগণ মার্কার প্রতি অন্ধ সমর্থনের কারণে তাকে ভোট দেন না। ফলে যারা রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ভারসাম্য আনতে পারতেন, তারা হারিয়ে যান। এই সংস্কৃতির ফলেই ক্ষমতা ধীরে ধীরে একচেটিয়া হয়ে পড়ে এবং নেতার চারপাশের সুবিধাভোগী গোষ্ঠী তাকে এমন কাঠামোর কেন্দ্রে ঠেলে দেয়; যেখানে জবাবদিহিতা বিলীন হয়ে যায়”
তিনি বলেন,“জনগণ এখনও প্রার্থীর যোগ্যতা নয়; বরং দল ও মার্কা দেখে ভোট দেন। ফলে যোগ্য নেতৃত্বপথে আসতে পারে না এবং এর ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতরেই স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা জন্ম নেয়”
গভর্নর বলেন,“গণতন্ত্র ও উন্নয়ন হাত ধরাধরি করে চলে; একটিকে দুর্বল রেখে অন্যটিকে এগিয়ে নেওয়া অসম্ভব”
বিশিষ্ট বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, “শক্তিশালী গণতন্ত্র ছাড়া টেকসই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব নয়; সুতরাং গণতন্ত্রকে দুর্বল রেখে আর্থিক উন্নয়নের আশা করা বিভ্রান্তিকর”

ট্রাম্পের নীতিতে কী বদলাচ্ছে, কতটা কঠিন হবে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন?

৬ পৃষ্ঠার পর

কাজ করার কোনো সুযোগ পাবেন না।
দেশগুলো হলো আফগানিস্তান, বুরুন্ডি, চাদ, কিউবা, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লাওস, লিবিয়া, মিয়ানমার, রিপাবলিক অব কঙ্গো, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সুদান, টোগো, তুর্কমেনিস্তান, ভেনেজুয়েলা ও ইয়েমেন।
এসব দেশের নাগরিকদের ওপর ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টি নোয়েম চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি এই তালিকা সম্প্রসারিত করে প্রায় ৩০টিতে উন্নীত করার সুপারিশ করেছেন।

অনুমোদিত অভিবাসন আবেদন পুনঃপর্যালোচনা

ইউএসসিআইএসএর আরেকটি নির্দেশে বাইডেন প্রশাসনের সময়কালের অনুমোদিত আবেদনগুলো পুনর্বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি জো বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে উল্লেখিত ১৯টি দেশের যেসব নাগরিক অভিবাসন সুবিধা পেয়েছেন, তাদের সবার আবেদন ‘বিস্তৃতভাবে পুনরায় পর্যালোচনা’ করা হবে। এই গণ-পুনঃপরীক্ষা প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনে আবেদনকারীদের আবারও সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হতে পারে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তার প্রতি কোনো হুমকি আছে কিনা, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে কর্মকর্তারা যাচাই করবেন, আবেদনকারীদের নাম কোনো ফেডারেল ডেটাবেসে কোনো অভিযোগ আছে কিনা অথবা তারা পরিচয় নিশ্চিতে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন কিনা। যদিও আবেদনকারী সন্ত্রাসী কিনা বা মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছেন কিনা, তা যাচাই করা অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাধারণ ও নিয়মিত অংশ। তবুও এভাবে ঢালাওভাবে পুরোনো অনুমোদিত নথি ঘাটার ঘটনা বিরল।

আফগান অভিবাসী নিয়ে বিতর্ক

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার অভিযোগ করে আসছেন, দুই দশকের যুদ্ধের পর ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র যখন আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে, তখন বাইডেন প্রশাসন আফগান অভিবাসীদের সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করতে ব্যর্থ হয়েছে। ওয়াশিংটন শুটিংয়ের সন্দেহভাজন হামলাকারী রহমানউল্লাহ লাকানওয়ালসহ ওই সময় আশ্রয় পাওয়া অনেক আফগানই যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন।
ট্রাম্প গত সপ্তাহে মন্তব্য করেছেন, কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই তাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে ও তাদের মধ্যে অনেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন বা বিপজ্জনক হতে পারেন। তবে ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট অস্টিনের ইমিগ্রেশন ক্লিনিকের সহপরিচালক ডেনিস গিলম্যান এই অভিযোগের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন।
গিলম্যানের মতে, আফগান আশ্রয় প্রার্থীদের ইউএসসিআইএস তদন্ত প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত কঠোর। তাদের সাক্ষাৎকারগুলো সাধারণত ছয় থেকে আট ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতো। গিলম্যান আরও জানান, তিনি নিজে এমন অনেক সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন। তার বারবার মনে হয়েছে, যাদের উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাদের পেছনে এভাবে সম্পদের অপচয় করাটা অযৌক্তিক।

আইনি লড়াই ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব

ট্রাম্প প্রশাসনের এই কঠোর অভিবাসন নীতি খুব সম্ভবত ফেডারেল আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। ট্রাম্পের আগের মেয়াদের অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ডেনিস গিলম্যানের মতে, শেষ পর্যন্ত হয়তো চ্যালেঞ্জকারীরা আদালতে জয়ী হবেন ও আশ্রয় আবেদনগুলো পুনরায় সচল হবে। কিন্তু এই মধ্যবর্তী সময়ে স্থবিরতা তৈরি হবে ও আবেদনের জট আরও বাড়বে। আদালতের রায় আসার আগ পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হবে। আর প্রশাসন তাদের অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ধীর করার উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে। তথ্যসূত্র: আল-জাজিরা

তফসিল ঘোষণার পরদিনই

৫ পৃষ্ঠার পর

হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সেন্টারের (ওসেক) ৩ নম্বর কক্ষে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত ওসমান হাদির বাবার নাম শরীফ আব্দুল্লাহ। তাঁর গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠি জেলার নলছিটি সদরে। তিনি বর্তমানে রাজধানীর পরিবাগ এলাকায় বসবাস করতেন।

গত ১৪ নভেম্বর ফেসবুকে একটি পোস্টে ওসমান হাদি জানিয়েছিলেন, তাঁকে হত্যা, তাঁর বাড়িতে আগুন দেওয়াসহ তার মা, বোন ও স্ত্রীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। সে সময় দেশি-বিদেশি ৩০টি নম্বর থেকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন হাদি।

ওসমান হাদির ওপর হামলা বাংলাদেশে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র বললেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস

পরিচয় ডেস্ক: ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির ওপর হামলার মাধ্যমে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বানচালের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, 'আমরা কোনো অবস্থাতেই এই ধরনের ষড়যন্ত্রকে সফল হতে দিব না। আঘাত যাই আসুক, যত ঝড়তুফান আসুক, কোনো শক্তিই আগামী নির্বাচনকে বানচাল করতে পারবে না।'

শুক্রবার ১২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকজন সদস্য এবং আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা এ কথাগুলো বলেন।

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির হামলা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদকালে অন্যতম উদ্বেগজনক ঘটনা। এই হামলা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার ওপর সুপরিকল্পিত আঘাত। এর মাধ্যমে পরাজিত শক্তি দেশের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে।'

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, 'এই ধরনের হামলার চেষ্টাকে আমরা যেকোনো মূল্যে ব্যর্থ করে দিব। জাতির ওপর এই ধরনের অপশক্তির আঘাত কোনোভাবেই বরদাশত করা হবে না।' তিনি বলেন, 'আমরা দেশের আপামর জনগণকে সাথে নিয়ে আমাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে জাতির জন্য একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করব।'

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়বিষয়ক বিশেষ সহকারী খোদা বখস চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়বিষয়ক বিশেষ সহকারী সায়েদুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এবং পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিশেষ সহকারী সায়েদুর রহমান জানান, ওসমান হাদির অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। তাঁর পরিবারের ইচ্ছায় ইতিমধ্যে তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'যে করেই হোক, দ্রুততম সময়ের মধ্যে হাদির ওপর হামলা ও হামলার পরিকল্পনাকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে।' তিনি দেশবাসীকে ওসমান হাদির দ্রুত আরোগ্য কামনায় মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করতে আহ্বান জানান।

বৈঠকে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইতিমধ্যে হামলার স্থানের সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

তাৎক্ষণিকভাবে সীমান্তে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'হামলাকারীরা যাতে কোনোভাবেই দেশ ছাড়তে না পারে, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।'এ সময় তিনি বলেন, 'জুলাই অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকার কারণে যাঁরা সম্ভাব্য টার্গেটে পরিণত হয়ে থাকতে পারেন, তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।'

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, নির্বাচনকালীন যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে একটি বিশেষ হটলাইন নম্বর চালু করা হবে।

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সম্ভাব্য যেসব স্থানে অপরাধীরা লুকিয়ে থাকতে পারে, সেখানে অভিযান জোরদারের সিদ্ধান্ত হয় বৈঠকে। প্রধান উপদেষ্টা উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে শিগগিরই দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

ওসমান হাদির ভাইয়ের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুসের ফোনালাপ, সর্বোচ্চ সহযোগিতার নিশ্চয়তা

পরিচয় ডেস্ক: ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ভাই ওমর বিন হাদির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস।

শুক্রবার ১২ ডিসেম্বর রাত ৯টায় এই টেলিফোন কলে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় উপদেষ্টা পরিষদ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত।

সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতার নিশ্চয়তা দিয়ে ওসমান হাদির ভাইকে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমি কয়েকজন উপদেষ্টাসহ পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছি। হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুততম সময়ে গ্রেপ্তার করতে বৈঠক থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।'

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, হাদির চিকিৎসার সকল ব্যয় সরকার বহন করবে। তাঁর শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় দেশে-বিদেশে যেখানে প্রয়োজন হয়, সেখানেই সর্বোত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে সরকার।

অধ্যাপক ইউনূস আরও বলেন, 'হাদি আমাদের সবার অতি আপন ও স্নেহের মানুষ। আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আমরা তাঁর জন্য দোয়া করছি, আশা করি তিনি দ্রুতই আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন।'

হাদির ওপর হামলায় যেসব কারণ আলোচনায়

পরিচয় ডেস্ক: হামলার মাত্র কয়েক দিন আগেও বহু দেশি-বিদেশি নম্বর থেকে মৃত্যুর হুমকি পাওয়ার কথা প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন ঢাকা৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। ঘটনাটি শুধুই একজন প্রার্থীকে টার্গেট করার চেষ্টা নয়, বরং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে।

হাদির বিরুদ্ধে হুমকি, তাঁর আগের রাজনৈতিক অবস্থান, বিদেশি হস্তক্ষেপের অভিযোগ এবং সমর্থকদের ক্ষোভড়সব মিলিয়ে হামলার সম্ভাব্য কারণগুলো এখন আলোচনায়। তদন্ত চলছে, পাশাপাশি রাজনৈতিক উত্তাপও বাড়ছে। ঠিক কী কারণে এই হামলা, তা বুঝতে তার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ভূমিকা ও হুমকির ইতিহাস থেকে ধারণা করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সমালোচনা

হাদি ক্ষমচাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের কঠোর সমালোচক হিসেবে পরিচিত। তিনি দুর্নীতি, স্বৈরশাসন, গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যা নিয়ে নিয়মিত বক্তব্য রেখেছেন। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র হিসেবে তিনি গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সংস্কার ও বিচার দাবি নিয়ে সরব ছিলেন। ঢাকা-৮ একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন, যেখানে তার স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা নানা পক্ষকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। তফসিল ঘোষণার মাত্র এক দিন পর এ হামলা হওয়ায় রাজনৈতিক আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।

বিদেশি হস্তক্ষেপের অভিযোগ

হাদি ও তাঁর সমর্থকরা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করছেন, ভারতে অবস্থানকারী কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁকে হুমকি দিচ্ছেন। হাদি ভারতীয় প্রভাব ও দুর্নীতি নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতেন, যা তাঁকে সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে বলে তার সমর্থকেরা দাবি করেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের নির্বানে ঘিরে বিদেশি অপপ্রচার বিশেষ করে ভারতের গণমাধ্যমে তথ্যবিকৃতির প্রসঙ্গ আলোচনায় রয়েছে।

ব্যক্তিগত শত্রুতা বা স্থানীয় বিরোধ

২০২৪ সালের জুলাইয়ে গণঅভ্যুত্থানে 'ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা' হিসেবে পরিচিত হওয়ায় হাদির শত্রু তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। কেউ কেউ ধারণা করছেন, দাপুটে রাজনৈতিক তৎপরতা বা দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানের কারণেও শত্রু তৈরি হতে পারে। কিন্তু হামলার ধরনড়মোটরসাইকেলযোগে এসে লক্ষ্য করে গুলি করা ইঙ্গিত দেয় এটি একটি সুসংগঠিত হামলা, সাধারণ অপরাধ নয়। তবে উল্লেখিত কারণগুলো এখনো নিশ্চিত নয়; তদন্ত চলমান।

হাদির নিজের বক্তব্য: হামলার আশঙ্কা ও পূর্বের হুমকি

হাদি বিভিন্ন সময় প্রকাশ্যে জানিয়েছেন, তাঁকে হামলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। গত ১৪ নভেম্বর ফেসবুক পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, প্রায় ৩০টি দেশি-বিদেশি নম্বর থেকে তিনি মৃত্যুর হুমকি পেয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, এসব হুমকিদাতাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ-ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা থাকতে পারে।

তিনি জানান, তাঁকে হত্যা করা, বাড়িতে আগুন দেওয়া, এবং মাবোনুস্ত্রীসহ পরিবারকে ক্ষতি করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তবুও তিনি ঘোষণা করেন, ভয় না পেয়ে তিনি ঢাকা-৮ আসনে লড়বেন এবং দুর্নীতিবিরোধী লড়াই চালিয়ে যাবেন।

ভারতীয় ফোন নম্বর থেকে পাওয়া হুমকি

হাদি বলেন, যেসব ফোন নম্বর থেকে হুমকি এসেছে, তার অনেকগুলোই বিদেশি এবং কিছু ভারতের বলে শনাক্ত করা গেছে। তিনি দাবি করেন, ভারতে থাকা কিছু আওয়ামী লীগঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী এসব হুমকির পেছনে থাকতে পারে। যদিও এসব ফোন নম্বরের উৎস স্বতন্ত্রভাবে যাচাই হয়নি। তবে তাঁর অভিযোগ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক। কারণ বাংলাদেশকে ঘিরে বিদেশি অপপ্রচার ও তথ্য-হস্তক্ষেপের অভিযোগ এখন আন্তর্জাতিক মহলেও আলোচিত।

হাদির সমর্থকরা কী বলছেন

হাদির সমর্থকরা, বিশেষত ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা হামলার জন্য প্রতিবেশী দেশের গোয়েন্দা সংস্থা ও আওয়ামী লীগুসম্পৃক্ত 'হিটম্যানদের' দায়ী করছেন। তাদের দাবি, নির্বাচনুপূর্ব সময়ে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে এ হামলা চালানো হয়েছে।

তারা হাদিকে ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের 'ফ্রন্টলাইন ফাইটার' হিসেবে বর্ণনা করেন এবং মনে করেন, দুর্নীতিবিরোধী কর্মকাণ্ড ও ভারতীয় প্রভাবের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানের প্রতিশোধ হিসেবেই হামলা করা হয়েছে। সমর্থকদের দাবি, বিদেশি সম্পৃক্ততা থাকলে তা তদন্তের মাধ্যমে পরিষ্কার হওয়া উচিত। কেউ কেউ অতীতের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার সঙ্গে এর তুলনা টেনে ঐক্যের আহ্বান জানান।

রাজনৈতিক দলগুলো কী বলছে

হামলার পর রাজনৈতিক দলগুলো দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তারা ঘটনাটিকে গণতন্ত্রের ওপর আঘাত এবং নির্বাচন ব্যাহত করার সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

বিএনপি ঘটনাটির তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং একে সামগ্রিক অস্থিতিশীলতার অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, এটি 'একটি নীলনকশা, যার উদ্দেশ্য সুষ্ঠু নির্বাচন বানচাল করা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করা।'

বিএনপি শনিবার (১৪ ডিসেম্বর ২০২৫) দেশব্যাপী প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে। তাদের দাবি, হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। দলটি মনে করে, নির্বাচনের আগে সহিংসতা বাড়ার মাধ্যমে তাদের শক্তিশালী অবস্থান দুর্বল করার চেষ্টা হচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামী

জামায়াত-ই-ইসলামীও হামলার নিন্দা জানিয়েছে এবং ঘটনার পূর্ণ তদন্ত দাবি করেছে। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত পরিবেশে কর্মী ও নেতাদের ওপর লক্ষ্যভেদী সহিংসতা উদ্বেগজনক। দলটি মনে করে, সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন সংঘর্ষড়বিশেষত বিএনপির সঙ্গে তাদের সমর্থকদের সংঘর্ষড়রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

এবি পার্টি

হাদির ওপর গুলির ঘটনায় আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে। দলটি বলেছে, তফসিল ঘোষণার পরপরই একজন সম্ভাব্য প্রার্থীর ওপর হামলা দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে অত্যন্ত নাজুক বলে প্রমাণ করে।

তাদের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ২৪ ঘণ্টাও পার হয়নি, এর মধ্যেই জুলাই গণআন্দোলনের অন্যতম নেতা ও ঢাকা৮ আসনের এমপি প্রার্থী হাদি গুলিবিদ্ধ হয়েছেনড়যা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়।

এবি পার্টি বলছে, রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন করতে সহিংসতার আশ্রয় নেওয়া কোনো সভ্য দেশে গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীর ওপর হামলা গণতন্ত্র, আইনশৃঙ্খলা ও নাগরিক নিরাপত্তার ওপর সরাসরি আঘাত। তাদের দাবি, সন্ত্রাসীরা শক্তিশালী মহলের ছায়ায় থাকায় এ ধরনের হামলার সাহস পাচ্ছে। দলটির শীর্ষ নেতারা নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তারা প্রশ্ন তুলেছেনড়তফসিল শুরুর আগেই যদি এমন ঘটে, তবে নির্বাচন কমিশন আদৌ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করতে পারবে কি না, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

এনসিপি

ওসমান হাদির ওপর সশস্ত্র হামলার ঘটনায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে। এনসিপি একে শুধু একজন ব্যক্তির ওপর হামলা নয়, বরং গণঅভ্যুত্থানের পর পুনরুদ্ধার হওয়া গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার ওপর আঘাত হিসেবে দেখেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হামলার আগেই হাদি প্রকাশ্যে হুমকির কথা জানিয়েছিলেন, কিন্তু সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যথাযথ নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভেনেজুয়েলার মাদুরোকে আরও

৭ পৃষ্ঠার পর

নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট বলেন, জব্দ করা জাহাজটি স্কিপার নামে পরিচিত। যানটি 'অবৈধভাবে তেল পরিবহন' করছিল, সেটিকে একটি মার্কিন বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে।

অবশ্য এ ঘটনাকে 'আন্তর্জাতিক জলদস্যুতা' বলে বর্ণনা করেছে মাদুরো সরকার।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার ৪ঠা ডিসেম্বর, ভেনেজুয়েলার উপকূল থেকে তেলবাহী একটি ট্যাংকার জব্দ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট সাংবাদিকদের বলেন, স্কিপার নামের জব্দকৃত ওই জাহাজটি 'অবৈধ তেল পরিবহন' করছিল। সেটিকে এখন আমেরিকান বন্দরে আনা হবে।

এদিকে, কারাকাস এই ঘটনাকে 'আন্তর্জাতিক জলদস্যুতা' বলে আখ্যা দিয়েছে। আর এই ঘটনা ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতা যে আরও কঠোর হচ্ছে তারই ইঙ্গিত। এর আগে ভেনেজুয়েলা থেকে মাদক পরিবহন করছে এমন অভিযোগে কয়েকটি নৌকায় আক্রমণ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এতে কয়েক ডজন মানুষ নিহত হয়। আর সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজগুলোও ভেনেজুয়েলাকে লক্ষ্য করে পাঠানো হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচারের অভিযোগ তুলেছে। ভেনেজুয়েলা যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল মজুদ থাকা দেশ এটা প্রমাণিত। তাই দেশটির অভিযোগ, ওয়াশিংটন ওই প্রাকৃতিক সম্পদ চুরির চেষ্টা করছে। ১১ ডিসেম্বর বুধবার মাদুরো অঙ্গীকার করেন, ভেনেজুয়েলা কখনো 'তেল উপনিবেশ' হবে না।

কিন্তু হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি বৃহস্পতিবার ১১ ডিসেম্বর সাংবাদিকদের বলেন, 'অবৈধ মাদকের প্রবাহ বন্ধ' এবং নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভেনেজুয়েলার তেল বহনকারী আরও জাহাজ জব্দ করার পরিকল্পনা আছে কিনাড়এ প্রশ্নে তিনি কিছু বলেননি।

লেভিট বলেন, "আমরা নিষিদ্ধ জাহাজগুলোকে কালোবাজারি তেল নিয়ে সমুদ্রপথে চলতে দেব নাড়যার আয় বিশ্বজুড়ে অবাধ্য ও অবৈধ শাসনব্যবস্থার মাদক-সন্ত্রাসকে উসকে দেবে।"

তিনি জানান, প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্কিপার জাহাজে থাকা তেল যুক্তরাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করবে।

লেভিট বলেন, 'ক্রমবর্ধমান বাইরের চাপে থাকা' মাদুরোকে বৃহস্পতিবার ফোন করে মস্কোর সমর্থনের কথা জানান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তবে এ খবরে ট্রাম্প 'মোটেই উদ্বিগ্ন নন'।

পরে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, মাদুরোর স্ত্রীর তিন ভাইপোসহ কয়েকটি ব্যবসা ও জাহাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের 'স্বৈরাচারী ও নির্মম নিয়ন্ত্রণকে' মোকাবিলা করা যাবে।

এক পোস্টে তিনি বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন সেখানকার শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও কোম্পানিগুলোকে তাদের চলমান অপরাধের জন্য জবাবদিহির মুখে দাঁড় করাচ্ছে।

হোয়াইট হাউস বুধবার ১১ ডিসেম্বর অভিযানের নাটকীয় একটি ভিডিও প্রকাশ করে, যেখানে দেখা যায়, ক্যামোফ্লাজ পোশাকে মার্কিন সেনারা হেলিকপ্টার থেকে স্কিপারের ডেকে নেমে অস্ত্র হাতে টহল দিচ্ছে।

জাহাজ জব্দের তীব্র নিন্দা জানিয়ে ভেনেজুয়েলা সরকার বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র জাহাজের নাবিকদের 'অপহরণ করেছে' এবং জাহাজটি 'চুরি করেছে'।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট বলেন, "তারা একটি নতুন যুগের সূচনা করেছেড় ক্যারিবীয় সাগরে অপরাধমূলক, নৌ-জলদস্যুতার যুগ।"

যুক্তরাষ্ট্রকে 'খুনি, চোর, জলদস্যু' অ্যাখ্যা দিয়ে ভেনেজুয়েলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়েসদাদো কাবেলো বলেন, এভাবেই দেশটি 'বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ শুরু করেছে'। সিবিএস লিখেছে, হিজবুল্লাহ এবং ইসলামিক রেভুলেশানারি গার্ড কর্পস-কুদস ফোর্সকে আয় এনে দেয়, এমন চোরাচালানের অভিযোগে ২০২২ সালে স্কিপার জাহাজটির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ। এবার যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানের কয়েকদিন আগে ভেনেজুয়েলার উত্তরে ক্যারিবীয় সাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বাড়ানো হয়।

কয়েক হাজার সেনার পাশাপাশি বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ডকে মোতায়েন করা হয়েছে ভেনেজুয়েলার কাছে।

আমি রাজনীতিবিদ, সন্ত্রাসী নই,

৫ পৃষ্ঠার পর

রাজনীতিবিদ, কোনো সন্ত্রাসী নই। আদালত আমার চিকিৎসার নির্দেশ দিলেও তা মানা হয়নি। এবার রিমান্ডে নিলে আমি আর বাঁচব না।'

তিনি আরও বলেছিলেন, 'শারীরিকভাবে এতটাই নির্যাতনের শিকার হয়েছি যে এখন মেরুদণ্ড সোজা করেও দাঁড়াতে পারছি না। চোখ বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে আমাকে ক্রসফায়ারে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা মোটা কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে নির্জন স্থানে নিয়ে নির্যাতন চালানো হয়েছে।'

নির্যাতনের বিষয়ে সে সময়ে আদালতে দেওয়া চিকিৎসকদের রিপোর্টেও উঠে আসে ভয়াবহতা। মেডিকেল রিপোর্টে বলা হয়, রিমান্ডে নির্মম প্রহার ও শারীরিক নির্যাতনের ফলে তারেক রহমানের মেরুদণ্ডের ৬ ও ৭ নম্বর হাড় ভেঙে গেছে। এ ছাড়া আরও কয়েকটি হাড় স্থানচ্যুত বা বেঁকে গেছে। মেরুদণ্ডের ৩৩টি হাড়ের মাঝে দূরত্ব কমে যাওয়ার মতো জটিলতাও দেখা দেয়। চিকিৎসকরা তখন জরুরি ভিত্তিতে তাঁকে বিশেষায়িত অর্থোপেডিক চিকিৎসার সুপারিশ করেন।

আলোচিত ওয়ান-ইলেভেন

২০০৬ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশের রাজনীতি সংঘাতময় হয়ে ওঠে। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। পর্দার আড়ালে কলকাঠি নেড়েছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ। ক্ষমতায় বসেন ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। শুরু হয় যৌথ বাহিনীর অভিযান।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সেই সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ছিল মূলত রাজনৈতিক 'উইচ হান্ট' বা দমন-পীড়নের একটি মোড়ক। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে কোণঠাসা করে একটি 'কিংস পার্টি' বা অনুগত রাজনৈতিক শক্তি তৈরি করা। বিএনপির ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি হিসেবে তারেক রহমান ছিলেন সেই সরকারের অন্যতম 'টার্গেট'। তাঁকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়া মানেই ছিল বিএনপিকে নেতৃত্বশূন্য করার পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। এই লক্ষ্যেই ওই বছরের ৭ মার্চ গভীর রাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের শহীদ মইনুল রোডের বাসা থেকে তারেক রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের পর তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, অর্থ পাচার, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ মোট ১৭টি মামলা হয়। তারেক রহমানকে কয়েক দফা রিমান্ডে নেওয়া হয়। সে সময় তারেক রহমান বলেছিলেন, রিমান্ডের জন্য তাঁকে অজ্ঞাত স্থানে নেওয়া হয়। সেটি জেআইসি (জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল) কি না সে প্রশ্ন ওঠেছিল।

এই ১৭ মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ঘোষণা করা হয়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর একে একে সব মামলা থেকে সাজামুক্ত হন তারেক রহমান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মামলা হলো

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন মামলা: ২০০৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর দুদকের করা এ মামলায় তারেক রহমান, তাঁর স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে ৪ কোটি ৮১ লাখ টাকার বেশি অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়।

অর্থ পাচার মামলা: টঙ্গীতে বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ পাইয়ে দিতে গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের নেওয়া ঘুষের টাকা সিঙ্গাপুরে পাচার এবং সেখান থেকে তারেক রহমানের অর্থ খরচের অভিযোগে ২০০৯ সালে এ মামলা হয়। ২০১৩ সালে বিচারিক আদালত তারেক রহমানকে খালাস দিলেও মামুনকে সাজা দেন। পরে মামুনও সাজামুক্ত হয়েছেন।

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা: ট্রাস্টের ২ কোটি ১০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ২০০৮ সালের ৩ জুলাই খালেদা জিয়া, তারেক রহমানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে রমনা থানায় এ মামলা দায়ের করে দুদক। ২০১৪ সালে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়।

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনায় মামলা (হত্যা ও বিস্ফোরক): ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় ২৪ জন নিহতের ঘটনায় হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে মামলা হয়। প্রথমে ২২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হলেও, ২০১১ সালের সম্পূরক অভিযোগপত্রে তারেক রহমানসহ আরও ৩০ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ মামলা থেকে তারেক রহমানসহ অন্যরা খালাস পেয়েছেন।

খালেদা জিয়ার অনড় অবস্থান

২০০৮ সালের শুরু থেকেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। একদিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, অন্যদিকে অর্থনৈতিক স্থবিরতায় জনমনে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেনাসমর্থিত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য চাপ দেয়। এরপর নির্বাচনমুখী হয় সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ ও ফখরুদ্দীন সরকার।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সে সময়ের সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গোপনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যেতে রাজি হলেও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ছিলেন অনড়। তিনি জানিয়ে দেন, তাঁর দুই ছেলে তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকো মুক্তি না পেলে তিনি কোনো নির্বাচনে অংশ নেবেন না, এমনকি আলোচনায়ও বসবেন না।

তারেক রহমানের মুক্তির মুহূর্ত ও দেশত্যাগ

দীর্ঘ আইনি লড়াই এবং রাজনৈতিক দরকষাকষির পর ২০০৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তারেক রহমান ১৩টি মামলায় জামিন পান। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁকে সরাসরি তৎকালীন পিজি হাসপাতালে (বর্তমান বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) নেওয়া হয়। সেখানে হাজার হাজার নেতাকর্মী একনজর দেখার জন্য ভিড় করেন। কিন্তু তারেক তখন হুইলচেয়ার ছাড়া নড়াচড়া করতে পারছিলেন না।

হাসপাতালে আট দিন চিকিৎসার পর, ১১ সেপ্টেম্বর তিনি সপরিবারে লন্ডনের উদ্দেশে দেশত্যাগ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিশেষ নির্বাহী আদেশে তাঁকে দেশ ছাড়ার অনুমতি দেয়। বিমানে ওঠার সময় তারেক রহমানের শারীরিক অবস্থা এতটাই নাজুক ছিল যে, তাঁকে স্ট্রেচারে করে কেবিনে তুলতে হয়েছিল।

তারেক রহমান দেশ ছাড়ার পর ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। এরপর ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে পিলখানায় বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) হত্যাকাণ্ড ঘটে। আওয়ামী লীগ সরকার তারেক রহমানের বিরুদ্ধে পুরোনো বিভিন্ন মামলা পুনরুজ্জীবিত করা ছাড়াও নতুন করে অসংখ্য মামলা দেয়। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলাসহ একাধিক মামলায় তাঁকে পলাতক দেখিয়ে বিচার কাজ চালানো হয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। এমনকি মানি লন্ডারিং মামলায় নিম্ন আদালত তাঁকে খালাস দিলেও, উচ্চ আদালতের মাধ্যমে সেই রায় সাজায় রূপ নেয়।

বিশ্লেষকদের মতে, তারেক রহমানের দেশে না ফেরার প্রধান কারণ ছিল তাঁর জীবনের নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচারের অভাব। শেখ হাসিনার শাসনামলে 'আয়নাঘর' এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের যে সংস্কৃতি চালু ছিল, তাতে তারেক রহমান দেশে ফিরলে তাঁর পরিণতি কী হতো, তা সহজেই অনুমেয়। বিএনপি সব সময় বলেছে, তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে এনে মিথ্যা মামলায় সাজা কার্যকর করে তাঁকে রাজনীতি থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পনা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক শামছুল আলম সেলিম বলেছেন, আজ এটি স্পষ্ট, তারেক রহমানের দেশত্যাগ কোনো সাধারণ প্রস্থান ছিল না। এটি ছিল এক অসম লড়াই থেকে সাময়িক পশ্চাদপসরণ, যাতে তিনি বেঁচে থেকে দলের হাল ধরতে পারেন।

তিনি বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর আমি ক্যান্টনমেন্টে খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তখন তাঁকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন করলে বলেছিলেন্ 'নির্বাচনে অংশ নিতে হয়েছে'। অর্থাৎ, এখানে হয়তো তাঁর ছেলেকে বের করে আনা ও দলকে পরে সংগঠিত রাখার একটি দূরদৃষ্টি ছিল। ফলে তারেক রহমানের দেশ ত্যাগের বিষয়টি জিয়া পরিবারের ত্যাগ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সমন্বয়। যে কারণে দলটি এখনও সুসংগঠিত। সংবাদসুত্র স্ট্রিম

তফসিল ঘোষণা, বাংলাদেশে জাতীয়

৫ পৃষ্ঠার পর

জানুয়ারি। তার তিন সপ্তাহ পর হবে ভোটগ্রহণ।

প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর ২১ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ হবে। সেক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র জমার জন্য ১৮ দিন সময় দেওয়া হয়েছে এবং প্রচারের জন্য ২০ দিন সময় রয়েছে।

ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রচার শেষ করতে হয়। অর্থাৎ, ২২ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ভোটের প্রচার চালানোর সুযোগ থাকবে।

জুলাই অভ্যত্থানে বদলে যাওয়া বাংলাদেশে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মাত্র দুই বছরের মাথায় এ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। সিইসি নাসির উদ্দিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তফসিল ঘোষণা করেন।

ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "ভোট আপনার শুধু নাগরিক অধিকারেই নয় বরং পবিত্র আমানত ও দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সচেতনভাবে আপনারা পালন করবেন এ আমার বিশ্বাস।

"যে কোনো ভয়ভীতি, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা এবং সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে নিঃসংকোচে আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। আপনাদের নিরাপদ ও উৎসবমুখর অংশগ্রহণকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও বাহিনী কাজ করবে।"

তিনি বলেন, "ধর্ম, গোত্র, গোষ্ঠী, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলে এই আনন্দ আয়োজনে অংশগ্রহণ করুন। পরিবারের প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও সন্তান সম্ভবা মাস সহ সকলকে নিয়ে ভোট দিতে আসুন। আমি আশা করি আপনাদের সতস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোটের অনুষ্ঠান উৎসবে রূপ নেবে।"

সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে ভোট হবে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে, ব্যালট পেপারে।

১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত একটানা ভোটগ্রহণ চলবে।

একজন ভোটার দুটি ব্যালটে ভোট দেবেন। সংসদের ভোটের ব্যালট হবে সাদাকালো; গণভোটেরটি রঙিন।

সংসদের ব্যালটে বরাবরের মতই প্রার্থীদের নাম আর নির্বাচনি প্রতীক থ াকবে। নির্ধারিত চৌকো সিল দিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে।

গণভোটের ব্যালটে প্রশ্ন থাকবেজুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তাবয়নে ভোটার সম্মতি দিচ্ছেন কি না। উত্তর দেওয়ার জন্য ব্যালটে 'হ্যাঁ' ও 'না' দুটো ঘর থাকবে। যারা সম্মতি জানাচ্ছেন তারা 'হ্যাঁ' লেখা বাক্সে সিল দেবেন এবং যারা এর পক্ষে নন তারা 'না' ভোট দেবেন। ভোট দেওয়ার পর সংসদ এবং গণভোটের ব্যালট আলাদা দুটো বাক্সে ফেলতে হবে।

একই দিন সংসদ ও গণভোট হওয়ায় এবার ভোটগ্রহণের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে।

ত্রয়োদশের পথে

২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে জিতে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করেছিল শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ।

দ্বাদশ সংসদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালের ৩০ জানুয়ারি, সেই সংসদের মেয়াদ ২০২৯ সালের ২৯ জানুয়ারি শেষ হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু জুলাই মাসে সরকারি চাকরির কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলন সরকার পতনের এক দফায় পরিণত হলে পাল্টে যায় সবকিছু। সেই অভ্যুত্থানে ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে, শেখ হাসিনা পালিয়ে যান ভারতে।

তিন দিনের মাথায়, ৮ অগাস্ট মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের যাত্রা শুরু হয়।৬ অগাস্ট সংসদ বিলুপ্ত করা হয়। নভেম্বরে এএমএম নাসির উদ্দিন নেতৃত্বে দায়িত্ব নেয় নতুন নির্বাচন কমিশন।

প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস ঘোষণা দেন, তার সরকারের কাজ হবে তিনটি। জুলাই হত্যার বিচার, রাষ্ট্রের সংস্কার এবং নির্বাচন। কিন্তু সেই নির্বাচন কবে হবে, তা বলা হচ্ছিল না। এ নিয়ে বিএনপিসহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর চাপ বাড়ছিল। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চাইছিল তারা।

গত ৬ জুন জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বলেছিলেন, নির্বাচন হবে ২০২৬ সালের এপ্রিলের প্রথমার্ধে। কিন্তু ১৩ জুন লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকে দুই পক্ষই আগের অবস্থান থেকে সরে আসে। যৌথ ঘোষণায় বলা হয়, নির্বাচন হবে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে।

সে অনুযায়ী প্রস্তুতি এগিয়ে নিতে থাকে নির্বাচন কমিশন। তৈরি করা হয় রোডম্যাপ। এদিকে সরকারও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চলতে থাকে শেখ হাসিনার বিচার। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করে জাতীয় একমত্য কমিশন।

সেই জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আইনি পথ খুঁজতে গিয়ে গণভোটের বিষয়টি আসে। সেটা কবে হবেজাতীয় নির্বাচনের আগে না একসঙ্গেতা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বাহাস চলে।

প্রধান উপদেষ্টা গত ১৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ঘোষণা দেন, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোট এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একই দিনে হবে।

এ ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির মধ্যে গণভোটের প্রস্তুতিও শেষ করে। ২৯ নভেম্বর 'মক ভোটিং' করে অভিজ্ঞতা নিয়ে ভোটগ্রহণের সময় ও বুথের সংখ্যা বাড়ানোর *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

তফসিল ঘোষণা, বাংলাদেশে জাতীয়

৪৫ পৃষ্ঠার পর

সিদ্ধান্ত নেয়।

অপতথ্য, আচরণবিধি

জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, বিভিন্ন কারণে এবারের নির্বাচন জাতির ইতিহাসে 'অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ'।

"প্রথমত, প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত সংস্কার প্রশ্নে সিদ্ধান্তের নির্বাচন এটি। এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে, যা একটি নতুন অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রীয় ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এই নির্বাচন হচ্ছে সক্ষমতা প্রমাণ করে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের অনন্য সুযোগ।

"তৃতীয়ত, দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের পর দেশের স্বার্থে রাজনৈতিক দলসমূহের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ধারা প্রবর্তনের দাবি রাখে এই নির্বাচন। চতুর্থত, প্রায় অকার্যকর পোস্টাল ভোট ব্যবস্থাকে পরিমার্জন করে এই নির্বাচনে একটি কার্যকরী রূপ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের অন্যতম চালিকাশক্তি আমাদের রেমিট্যান্স যোদ্ধা তথা প্রবাসী বাংলাদেশী ভোটারদের প্রথমবারের মতো ভোটের আওতায় আনা হচ্ছে।

"একইভাবে প্রথমবারের মত ভোটের আওতায় আসছেন আইনি হেফাজতে থাকা ভোটারগণ। এছাড়াও নিজ নির্বাচনী এলাকার বাইরে কর্মরত সরকারি কর্মচারী এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে এবার ভোট দেবেন।"

ভোটের মৌসুমে অপতথ্যের বিস্তার নিয়ে সতর্ক করে সিইসি বলেন, "বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ানো হয়ে থাকে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অসত্য তথ্য ও অপতত্ত্বের বিস্তার দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। প্রতিপক্ষ দল ও প্রার্থীকে হেয় করার পাশাপাশি নারীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক প্রচারণা আমাদের ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ন করে এবং নির্বাচনকে কলুষিত করে।

"দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপনাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ অসত্য এবং অসৎ উদ্দেশ্যে প্রচারিত কোনো তথ্যে কান দিবেন না, গ্রহণ করবেন না। মনে রাখবেন অসত্য তথ্য শেয়ার করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।"

নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থী এবং দলগুলোকে আচরণবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে সিইসি বলেন, "আসুন আমরা আচরণবিধি মেনে একটি শান্তিপূর্ণ ও উৎসব মুখর নিরবাচন নিশ্চিত করি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা নিশ্চিত করে ভোটারদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনই হোক আপনাদের লক্ষ্য নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী।"

নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করতে যাওয়া কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছতা নিরপেক্ষতা এবং দৃঢ়তার সাথে দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর কমিশনের অংশ হিসেবে আপনারা নির্ভয়ে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। মনে রাখবেন, এ ব্যাপারে কোন শিথিলতা বা গাফিলতি সহ্য করা হবে না।"

গণভোটে কী প্রশ্ন

বাংলাদেশের ইতিহাসে চতুর্থবারের মত গণভোট হতে যাচ্ছে এবার। এর আগে ১৯৭৭, ১৯৮৫ ও ১৯৯১ সালে গণভোটে ভোট দিয়েছে দেশের মানুষ।

জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য এবারের গণভোটের ব্যালট পেপারে 'জুলাই জাতীয় সনদ' অনুযায়ী সংবিধান সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ চারটি প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এসব প্রশ্নের বিপরীতে ভোটারদের কাছে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' ভোট চাওয়া হবে।

ব্যালট পেপার হবে এমনড়

জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি আছে?: (হ্যাঁ/না)

(ক) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হইবে।

(খ) আগামী জাতীয় সংসদ হইবে দুই কক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হইবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হইবে।

(গ) সংসদে নারীর প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হইতে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে ঐকমত্য হইয়াছেড় সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকিবে।

(ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে।

এক দিনে দুই ভোটে চ্যালেঞ্জ

ভোট সামনে রেখে দলগুলো প্রার্থী মনোনয়ন গুছিয়ে এনেছে। ইতোমধ্যে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপিসহ কয়েকটি দল তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে।

সব কিছু মিলিয়ে ভোটের আবহ তৈরি হলেও দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি বলে মনে করছেন নির্বাচন বিশ্লেষক আব্দুল আলীম।

তিনি বলেন, "আগের চারটি কেয়ারটেকার সরকারের সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এখনও ওই অবস্থায় পৌঁছাতে পারিনি আমরা। তফসিল ঘোষণার সময় আগেরগুলো যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায় যেতে পারিনি। আশা করি, তফসিল ঘোষণার পরে দলগুলোর পাশাপাশি অংশীজনদের সবাই পুরোপুরি নির্বাচনমুখী হয়ে যাবে।

"তফসিল ঘোষণা করলে আইন শৃঙ্খলাবাহিনী দায়-দায়িত্ব আরও সতর্কতার সঙ্গে, গুরুত্বের সঙ্গে পালন করলে পরিস্থিতিটা ভালো হতে পারে।"

এবার সংসদ ও গণভোট- দুটি ব্যালট পেপারে ভোট দেওয়ায় সময় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি গণণার বিষয়েও চ্যালেঞ্জ থাকার কথা তুলে ধরেন এ বিশ্লেষক।

২০০৮ সালে সর্বোচ্চ ৮৭% ভোট পড়ার প্রসঙ্গ টেনে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সাবেক সদস্য আব্দুল আলীম বলেন, "সবচেয়ে বড় দুটো বিষয় হচ্ছে- একজন ব্যক্তির দুটো ভোট দিতে কত সময় লাগবে? যেভাবে ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে, ৮০ শতাংশ ভোটার ভোট দিতে পারবেন কিনা। ৮০ শতাংশ বিবেচনায় ১০ কোটি ভোট পড়লে ব্যালট গুণতে হবে ২০ কোটি।"

ভোট গণনার সময় যেন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি না হয়, সে বিষয়ে প্রস্তুতির কথা তুলে ধরেন তিনি।

"ভোট গণনার সেই প্রস্তুতি যেমন রাখতে হবে, বিশেষ করে বাংলাদেশে কাউন্টিং দেরি হলে দলীয় প্রার্থীরা অস্থির হয়ে যান, সেখান থেকে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে, এটা মাথায় রাখতে হবে, এটাই বড় চ্যালেঞ্জ।"

এবার নির্বাচনে পৌনে ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ৭৯৩ জন ভোটার রয়েছে।

ভোটকেন্দ্র থাকছে ৪৩ হাজারের বেশি; আর ভোটকক্ষের সংখ্যা আড়াই লাখের মত।

ঝালকাঠি-১ আসনে সবচেয়ে কম ২ লাখ ২৮ হাজার ৪৩১ জন ভোটার রয়েছেন। আর ঢাকা-১৯ আসনে সবচেয়ে বেশি ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৭০ জন।

নিবন্ধিত প্রবাসীদের পাশাপাশি দেশের ভেতরে ভোটের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি, আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তি ও নিজ ভোটার এলাকার বাইরে থাকা সরকারি কর্মকর্তারা ডাকযোগে ভোট দিতে পারবেন।

এবার ভোটার প্রতি ১০ টাকা খরচ করতে পারবেন একজন প্রার্থী। সে হিসেবে সর্বনিম্ন ভোটারের আসনের প্রার্থীরা ২৫ লাখ টাকা ব্যয় করতে পারবেন; তবে ঢাকা-১৯ আসনের প্রার্থীরা প্রায় ৭৫ লাখ টাকা ব্যয় করার সুযোগ পাচ্ছেন।

বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত দল আছে ৫৫টি। এসব নিবন্ধিত দল ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন।

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা থাকবে ৯ থেকে ১০ লাখ। আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্য থাকবে ৭ থেকে ৮ লাখ।

এএমএম নাসির উদ্দিন নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের যাত্রা শুরু ২০২৪ সালের, নভেম্বরে।কমিশনের বাকি চার সদস্য হলেন, নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ, তাহমিদা আহমদ, মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। দায়িত্ব নেওয়ার ১৫ মাসের মাথায় প্রথম নির্বাচন আয়োজন করতে যাচ্ছেন তারা।

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল

৫ পৃষ্ঠার পর

অক্টোবরে ছিল ৮.১৭ শতাংশ। যদিও এ হার ২০২৪ সালের নভেম্বরে রেকর্ডকৃত ১১.৩৮ শতাংশের চেয়ে কম, তবে মাসভিত্তিক এই ঊর্ধ্বগতি নতুন করে মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এদিকে মজুরি প্রবৃদ্ধি ৮.০৪ শতাংশ হলেও তা মূল্যস্ফীতির চাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে গত বছরের তুলনায় পরিবারগুলোর ক্রয়ক্ষমতা কমেছে।

জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নভেম্বর ২০২৫-এ বেড়ে হয়েছে ৭.৩৬ শতাংশ, যা অক্টোবরের ৭.০৮ শতাংশ থেকে সামান্য বেশি। তবে ২০২৪ সালের নভেম্বরের ১৩.৮০ শতাংশের তুলনায় এটি উল্লেখযোগ্যভাবে কম। শহরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৭.৬১ শতাংশ এবং গ্রামে ৭.২৭ শতাংশ।

কেন খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমছে না

ঢাকার কাঁচাবাজারে গতকাল প্রতিপিস ফুলকপি ৫০ টাকা, বেগুনের কেজি ৮০ টাকা, মুলা ৪০ টাকা, করলা ১০০ টাকা, শসা ৮০ টাকা এবং গাজর ৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

এছাড়া শালগম ৬০ টাকা কেজি, মিষ্টি কুমড়া ৫০ টাকা পিস, বরবটি ৬০-৮০ টাকা কেজি দরে কিনতে হয়েছে। কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ১৪০ টাকা, পেপে ৪০ টাকা এবং নতুন আলু বিক্রি হয়েছে ১২০ টাকা দরে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি বাড়ার পেছনে খাদ্যদ্রব্যের দামই মূল ভূমিকা রেখেছে। নন-ফুড মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে; এতেই বোঝা যায়, চাপ মূলত খাবারের দিক থেকেই আসছে।

তিনি আরও বলেন, টাকার মূল্যহ্রাস (মূল্য পতন) আমদানি-নির্ভর খাদ্যপণ্যের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। "উৎপাদন ব্যাহত হওয়া, বিনিময় হার এবং বিভিন্ন অনিয়মড়এসব মিলেই খাদ্য মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ তৈরি করেছে।"

জাহিদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশে প্রায়ই বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার পর নীতি তৈরি করা হয়ড়পূর্বাভাসের ভিত্তিতে নয়।

তিনি বলেন, "তিন দিনে পেঁয়াজের দাম ৫০ টাকা বাড়লোড়এটা কি উৎপাদনের দিক থেকে কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এটা পুরোই বাজার নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সুযোগ নিয়ে তৈরি করা কারসাজি। বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাই বারবার কাজে লাগানো হচ্ছে।"

তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির একটি দিক স্পষ্টড়এটি আর কমছে না; বরং উচ্চ মাত্রায় স্থিতিশীল হয়ে আছে।

পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান ও সিইও এম মাশরুর রিয়াজ বলেন, বছরের এ সময়ে সাধারণত সবজির দাম কমার কথা। কিন্তু তা না হওয়া মানেই সরবরাহ শৃঙ্খলে কারসাজি হয়েছে।

তিনি বলেন, "এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো এই কারসাজির উৎস শনাক্ত করে তা নিয়ন্ত্রণ করা।"

মাশরুর রিয়াজ আরও বলেন, "কার্যকর বাজার তদারকি ও কঠোর আইন প্রয়োগ না থাকলে অসাধু ব্যবসায়ীরা সহজেই দাম ও সরবরাহশৃঙ্খলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে। এটাই এখন বড় উদ্বেগের বিষয়।"

মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না মজুরি প্রবৃদ্ধ

নভেম্বরে মজুরি বৃদ্ধির হার (ওয়েজ রেট ইনডেক্স) ৮.০৪ শতাংশ, যেখানে মূল্যস্ফীতি ৮.২৯ শতাংশ। ফলে টানা ৪৫ মাস ধরে মজুরি মূল্যস্ফীতির নিচে রয়েছে, অর্থাৎ আয় বাড়লেও তা মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

খাতভিত্তিক হিসেবে কৃষিতে মজুরি বেড়েছে ৮.১৪ শতাংশ, শিল্পে ৭.৮৬ শতাংশ এবং সেবাখাতে ৮.২২ শতাংশ। তবে কোনো ক্ষেত্রেই এই হার স্থায়ী মূল্যস্ফীতির চাপ সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত নয় বলে উঠে এসেছে বিবিএসের তথ্য।

এদিকে নন-ফুড মূল্যস্ফীতি নভেম্বর মাসে সামান্য কমে ৯.০৮ শতাংশ হয়েছে, যা অক্টোবরের ৯.১৩ শতাংশ এবং ২০২৪ সালের নভেম্বরের ৯.৩৯ শতাংশের চেয়ে কম। গ্রামে নন-ফুড মূল্যস্ফীতি ৯.২৪ শতাংশ এবং শহরে ৮.৯১ শতাংশ।

জাহিদ হোসেন বলেন, ৪৫ মাস ধরে মজুরি মূল্যস্ফীতির চেয়ে পিছিয়ে থাকায় শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কমছে। এতে ক্রয়ক্ষমতা দুর্বল হচ্ছে এবং জীবনযাত্রার খরচ বাড়ছে।

তিনি আরও বলেন, "শ্রমবাজারেও চাপ রয়েছে। বেশি বেতনের কাজে স্থানান্তরের সুযোগ সীমিত হওয়ায় অনেক শ্রমিক কম বেতনের কাজেই আটকে থাকছেন।"

নভেম্বরে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.২৯ শতাংশ

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে চলতি বছরের নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয়েছে ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। এর আগের মাস অক্টোবরে এই হার ছিল ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ। আর গত বছরের নভেম্বরে এ হার ছিল ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, এক মাসের ব্যবধানে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতিও কিছুটা বেড়েছে। চলতি বছরের নভেম্বরে খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ৩৬ শতাংশে, যা আগের মাস অক্টোবরে ছিল ৭ দশমিক ০৮ শতাংশ।

তবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি কমেছে। এক বছর আগে, অর্থাৎ ২০২৪ সালের নভেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১৩ দশমিক ৮০ শতাংশ।

খাদ্যবহির্ভূত (নন-ফুড) খাতে নভেম্বরে মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা কমে ৯ দশমিক ০৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা আগের মাস অক্টোবরে ছিল ৯ দশমিক ১৩ শতাংশ। গত বছরের নভেম্বরে এই হার ছিল ৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

'অপমানিত' রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

৫ পৃষ্ঠার পর

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আগামী বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর ১৫ বছরের আওয়ামী শাসনামলের অবসান ঘটে। সংসদ ভেঙে দেওয়ার পর দেশে একমাত্র অবশিষ্ট সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে রাষ্ট্রপতির পদটি তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য রয়টার্স প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উপদেষ্টাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তাৎক্ষণিক কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। রাষ্ট্রপতি জানান, শিক্ষার্থী আন্দোলনকারীরা শুরুতে তাঁর পদত্যাগের দাবি তুললেও, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কোনো রাজনৈতিক দল তাঁকে পদত্যাগ করতে বলেনি।

শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন কি নাড়এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানান রাষ্ট্রপতি। তিনি দাবি করেন, রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর থেকে তিনি কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত নন এবং স্বাধীনভাবে কাজ করছেন।

ব্রেস্ট ক্যানসারের ভ্যাকসিন নিয়ে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ট্রিপল-নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য রহস্যময় ছিল। কারণ এটি প্রচলিত হরমোন থেরাপি-নির্ভর চিকিৎসায় সাড়া দেয় না এবং এই রোগে আক্রান্ত নারীদের রোগ পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে।

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের গবেষকরা একটি বায়োটেকনোলজি দলের সঙ্গে কাজ করে এই পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিনটি উদ্ভাবন করেছেন। ভ্যাকসিনটি আলফা ল্যাকট্যালবুমিন নামের একটি প্রোটিনকে লক্ষ্য করে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই বছর সান আন্তোনিও ব্রেস্ট ক্যান্সার সিম্পোজিয়ামে উপস্থাপিত মানব-পর্যায়ের ট্রায়ালের প্রাথমিক ফলাফল দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিশ্চিত করেছে।

১. নিরাপত্তা: ভ্যাকসিনটি নিরাপদ।

২. সক্রিয়তা: এটি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে যথেষ্টভাবে সক্রিয় করতে সক্ষম।

এর আগে পশুদের ওপর চালানো পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, এই প্রোটিনের বিরুদ্ধে রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় করা সম্ভব হলে টিউমার বেড়ে ওঠার আগেই তা দমন করা যায়।

তবে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, প্রথম পর্যায়ের এই ট্রায়ালের প্রধান লক্ষ্য ছিল রোগীদের নিরাপত্তা এবং রোগপ্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া বোঝা। পুরোপুরি রোগ নিরাময় বা পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে এই ভ্যাকসিন কতটা কার্যকর হবে, তা নিশ্চিত হতে আরও বড় পরিসরের ট্রায়াল প্রয়োজন। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রোগপ্রতিরোধ কোষগুলোকে টিউমারের প্রাথমিক কার্যকলাপ চিনতে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হলে, বাকি প্রশ্নগুলোর উত্তরও দ্রুত পাওয়া যাবে। খবর এনবিসি নিউজের।

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

ব্যাতিক্রমী আয়োজনে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির পারিবারিক মিলনমেলা, আগামী বছর ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: ব্যাতিক্রমী আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো নিউইয়র্কের অন্যতম সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির পারিবারিক মিলনমেলা। আমন্ত্রিত অতিথি, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও উপদেষ্টাসহ তাদের পরিবার-পরিজনের আনন্দ-উচ্ছাসে শনিবার (৬ নভেম্বর) কুইন্সের আগ্রা প্যালেসের সন্ধ্যাটি হয়ে ওঠে বর্ণিল মিলনমেলা। মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে পারিবারিক এ মিলনমেলাকে অনিন্দ্য সুন্দর আর উৎসবমুখর করে তোলে। অনুষ্ঠানের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো কর্মকর্তাদের পরিচিতি, শুভেচ্ছা বক্তব্য, সেরা কমিউনিটি দম্পতি ও সেরা কর্মকর্তা দম্পতিদের পুরস্কৃত করা, গান-ফান আর নৈশভোজ।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন সি লু, কুইন্স সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস ক্যারল, নিউইয়র্ক স্টেটের লিউটুন্যান্ট গভর্নর এন্থনিও ডেলগাডো। বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানীর ট্রানজিশন টিমের সদস্য আরমান চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম মঞ্জু ও সাংবাদিক-লেখিকা মনিজা রহমান। অনুষ্ঠানে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। এরপর উপদেষ্টাদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, উপদেষ্টা যথাক্রমে ডা. ওয়াজেদ এ খান, সালেহ আহমেদ, হুসনে আরা বেগম, রেজাউল করীম চৌধুরী, অধ্যাপক শাহাদত হোসেন, শাহাব উদ্দিন সাগর, কামরুজ্জামান কামরুল ও এবিএম সালাহউদ্দিন আহমদ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন এবং ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান সহ আগামী দিনের সার্বিক সফলতা কামনা করেন। কোন কোন বক্তা তাদের বক্তব্যে ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বিলাল চৌধুরী উদ্যোগের কিশোর সময়ের কথাও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, নবধ্বনী সম্পাদক শেখ সিরাজুল ইসলাম, নিউইয়র্ক বাংলা সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, সাংবাদিক ফরিদ আলম, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হক, জেমিনি সম্পাদক বেলাল আহমেদ, ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী, মেয়র জোহরান মামদানীর ট্রানজিশন টিমের সদস্য শাহরিয়ার, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবীব, সিলেট এমসি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ'র নবনির্বাচিত সভাপতি ও বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মাসুদুল হক সানু, ফোবানার কর্মকর্তা আবু যুবায়ের দ্বারা, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টও নূরুল আজীম, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, সোসাইটির কর্মকর্তা হাসান জিলানী ও জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ফারজানা চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আগামী বছরের সামারে অনুষ্ঠিতব্য ফ্রেন্ডস সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তী অর্থাৎ সিলভার জুবিলি অনুষ্ঠানের কনভেনর হিসেবে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি বিলাল চৌধুরী এবং সদস্য সচিব হিসেবে রিজু মোহাম্মদ-কে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এছাড়াও ফ্রেন্ডস সোসাইটির নতুন লগো ছাড়াও আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য ফ্রেন্ডস সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তীর লগো উন্মোচন করা হয়। বিভিন্ন পর্ব উপস্থাপনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সি, সিনিয়র সহ সভাপতি এফএম মিসবাহ উজ জামান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি ও যুগ্ম সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী প্রতীক হাসান, রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, অনিক রাজ ও শামসুন নাহার নিম্মি। এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ চুটকি পরিবেশন করেন এবং প্রতীক হাসানের সাথে একটি গানে অংশ নেন। শিল্পীদের গানের সাথে শিশুরাও নেচে নেচে আনন্দ উপভোগ করে।

সদ্য উদযাপিত থ্যাক্স গিভিং ডে স্মরণে তার্কি কাটার পাশাপাশি নৈশ ভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সভাপতি সামসুদ্দিন আজাদ, সাধারণ সম্পাদক আবু নোমান সরকার; চ বি এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকার নতুন কমিটি গঠিত

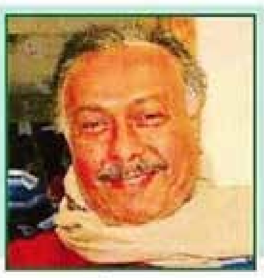
সামসুদ্দিন আজাদ
সভাপতি

মোহাম্মদ আবু নোমান সরক
সাধারন সম্পাদক

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা ইনক এর আগামী ২০২৬-২০২৭ বর্ষের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত হন অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, কমিশনের অন্য দুজন সদস্য হলেন অধ্যাপক নোয়াব মিয়া ও মনজুরুল আলম নসু।

গত ১২ই ডিসেম্বর রাত ৯ টার দিকে বিপুল সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী - যারা বিভিন্ন সময়ে কার্যকরী কমিটিতে থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বিপুল সংখ্যক উপদেষ্টা মন্ডলির সদস্যের উপস্থিতিতে জামাইকার হিল সাইডে পানশী রেষ্টুরেন্টে নবনির্বাচিত কমিটির নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী। সভাপতি পদে সামসুদ্দিন আজাদ সাধারণ সম্পাদক আবু নোমান সরকারকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন। উপস্থিত সকল সদস্যের মুহু মুহু

করতালির মধ্য দিয়ে০১৯ নতুন কমিটিকে উপস্থিত সকল সদস্য অভিনন্দন জানান। নাম ঘোষণার পর নতুন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং বিদায়ী সভাপতি মাহমুদ আহমেদ দীর্ঘ সমাপনী বক্তব্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন এবং সবশেষে নৈশ ভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। নতুন কমিটির অভিষেক ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন করার সিদ্ধান্ত হয় আগামি ২৮ ডিসেম্বর রোববার। সামসুদ্দিন আজাদ প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র হিসেবে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

সরকারি এই বাসভবনের ওঠার বিষয়ে কিছু বলেননি। গত সোমবার (৮ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে মামদানি বলেন, ‘এই সিদ্ধান্ত আমাদের পরিবারের নিরাপত্তা এবং নিউইয়র্কবাসী যে সাশ্রয়ী এজেন্ডার পক্ষে ভোট দিয়েছেন, তা বাস্তবায়নে আমার পুরো মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে।’

মামদানি বিবৃতিতে আরও বলেন, ‘অ্যাস্টোরিয়া: নিউইয়র্ক সিটির সেরা দিকগুলো আমাদের দেখানোর জন্য ধন্যবাদ।’ তিনি বলেন, ‘আমি হয়তো আর অ্যাস্টোরিয়ায় থাকব না। তবে অ্যাস্টোরিয়া সব সময় আমার ভেতরে এবং আমার কাজের মধ্যে বেঁচে থাকবে।’

মেয়র নির্বাচনের প্রচারণায় মামদানি তার মূল প্রতিশ্রুতি ছিল ভাড়া না বাড়ানো। এর সঙ্গে তিনি নিজের আবাসন পরিস্থিতিকে যুক্ত করেছিলেন।

তবে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা, বিশেষ করে নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো বিখ্যাত পরিবার থেকে আসা সত্ত্বেও মামদানির ভাড়া নেওয়া অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করা নিয়ে সমালোচনা করেন।

মামদানির মা প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার এবং বাবা মাহমুদ মামদানি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন লায়ন্স ক্লাব কর্মকর্তাদের অভিষেক সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: গত ৬ ডিসেম্বর শনিবারকুইন্সের লাগোয়ার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেল বলরুমে ব্যাপক আয়োজনে সদ্য গঠিত ‘নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন লায়ন্স ক্লাব’ কর্মকর্তাদের অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে। অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন ক্লাবটির প্রেসিডেন্ট তারেক হাসান খান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি এবং ক্লাবের নেতৃবৃন্দ কেক কেটে উদযাপন করেন ক্লাবের প্রথম চার্টার্ড নাইট।

ক্লাব সেক্রেটারি আহমেদ সোহেলের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অভিষেক উদযাপন কমিটির কনভেনার লায়ন নাঈম আহমেদ। আমেরিকা এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর সম্প্রতি বাংলাদেশ ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পে নিহতদের স্মরণে পালন করা হয় এক মিনিট নীরবতা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নতুন এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লায় তারেক হাসান খানকে শপথ পড়িয়েছেন লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২-এর গভর্নর লায়ন আসেফ বারী। এরপর অভিষিক্ত ক্লাব প্রেসিডেন্ট নির্বাহী কমিটির সকল কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছ

নতুন এই চার্টার এবং এই আয়োজন আয়োজনে বক্তব্য রেখেছেন নাসাও কাউন্টির জজ অ্যান্থনি, জজ সোমা সাঈদ, অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার, স্টেট সিনেটর জন ল্যু, লায়ন মুনমুন হাসিনা বারী, লায়ন এম এম শাহীন, লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২-এর কেবিনেট সেক্রেটারী লায়ন আহসান হাবীব, অভিষেক উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব লায়ন আমির হোসেন কামাল, লায়ন মোহাম্মদ খালেক, চিপ কোঅর্ডিনেটর লায়ন মনিরুল ইসলাম প্রমূখ। ডিস্ট্রিক্ট ২০আর ২ এর বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এই অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। এসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার নতুন সদস্যদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

কর্মকর্তারা আশা করছেন এই নতুন কমিটির মাধ্যমে লায়ন্স এর মূলমটো ‘উই সার্ভ’ এর কার্যক্রম আরো বিস্তৃত হবে এবং কমিউনিটি সেবার ক্ষেত্রেও তারা দৃঢ় ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্নের মাঝে উপস্থিত ছিলেন লায়ন আব্দুর রশিদ, লায়ন গোলাম এন হায়দার মুকুট, লায়ন হাবিবুল বাহার চৌধুরী, লায়ন জামিল হোসেন, লায়ন আনোয়ার হক, লায়ন হাকিকুল ইসলাম খোকন, লায়ন মোঃ হুদা, লায়ন শাহিনুর রহমান বিপ্লব, লায়ন ইসতিয়াক রুমি, লায়ন সাজ্জাদ রহমান খান, লায়ন জান্নাতুল নাঈম, লায়ন ববি পারভীন, রুবি গাজী,লায়ন তাহমিনা চৌধুরী, লায়ন শারমিন প্রিয়া, লায়ন ডালিয়া বিপ্লব, লায়ন তাওহিদ মাহবুব মুন্না, লায়ন রাফসান নাঈম প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো

৫৪ পৃষ্ঠার পর

তিনি। তবে, রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন কিংবা তিনবার ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন করেও কাজ হয়নি।

ফয়সাল অভিযোগ করেন, অ্যাটর্নি পরিচয় দিয়ে আইনি সহায়তার নামে সেখানেও বাঙালিদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার একটি চক্র তৈরি হয়েছে।

তার ক্ষেত্রে অবশ্য সংকটের শুরুটা হয় যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পরিবর্তনের পর। অবৈধভাবে দেশটিতে থাকা অন্য সবার মতো বিপদে পড়েন মি. আহমেদও।

বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ছয় মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে গ্রেপ্তার হন ফয়সাল। সেখান থেকে তাকে বাফেলোর একটি ডিটেনশন সেন্টারে নেওয়া হয় তাকে। এরপর জায়গা বদলে সে সহ আরো কয়েকজনকে হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে নেওয়া হয় লুইসিয়ানার আরেকটি কারাগারে।

“ভাই, আর কারো যেন এভাবে কারাগারে না থাকা লাগে, ছয়ডা মাস ছিলাম, যে খাবার খাইতে দিত, মানুষ পশুপাখিকেও এখন খাবার খাওয়ায় না”, এভাবেই কারাগারে থাকার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বলছিলেন তিনি।

এরপর শুরু হয় দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া। সোমবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ সামরিক ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান মি. আহমেদসহ ৩১ জন। এখানেও বিরূপ অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন তারা।

ওই ফ্লাইটে থাকা আরেকজন বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, “বাংলাদেশের জন্য বিমানে তুলছে সকাল আটটায় কিন্তু হাতে, গলায় ও কোমরে শেকল পরানো ছিল রাত বারোটা থেকেই। এরপর প্রায় ২৭ থেকে ২৮ ঘণ্টা বিমানে ছিলাম। আমাকে বাথরুমেও যেতে দেওয়া হয়নি।”

সোমবার একই ফ্লাইটে যে ৩১ জন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে ফিরেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই নোয়াখালীর বাসিন্দা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাদেরই একজন বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, “হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি, কোমরে বেড়ি, আমেরিকা থেকে বিমানে তুলছে ৪০ ঘণ্টা পর গার্বেজের মতো ছুড়ে ফেলে গেছে বাংলাদেশের বিমানবন্দরে।”

টেলিফোনে কথা হচ্ছিল এই পরিস্থিতির শিকার আরেকজনের বড় ভাইয়ের সঙ্গে। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, দুই বছর আগে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে বৈধভাবে ব্রাজিল গিয়েছিল তার ভাই। গত নয় মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশ করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। তারপর থেকেই ছিলেন কারাগারে।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলছিলেন, “ভাইয়ের জন্য জমি বিক্রি করে টাকার ব্যবস্থা করছিলাম, প্রায় ৩৫ লাখ খরচ হইছে, এখন আমগো কি হইবো।”

ব্র্যাক মাইগ্রেশন সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে গত সাত মাসে এভাবে ফেরত পাঠানো হয়েছে আড়াইশোর বেশি বাংলাদেশিকে। যারা নানাভাবে দেশটিতে ঢুকে বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই সেখানে থেকে গিয়েছিলেন।

ফেরত আসা এই কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই নোয়াখালীর। এছাড়া সিলেট, ফেনী, শরিয়তপুর, কুমিল্লা সহ বিভিন্ন জেলার ব্যাক্তিও রয়েছেন। আরও অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি রয়েছেন, যাদেরকে ফেরত পাঠানো হতে পারে বলে জানিয়েছেন ফেরত আসা কর্মীরা।

ফিরতে পারেন আরও বাংলাদেশি

মার্কিন আইন অনুযায়ী বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানকারী অভিবাসীদের আদালতের রায় বা প্রশাসনিক আদেশে দেশে ফেরত পাঠানো যায়। আশ্রয়ের আবেদন ব্যর্থ হলে দেশটির অভিবাসন কর্তৃপক্ষ তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে।

দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় বসেই কঠোর অভিবাসনবিরোধী নীতির বাস্তবায়ন শুরু করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তখন থেকেই দেশটিতে অবৈধভাবে থাকা বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের গ্রেপ্তার ও বিতাড়িত করছে ট্রাম্প প্রশাসন।

সম্প্রতি ফেরত আসা ফয়সাল বিবিসি বাংলাকে জানান, যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে দেশটিতে অবৈধভাবে থাকার অভিযোগে গ্রেফতার আরও অনেক বাংলাদেশিকে দেখেছেন তিনি।

তবে এসব বন্দিকে ফেরত পাঠানোর সময় তাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে, সেটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। এমনকি এই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রতিবাদও জানিয়েছে কয়েকটি দেশ।

ব্র্যাক মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম এর সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় একাধিক দফায় বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

তার মতে, নথিপত্রহীন কাউকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফেরত পাঠানোটা স্বাভাবিক কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা হাতকড়া, পায়ে শেকল পরিয়ে রাখার ঘটনা অমানবিক।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, “পঞ্চাশ থেকে ষাট ঘণ্টা যতক্ষণ তারা ফ্লাইটে ছিলেন হাতে-গায়ে শেকল পরানো অবস্থায়। এমন পরিস্থিতি আসলে একজন ব্যক্তির মধ্যে ট্রমা হয়ে থাকে, আতঙ্ক হয়ে থাকে।”

ফয়সাল বলছেন, সরকারের উচিৎ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপ নেওয়া। অবৈধভাবে কেউ থাকলে বন্দি করে ফেরত পাঠানো হোক, কিন্তু মানবিক দিকও বিবেচনায় রাখা উচিৎ।

ব্র্যাকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ২৮শে নভেম্বর একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে ৩৯ জনকে ফেরত পাঠানো হয়। এর আগে আটই জুন ফেরানো হয় ৪২ বাংলাদেশিকে।

এছাড়া এই বছরের ছয়ই মার্চ থেকে ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত একাধিক ফ্লাইটে আরও অন্তত ৩৪ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ২০২৪ সালের শুরু থেকে চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশির সংখ্যা ২৫০ ছাড়িয়েছে।

বৈধ ভিসায় গিয়েও অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে

বাংলাদেশ থেকে বৈধভাবে কাজের অনুমতি নিয়ে একদেশে যাওয়ার পর সেখান থেকে অবৈধভাবে অন্য দেশে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন অনেকে। অতীতেও এমন প্রবণতা দেশের শ্রমবাজার বন্ধের অন্যতম কারণ হয়েছে বলে মনে করেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র থেকে যাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই বৈধ কাজের পারমিট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ব্র্যাক মাইগ্রেশন সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে সবশেষ দেশে ফেরত আসা ৩১ জনের মধ্যে অন্তত সাতজন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে ব্রাজিল গিয়েছিলেন। এরপর সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন।

এই প্রবণতা দেশের শ্রমশক্তি রপ্তানির জন্য ভালো খবর নয় বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

তারা বলছেন, নতুন করে ব্রাজিলে কর্মী পাঠানোর অনুমতি দেওয়ার আগে সরকারের সতর্ক হওয়া জরুরি।

ব্র্যাক মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম এর সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলছেন, “ব্রাজিলে কাজের নামে যাদেরকে পাঠানো হচ্ছে তাদের অধিকাংশই ব্রাজিল থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার চেষ্টা করছেন। এজন্য একেকজন ৩০ থেকে ৩৫ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করছেন কিন্তু ফিরছেন শূন্য হাতে।”

এক্ষেত্রে কর্মী পাঠানোর পরও তাদের বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। কাজের অনুমতি নিয়ে তিনি ওই দেশে থাকলেন কিনা, সেখানে গিয়ে একজন কর্মী কাজ পেয়েছেন কিনা এসব বিষয়েও খোঁজখবর রাখা জরুরি বলে তিনি বলছেন।

ফয়সাল বলছেন, যে এজেন্সি তাদের পাঠিয়েছিল এবং যারা এই অনুমোদন প্রক্রিয়ায় ছিলো তাদেরকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত।

অতীতেও নানা অনিয়মের কারণে মালয়েশিয়া, কাতারসহ বেশ কয়েকটি দেশে শ্রমশক্তি পাঠানোর সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে বাংলাদেশের জন্য।

এমন প্রেক্ষাপটে আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকার যেসব দেশে বৈধভাবে কর্মী পাঠানোর সুযোগ তৈরি হচ্ছে সেসব জায়গায় নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। সূত্র : বিবিসি বাংলা

করিম চৌধুরী নতুন প্রেসিডেন্ট, মাফ মিসবাহ প্রেসিডেন্ট এমেরিটাস, অ্যাসাল'র ১৮ তম বার্ষিক কনভেনশন সমাপ্ত

পরিচয় ডেস্ক: প্রতিষ্ঠালাভের প্রায় ১৭ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতির সাথে দক্ষণ এশীয় শ্রমিক ও নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন সংগঠন অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসাল'র এর সভাপতি পদে পরিবর্তন এসেছে।

গত ৫ ও ৬ ডিসেম্বর শেরাটন আটলান্টিক সিটি হোটেলের বিশাল হল রুমে অনুষ্ঠিত ১৮তম কনভেনশন এর ২য় দিনে অ্যাসাল'র নতুন ন্যাশনাল কমিটির নাম ঘোষণা করেন বিদায়ী প্রতিষ্ঠাতা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন। নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন বিদায়ী ন্যাশনাল সেক্রেটারী জেনারেল এম করিম চৌধুরী এবং প্রথমবারের মত সংগঠনের 'প্রেসিডেন্ট ইমিরাটস' নির্বাচিত হয়েছেন বিদায়ী ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন।

অ্যাসাল নতুন ন্যাশনাল কমিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন জামিলা এ উদ্দিন এবং সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হয়েছেন হারজিৎ মিনহাস।

আওয়ার ওয়ার্ক, আওয়ার প্রাইড অ্যান্ড আওয়ার প্রগ্রেস' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে নিউজার্সির আটলান্টিক সিটির শেরাটন হোটেলের বলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসাল'র ১৮ তম বার্ষিক কনভেনশন। উৎসবমুখর পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্রে মূলধারায় দক্ষিণ এশিয়ার ৮ দেশীয় ইমিগ্র্যান্টদের সংযুক্তিরর শীর্ষ স্থানীয় সংগঠন অ্যাসালের কনভেনশন যা প্রকৃত অর্থে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী দক্ষিণ এশীয়দের মিলনমেলায় পিরণত হয়। রেকর্ড সংখ্যক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ দক্ষিণ এশিয় ইমিগ্র্যান্টদের সরব উপস্থিতিতে মুখরিত সমাবেশে শুক্রবার ৫ ডিসেম্বর কনভেনশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অ্যাসালের ১৮ তম বার্ষিক কনভেনশন কমিটির চেয়ার অধ্যাপক ড. গোলাম এম মাতবর, এমএসএস, এমএসডব্লিউ, পিএইচডি।

দু'দিনব্যাপি এ কনভেনশনে কি নোট স্পিকারের বক্তব্য রাখেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত এম ওসমান সিদ্দিক।

অ্যাসালের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী জেনারেল এম করিম চৌধুরী ও নিউজার্সি চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট মো. ফারুক হোসেনের পরিচালনায় কনভেনশনের শুরুতে শপথ বাক্য পাঠ করান সারাহ ওসাকিয়া ও মিনহা মাহজাবীন।

কি নোট স্পিকারের বক্তব্যে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত এম ওসমান সিদ্দিক অ্যাসালের ভবিষ্যত নিয় ৫ দফঅ কর্মষুচির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি, আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের জোরদার প্রয়াস ও যতো দ্রুত সম্ভব সদস্যস□ংখ্যা বৃদ্ধিকরণ। তিনি আরো বলেন বিগত দিনেনের কর্মকান্ড মুল্যায়ণ করে এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনে বিশেষ করে মূলধারার র রাজনীতিতে অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসাল আরো গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখার অবস্থায় পৌঁছে যাবে, নি:সন্দেহে।

অনুষ্ঠানে মূলধারার নির্বাচিত কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসাল এর প্রধান উপদেষ্ঠা কম্প্যুটার বিজ্ঞানী ড. আিজজ আহমেদ, অ্যাসাল নতুন ন্যাশনাল কমিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন জামিলা এ উদ্দিন প্রমুখ। কনভেনশনে সরাসরি উপস্থিত থাকতে না পেরে বাণি পাঠান সিনেটর চাক শুমার, নিউইয়র্কের গভর্ণর ক্যাথি হোকুল সহ মূলধারার আরো কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। কনভেনশনে অতিথিরা ছাড়াও অ্যাসাল'র বিভিন্ন চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তারা তাদের নিজ নিজ সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে অ্যাসালের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও প্রতিষ্ঠাতা মাফ মিসবাহ উদ্দিন অ্যাসাল'র লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, এবারের থিম 'আওয়ার ওয়ার্ক, আওয়ার প্রাইড

অ্যান্ড আওয়ার প্রগ্রেস'। মূলধারার রাজনীতিতে দক্ষিণ এশীয়দের অবস্থান আরো সুসংহত করতে অ্যাসাল'র দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশিয়রা যাতে নিজ নিজ অধিকার ও মর্যাদা সুসংহত রাখতে পারেন সে লক্ষে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে 'অ্যাসাল'।

তিনি বআরো লেন, অ্যাসাল ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশীসহ দক্ষিণ এশিয়ানদের বিভিন্ন যৌক্তিক দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরছে। ইমিগ্র্যান্টদের নানা ইস্যুগুলো জনপ্রতিনিধিদের ইস্যুতে পরিণত করে তা বাস্তবায়নে কাজ করছে অ্যাসাল। আমরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি কিন্তু তা সমাধান করতে পারছি না তা নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সমাধানে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বর্তমানে অ্যাসাল'র ২২ চ্যাপ্টারের নানা কর্মকান্ডের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, সদস্যদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই আজকের এ অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছে অ্যাসাল। এধারা অব্যাহত রেখে আমাদের আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। মাফ মিসবাহ উদ্দিন অ্যাসালের আমন্ত্রণে কনভেনশনে যোগদানের জন্য সকলের প্রতি বিশেষ কৃ তজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, অ্যাসাল ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশীসহ দক্ষিণ এশিয়ানদের বিভিন্ন যৌক্তিক দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরছে। ইমিগ্র্যান্টদের নানা ইস্যুগুলো জনপ্রতিনিধিদের ইস্যুতে পরিণত করে তা বাস্তবায়নে কাজ করছে অ্যাসাল। আমরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি কিন্তু তা সমাধান করতে পারছি না তা নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সমাধানে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

তিনি অ্যাসাল'র ২২ চ্যাপ্টারের নানা কর্মকান্ডের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, সদস্যদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই আজকের এ অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছে অ্যাসাল। এধারা অব্যাহত রেখে আমাদের আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। মাফ মিসবাহ উদ্দিন অ্যাসালের আমন্ত্রণে কনভেনশনে যোগদানের জন্য সকলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

কনভেনশন কমিটির চেয়ার অধ্যাপক ড. গোলাম এম মাতবর সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, কনভেনশন কমিটির চেয়ার হিসেবে ১৮তম বার্ষিক কনভেনশনের উদ্বোধন করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। অ্যাসাল নেতাদের, বিশেষ করে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কিংবদন্তি লেবার ইউনিয়ন লিডার মাফ মিসবাহ উদ্দিনকে অভিনন্দন জানাই। অ্যাসাল আমেরিকা জুড়ে কমিউনিটির জন্য যা করছে তা অতুলনীয়। এ আন্দোলন জোরদারে সবার সাহায্য করা উচিত।

সেক্রেটারী এম করিম চৌধুরী কনভেনশনে বিগত বছরের কার্যক্রম তুলে ধরে অ্যাসালের ন্যাশনাল কমিটিসহ বিভিন্ন চ্যাপ্টারের কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। এসময় তিনি বিভিন্ন চ্যাপ্টারের কার্যক্রম তুলে ধরেন।

করিম চৌধুরী তার বক্তব্যে আরো বলেন, "আমাদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মাফ মিসবাহ উদ্দিনের একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তিনি আমাদের কমিউনিটি এবং মূলধারার রাজনীতির মধ্যে সেতু হিসেবে অ্যাসালকে তৈরি করেন। তিনি যা কল্পনা করেছিলেন আজ আমেরিকা জুড়ে তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা যদি আরও কঠোর পরিশ্রম করতে থাকি তাহলে এমন একটি আমেরিকা তৈরি করতে পারব যেখানে প্রতিটি দক্ষিণ এশিয়ান তাদের আমেরিকান স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হবেন।"

কনভেনশনে অ্যাসাল'র পক্ষ থেকে বেশ কিছু অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। ১৮ তম বার্ষিক কনভেনশন উপলক্ষে অ্যাসাল তথ্য সমৃদ্ধ একটি বিশেষ স্মরণিকাও প্রকাশ করে।

বর্ণাঢ্য এ কনভেনশনে মূলধারার রাজনীতিক, স্টেট ও সিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি, কর্মকর্তা, শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটি লিডার, সাংবাদিক, অ্যাসাল সদস্য সহ বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী-আমেরিকানসহ দক্ষিণ এশীয় আমেরিকান অংশগ্রহণ করেন। ২০২৬ সালে অ্যাসাল এর পরবর্তী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে নিউ ইয়র্কে। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব।

www.parichoy.com New York | Vol. 33 | Issue 1659 | Saturday | December 13, 2025

বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্কের সাধারণ সভা ২৮ ডিসেম্বর, বর্তমান সদস্য সংখ্যা আজীবন সদস্যসহ ১৩১৮

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী বংশোদ্ভুতদের অন্যতম প্রাচীন সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর পরবর্তী সাধারণ সভা আগামী ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে জ্যাকসন হাইটসের নিকটবর্তী উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে। বাংলাদেশ সোসাইটির গঠনতন্ত্র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে হলে অবশ্যই সাধারণ সদস্য পদ বহাল অথবা আজীবন সদস্যপদ থাকতে হবে। যে কারণে বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সদস্য হওয়ার আহ্বান জানায় বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান কার্যকরি কমিটি।

গত ৩০ নভেম্বর ছিল বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য হওয়ার শেষ দিন। বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে সদস্যপদ গ্রহণ করা হয়। এই সময় বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সগ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমি, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, কার্যকরি সদস্য এ বি সিদ্দিক পাটোয়ারি. জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দীসহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

একটি সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ সোসাইটির মোট সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১৩১৮ জন। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত নতুন সদস্য হয়েছেন ৩৭৯ জন। আজীবন সদস্যসংখ্যা ৯৩৯ জন।

সাধারণ সভা উপলক্ষে ইতিমধ্যই বাংলাদেশ সোসাইটির গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছেন। গত ৩০ নভেম্বর তারা বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের বৈঠক আহবান করেছিলেন। প্রায় ১৭ জন সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে মাত্র ৪ জন উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সভায় বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর বর্তমান গঠনতন্ত্র সংশোধন, কিছু ধারার পরিবর্তন, সংযোজন বিষয়ক সংশোধনীর প্রস্তাবনা মূলত: আসে গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য গঠিত কমিটি থেকে। তবে সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যরাও গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন, সংশোধন কিংবা সংযোজনের জন্য প্রস্তাব রাখতে পারেন এবং তা উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশ ভোটে পাশও হয়ে যেতে পারে।

রোড আইল্যান্ডের ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে গুলিতে নিহত

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ইউনিভার্সিটিতে গোলাগুলির ঘটনায় অন্তত ২ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৮ জন। ১৩ ডিসেম্বর শনিবার এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অঙ্গরাজ্য রোড আইল্যান্ডের রাজধানী প্রভিডেন্সের মেয়র ব্রেট স্মাইলি খবর নিশ্চিত করে বলেছেন এই আইভি লীগ ক্যাম্পাসে শনিবার যখন গোলাগুলি শুরু হয়, তখন সেখানে পরীক্ষা চলছিল।

রোড আইল্যান্ড কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি এখনও পলাতক। তারা হামলাকারীকে কালো পোশাক পরিহিত পুরুষ হিসেবে শনাক্ত করেছেন, যিনি পায়ে হেঁটে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেছেন। তারা আরও জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোনো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়নি।

এক সংবাদ সম্মেলনে স্মাইলি বলেন, স্থানীয় সময় শনিবার ১৩ ডিসেম্বর বিকেল ৪ টা ৫ মিনিটের দিকে জরুরি সেবা প্রতিক্রিয়াকারীদের কাছে ৯১১ কল আসার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গোলাগুলির বিষয়টি জানতে পারে। স্মাইলি বলেন, ‘আমি নিশ্চিত করতে পারি যে, আজ বিকেলে দুইজন ব্যক্তি মারা গেছেন এবং আরও আটজন গুরুতর অবস্থায় রয়েছেন, যদিও তারা রোড আইল্যান্ড হাসপাতালে স্থিতিশীল আছেন।’

তিনি যোগ করেন, ‘এই মুহূর্তে আমরা শুধুমাত্র এই আঘাত বা হতাহতের খবর জানি। তবে যেমনটি আমি উল্লেখ করেছিড়এবং জনসাধারণকে মনে করিয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণড়এই সংখ্যাগুলি পরিবর্তিত হতে পারে। আমরা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছি।’

চলমান তদন্তের ওপর জোর দিয়ে স্মাইলি নিহতদের পরিচয় জানাতে অস্বীকৃতি জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিনা প্যাক্সটন এক লিখিত বিবৃতিতে বলেন, ‘এটি এমন একটি দিন যা আমরা আশা করেছিলাম যেন আমাদের সম্প্রদায়ে কখনও না আসে। এটি আমাদের সকলের জন্য গভীরভাবে হৃদয়বিদারক।’

তিনি ক্যাম্পাসের সবাইকে সতর্ক থাকার এবং লকডাউন প্রোটোকল মেনে চলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘এর অর্থ হলো সমস্ত দরজা তালাবদ্ধ রাখা এবং ক্যাম্পাস জুড়ে কোনো চলাচল না করা নিশ্চিত করা।’

১৩ ডিসেম্বর শনিবার স্থানীয় সময় আনুমানিক বিকেল ৪ টা ২২ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথম জরুরি সতর্কতা জারি করে জানায়, বারাস অ্যান্ড হলি ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফিজিক্স ভবনের কাছে একজন বন্দুকধারী রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সতর্কবার্তায় বলে, ‘দরজা লক করুন, ফোন নীরব করুন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকুন।’

এতে আরও বলা হয়, ‘মনে রাখবেনড়দৌড়ান, যদি আপনি আক্রান্ত স্থানে থাকেন তবে নিরাপদে সরে যান; লুকান, যদি সরে যাওয়া সম্ভব না হয় তবে আড়াল নিন; প্রতিরোধ করুন, শেষ অবলম্বন হিসেবে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নিন।’

প্রভিডেন্সের পুলিশ প্রধান টিমোথি ও’হারা জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ভবনটিতে তল্লাশি চালায়। ও’হারা বলেন, ‘তারা ভবনটিতে পদ্ধতিগতভাবে তল্লাশি চালিয়েছে। তবে সে সময় কোনো সন্দেহভাজনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারা সেই ভবনটি খালি করতে সক্ষম হন এবং সেই ভবনের সমস্ত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং কর্মীদের জন্য একটি নিরাপদ স্থান তৈরি করে দেন।’ তিনি আরও জানান, সন্দেহভাজন কীভাবে ভবনে প্রবেশ করেছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে সে হোপ স্ট্রিট দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

স্থানীয় সময় শনিবার ১৩ ডিসেম্বর ৫ টা ২৭ মিনিটে ব্রাউন ইউনিভার্সিটি জানায়, গভর্নর স্ট্রিটের কাছে, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফিজিক্স ল্যাব থেকে প্রায় দুটি ব্লক দূরে, গুলি চালানো হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনের আগে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কোনো সন্দেহভাজনকে আটক করেছে কিনা তা স্পষ্ট ছিল না, কারণ অনলাইনে পরস্পরবিরোধী প্রতিবেদন প্রচারিত হচ্ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি প্রাথমিক ঘোষণা প্রত্যাহার করতে হয়েছিল যে, একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা লিখেছিল, ’পুলিশের হেফাজতে কোনো সন্দেহভাজন নেই এবং তারা সন্দেহভাজনদের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।’

স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে এবং তাদের সাথে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এবং ব্যুরো অব অ্যালকোহল, টোব্যাকো, ফায়ারআর্মস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস (এটিএফ) এর ফেডারেল এজেন্টরাও যোগ দিয়েছেন। ঘটনাটি বর্তমানে তদন্তাধীন।

ইরানে নোবেলজয়ী নার্গিস মোহাম্মাদি গ্রেপ্তার

নার্গিস মোহাম্মাদি ইরানের অন্যতম সুপরিচিত মানবাধিকার আইনজীবী। গত দুই দশকের বেশির ভাগ সময় তিনি তেহরানের কুখ্যাত অ্যাভিন কারাগারে বন্দী ছিলেন। এই কারাগারে সাধারণত সরকার-বিরোধী ও সমালোচকদের রাখা হয়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, জাতীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কাজ এবং প্রচার চালানোর অভিযোগে নার্গিসের বিরুদ্ধে মোট ৩১ বছরের সাজা রয়েছে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে পায়ের একটি অস্ত্রোপচারের পর কিছুদিনের জন্য নার্গিসের দণ্ড স্থগিত করা হয়। তিনি পুনরায় জেলে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তবে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি থাকলেও তিনি কারাগার থেকে অল্প সময়ের চিকিৎসা ছুটির মধ্যেও মানবাধিকার বিষয়ক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিগত এক বছরে তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার আয়োজনে অংশ নিয়ে ইরানের পরিস্থিতি নিয়ে সরব ছিলেন।

গত সপ্তাহে টাইম ম্যাগাজিনে লেখা এক নিবন্ধে নার্গিস বলেনড়ইরানি জনগণ আসলে কোনো শান্তিই পায় না। কারণ রাষ্ট্র তাদের ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে। নজরদারি, সেন্সরশিপ, গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও সহিংসতার হুমকিতে মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত।

তিনি ইরানের নাগরিক সমাজ, স্বাধীন গণমাধ্যম ও মানবাধিকার রক্ষকদের প্রতি বিশ্বব্যাপী সমর্থনের আহ্বান জানান।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সিএনএন-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি অ্যাভিনের ভেতরে বা বাইরে যেখানেই থাকি, লক্ষ্য একটিইড়গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া।’

নার্গিস মোহাম্মাদি কারাগারে থাকার সময় থেকেই নারী বন্দীদের ওপর নির্যাতন ও যৌন সহিংসতার অভিযোগ করে আসছেন। বিভিন্ন চিঠি ও বক্তব্যে তিনি ১৯৯৯ সাল থেকে শুরু হওয়া নির্যাতনের বিবরণ দিয়েছেন। যদিও ইরানি সরকার এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

নার্গিসের যমজ সন্তান কিয়ানা ও আলি তাঁর হয়ে ২০২৩ সালে নরওয়ের অসলোতে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করে। তাঁর স্বামী তাগি রাহমানিও দীর্ঘ ১৪ বছর রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন।

গর্ভে সন্তান আছে কি না পরীক্ষা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছে। দূতাবাস জানায়, প্রতিটি আবেদনই বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘প্রতিটি ভিসার ক্ষেত্রে আমরা পর্যাপ্ত সময় নিয়ে যাচাই করি যে আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নন এবং তিনি ভিসার শর্ত অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনার বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন।’

ওর মুখ ও ঠোঁট সুন্দর, মেশিনগানের মতো-প্রেস

৫৪ পৃষ্ঠার পর

পেনসিলভানিয়ায় এক জনসভায় ৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্প তাঁর প্রশাসনের অর্থনৈতিক সফলতার কথা বলছিলেন। তখনই মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে তাঁর ২৮ বছর বয়সী প্রেস সেক্রেটারি কত ‘চমৎকার’ তা নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, ‘আজ আমরা আমাদের সুপারস্টার ক্যারোলিনকে পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। সে কি দারুণ না? ক্যারোলিন কি অসাধারণ?’ উল্লসিত জনতাকে তিনি প্রশ্ন করেন।

এরপর তিনি লেভিটের শারীরিক সৌন্দর্য ও আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করতে শুরু করেন। লেভিট তাঁর চেয়ে ৫০ বছরেরও বেশি ছোট। ট্রাম্প বলেন, ‘যখন সে ফক্সের টেলিভিশন চ্যানেলে যায়, সেখানে সে দাপিয়ে বেড়ায়, দাপিয়ে বেড়ায়...সে যখন মঞ্চে ওঠে তাঁর ওই সুন্দর মুখ আর সেই ঠোঁট নিয়ে, যা থামে না, যেন একটা ছোট্ট মেশিনগান।’

ট্রাম্প বলেন, ‘তাঁর কোনো ভয়ডর নেই...কারণ আমাদের নীতি সঠিক। আমাদের এখানে নারীদের খেলায় পুরুষেরা অংশ নেয় না...আমাদের সবাইকে রূপান্তরকামী হতে বাধ্য করতে হয় না, আর আমাদের উন্মুক্ত সীমান্ত নীতিও নেই যেখান থেকে গোটা বিশ্বড়জেলখানা ও অন্য সব জায়গা থেকেড়আমাদের দেশে ঢুকতে পারবে, তাই ওর কাজটা একটু সহজ। আমি তো অন্য পক্ষের প্রেস সেক্রেটারি হতে চাইতাম না।’

এই রিপাবলিকান নেতা আগস্টে নিউজম্যাক্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারেও লেভিটকে নিয়ে একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। তিনি সে সময় বলেছিলেন, ‘ওই মুখটা, ওই মস্তিষ্কটা, ওই ঠোঁট, যেভাবে চলে। মনে হয় যেন সে একটা মেশিনগান। আমার মনে হয় না ক্যারোলিনের চেয়ে ভালো প্রেস সেক্রেটারি আর কারও হয়েছে।’

লেভিট ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনে ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সহকারী প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছিলেন। নিউ হ্যাম্পশায়ারের বাসিন্দা লেভিট ৬০ বছর বয়সী রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিকোলাস রিক্কিও’র সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ এবং তাঁদের নিকো নামে একটি পুত্র সন্তান আছে। কংগ্রেস নির্বাচনে জিততে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি জানুয়ারি মাসে আবারও হোয়াইট হাউসে ফিরে আসেন এবং ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ প্রেস সেক্রেটারি হন। ট্রাম্পের পঞ্চম প্রেস সেক্রেটারি তিনি এবং তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম প্রেস সেক্রেটারি।

ব্রেস্ট ক্যানসারের ভ্যাকসিন নিয়ে

৪৪ পৃষ্ঠার পর

এনসিপি দাবি করেছে, এর আগেও তাদের কার্যালয়ের সামনে ককটেল হামলা ও প্রার্থীকে হুমকি দেওয়ার পরও সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নিড়যা দায়িত্বহীনতা ও অদক্ষতার প্রমাণ।

এনসিপি অভিযোগ করেছে, নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচিত আওয়ামী লীগ জনগণের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালিয়ে এসেছে এবং তাদের অবশিষ্ট সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক এখনো দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। দলটি সতর্ক করে বলেছে, এই নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর অভিযান না হলে গণতান্ত্রিক উত্তরণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

দলটি সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেড়হামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, অপরাধীদের গ্রেপ্তার, হুমকির উৎস শনাক্তকরণ, আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং সব প্রার্থী ও নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গণমাধ্যম ও সাংবাদিকরা কী বলছেন

বাংলাদেশি সব গণমাধ্যম এ ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছে। সাংবাদিকেরা সাধারণত তিনটি মূল বিষয়ে বিশ্লেষণ করছেনড়রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, বিদেশি সম্পৃক্ততার অভিযোগ এবং নির্বাচনী পরিবেশের ওপর প্রভাব।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ঘটনাটিকে গুরুতর হিসেবে বর্ণনা করেছে। তারা উল্লেখ করেছে যে তফসিল ঘোষণার পরপরই এ হামলা হওয়ায় রাজনৈতিক পরিবেশ আরও উত্তাপের মুখে পড়েছে। প্রতিবেদনগুলোতে হাদীকে ‘জুলাই অভ্যুত্থানের সামনের সারির কর্মী’ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে তাকে চুপ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয় | PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1659, Saturday, December 13, 2025

গর্ভে সন্তান আছে কি না পরীক্ষা করে ভিসা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: অনেকে পর্যটক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার চেষ্টা করেন। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী অনুযায়ী দেশটিতে জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। তবে এবার এ ধরনের ভিসা পাওয়া কঠিন হতে যাচ্ছে। ভারতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস এমনই সতর্ক বার্তা দিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে দূতাবাস জানায়, যদি কোনো আবেদনকারীর উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সন্তান জন্ম দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে শিশুর মার্কিন নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা হয়, তাহলে ওই আবেদন সরাসরি বাতিল করা হবে। দূতাবাস তাদের বিবৃতিতে লিখেছে, 'যদি কনস্যুলার কর্মকর্তারা মনে করেন যে ওই পর্যটকের ভিসার প্রধান উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দেওয়া, তাহলে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হবে। এ ধরনের ভ্রমণ অনুমোদিত নয়।'

শুধু পর্যটক ভিসাই নয়, যুক্তরাষ্ট্র তাদের অনলাইন উপস্থিতি ও সোশ্যাল মিডিয়া যাচাইয়ের পরিধি আরও বাড়িয়েছে। এখন থেকে এই কঠোর যাচাই-বাছাইয়ের আওতায় আসছেন এইচ-১বি ও এইচ-৪ ভিসা আবেদনকারীরাও।

সম্প্রতি বহু ভারতীয় আবেদনকারী ইমেইল পেয়েছেন যে তাদের ভিসা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপরই বিষয়টি পরিষ্কার করতে দূতাবাসের পক্ষ থেকে এমন বিবৃতি দেওয়া হয়।

এক বিবৃতিতে মার্কিন দূতাবাস জানায়, ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট ইতিমধ্যে শিক্ষার্থী ও এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ভিসার (এফ. এম. জে) ক্ষেত্রে অনলাইন উপস্থিতি যাচাই করে থাকে। ১৫ ডিসেম্বর থেকে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে এইচ-১বি ও এইচ-৪ ভিসা আবেদনকারীদের ক্ষেত্রেও।

ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি সব এইচ-১বি ও এইচ-৪ আবেদনকারীর ক্ষেত্রেই সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক করেছে। ফলে হাজারো কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সামনে নতুন অনিশ্চয়তা দেখা *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

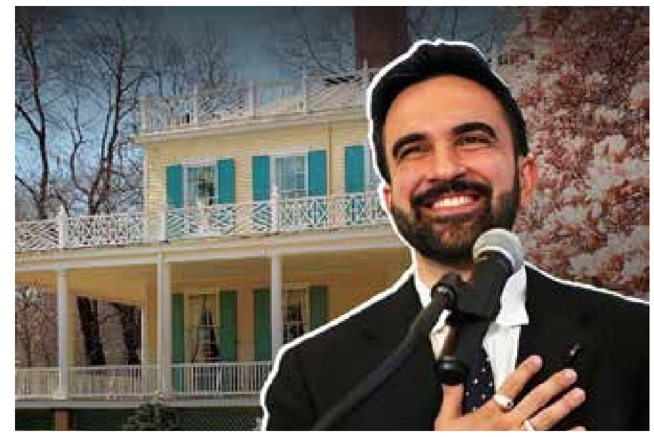

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র হিসেবে ঐতিহাসিক গ্রেসি ম্যানশনে বাস করবেন জোহরান মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের মেয়রের সরকারি বাসভবন গ্রেসি ম্যানশনে থ াকবেন শহরটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি। আগামী ১ জানুয়ারি মামদানির গ্রেসি ম্যানশনে ওঠার কথা রয়েছে। ১৭৯৯ সালে নির্মিত এই বাসভবনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নিউইয়র্ক সিটির বেশিরভাগ মেয়র বসবাস করেছেন। বর্তমানে মামদানি কুইন্স বরোর অ্যাস্টোরিয়া এলাকায় ভাড়া নেওয়া একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। গ্রেসি ম্যানশনে ওঠার মধ্যে দিয়ে তিনি এই অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়ছেন। মামদানির নির্বাচনী প্রচারণার সময় তার এই অ্যাপার্টমেন্ট তীব্র বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল। তবে গত নভেম্বরে মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর ওই সময়ে তিনি *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ইরানে নোবেলজয়ী নার্গিস মোহাম্মাদি গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: ইরানি মানবাধিকারকর্মী ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী নার্গিস মোহাম্মাদিকে আবারও গ্রেপ্তার করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) মাশহাদ শহরে এক স্মরণসভায় অংশ নেওয়ার সময় তাঁকে 'হিংস্রভাবে' আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্যারিসভিত্তিক নার্গিস ফাউন্ডেশন।

সিএনএন জানিয়েছে, নিহত আইনজীবী খোসরো আলিকোরদির স্মরণে আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা বাহিনী হানা দিয়ে নার্গিস সহ আরও কয়েকজন কর্মীকে আটক করেছে।

২০২৩ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা 'পশুপাখিকেও এমন খাবার দেয় না'

পরিচয় ডেস্ক: "এখনও আমার হাতে দাগ, কোমরে দাগ, আমার পুরো শরীরে স্পট হয়ে আছে। বাংলাদেশে বিমানবন্দরে নামার আগে ৭৫ ঘণ্টা আমাকে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখা হয়েছিল, এমনকি বাথরুমেও যেতে দেয়নি।"

বিবিসি বাংলাকে এভাবেই নিজের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশি নাগরিক ফয়সাল আহমেদ (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকায় ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে)।

ফয়সাল জানান, পাঁচ বছর আগে ভিজিট ভিসায় বলিভিয়ায় গিয়ে আর দেশে ফেরেননি তিনি। সেখান থেকে দালালের মাধ্যমে প্রায় ছয় মাসের চেষ্টায় পেরু, ইকুয়েডর, মেক্সিকো হয়ে বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ঢোকেন যুক্তরাষ্ট্রে। পরিচিতজনদের বাসায় আশ্রয় নিয়ে তখন থেকেই বৈধ হওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন।

ওই সময় পরিস্থিতি অনুকূলে ছিল। থেকে যাওয়ার প্রক্রিয়াটাও খুব ইজি ছিল। বাইডেনের সময় এটা অনেকেই করেছেন," বলেন ফয়সাল।

যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে গত পাঁচ বছরে সেখানকার বৈধ কাগজপত্র পাওয়ার চেষ্টা করেছেন *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

ব্রেস্ট ক্যানসারের ভ্যাকসিন নিয়ে সুখবর দিলেন বিজ্ঞানীরা

পরিচয় ডেস্ক: চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ব্রেস্ট ক্যান্সারের সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ধরনগুলোর মধ্যে অন্যতম ট্রিপল-নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সারের(টিএনবিসি) বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন এক ভ্যাকসিনের আবিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। এই সাফল্য ক্যান্সারে আক্রান্ত নারীদের চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত সেই ভ্যাকসিনের প্রথম পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে। ট্রায়ালে অংশ নেওয়া রোগীদের মধ্যে ৭৪ শতাংশের দেহে শক্তিশালী রোগপ্রতিরোধী (ইমিউন) প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করছেন, এই ভ্যাকসিনটি আক্রমণাত্মক টিএনবিসি-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'টার্নিং পয়েন্ট' হতে পারে। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ওর মুখ ও ঠোঁট সুন্দর, মেশিনগানের মতো-প্রেস সেক্রেটারি লেভিট সম্পর্কে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি তাঁর প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিটের 'সুন্দর মুখ' আর 'ঠোঁট'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এক অর্থনৈতিক কর্মসূচির প্রচারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়ার সময় সেখানেই এহেন মন্তব্য করেন ট্রাম্প। *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

রোড আইল্যান্ডের ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে গুলিতে নিহত ২, আহত ৮

পরিচয় ডেস্ক: রোড আইল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা আইভি লীগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রাউন *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*